ক্রুশ-তলে।

অর্থাৎ

খ্রীষ্টের ক্রুশীয় শক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা।

বিশপ টিট্‌কুম্বের "বিফোর্ দি ক্রশ" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে

শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র তরফদার কর্ত্তৃক লিখিত।

কলিকাতা খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটির দ্বারা
২৩ নং চৌরঙ্গি রোড ভবন হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৯০৬।

সূচী পত্র।

—:০:—

বিষয় | পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়।

এদেশের ভাবী দৃশ্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুদূরে	১
জ্বলন্ত আশা	৭
উৎকৃষ্ট ভাবি বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া ...	১৬
আনন্দ দায়িনী আশা	১৯
আশা বর্দ্ধিষ্ণু	২৪
মুক্তিকর্ত্তার যাজকত্ব	২৮
শান্তির রাজা ...	৩২
অনতিদূরে	৩৭
অদূরে	৪১
ক্রুশ	৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্রুশের অতীত দৃশ্য

ক্রুশেই আনন্দ, জীবন ও রাজত্ব .. ৫৫

ক্রুশ হইতে নিঃসৃত শক্তি. ৬১

ক্রুশই পবিত্রাণের অনন্য ভরসা .. ৬৭

ক্রুশেই পাপের ক্ষমা .. ৭২

ক্রুশহইতে নিয়মের অধিকারের সমতা ৭৬

প্রভুর ভোজে ক্রুশ দর্শন . ৮২

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রুশের অন্তর্দৃশ্য

ক্রুশের সম্মুখে অনুতাপী .. ৮৬

ক্রুশের সম্মুখে আনন্দিত বিশ্বাসী . ৯০

ক্রুশের সম্মুখে ক্লেশভোগকারী বিশ্বাসী .. ৯৫

ক্রুশের সমীপে পরীক্ষাক্রান্ত বিশ্বাসী .. ১০০

ক্রুশের সম্মুখে বিপথগামী ১০৪

ক্রুশের নিকটে মৃতকল্প বিশ্বাসী .. ১১০

চতুর্থ অধ্যায়।

ক্রুশের প্রতিবিম্ব

ক্রুশটী ইচ্ছাতে প্রতিবিম্বিত	...	১১৬
ক্রুশটী মনোভাবে প্রতিবিম্বিত	...	১২০
ক্রুশ স্মৃতি শক্তিতে প্রতিবিম্বিত	...	১২৫
ক্রুশ বিবেকে প্রতিবিম্বিত ...	...	১২৯
আরাধনায় ক্রুশ প্রতিবিম্বিত	...	১৩৪

পঞ্চম অধ্যায়।

ক্রুশের আধিপত্য।

জাতি সমূহের উপর ক্রুশের আধিপত্য	...	১৪০
সমাজের সংস্কার ও উন্নতিতে ক্রুশের আধিপত্য		১৪৬
দ্বন্দ্বের উপরে ক্রুশের আধিপত্য	...	১৫১
বিশ্বাসীগণের আত্মিক একতার উপরে ক্রুশের আধিপত্য ...	...	১৫৫
স্বর্গে ক্রুশের আধিপত্য ...	...	১৫৯

উপক্রমণিকা ।

—:—

ঈশ্বরের মেষশাবক নিহত হইয়াছেন. হে আমার প্রাণ, চল দেখি, একবার বিশ্বাসপূর্ব্বক সেই বধ্যস্থানে— কালভেরী পর্ব্বত সন্নিধানে গমন করি। জগৎ, তুমি নিস্তব্ধ হও. সাংসারিক চিন্তা, সরিয়া যাও। আমি যেন নির্ব্বিঘে ধীরে ধীরে তথায় যাইবার সুবিধা পাই, কারণ স্থানটী অতি পবিত্র। আমাকে নম্রভাবে তৎ-প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দাও, কেননা দৃশ্যটি বর্ণনাতীত ও হৃদয় বিদারক।

হে ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপহারক! এই কি তোমার ইচ্ছা নয় যে, আমি তোমার নিদেশানুসারে তথায় গমন করি, এবং তোমার বহুমূল্য রক্তেক্রীত দাসের ন্যায় তোমার সম্মুখে দাড়াই? দয়াময় যে প্রেমগুণে তুমি আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ, সেই প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে, এবং তল্লব্ধ অচিন্তনীয় আশীর্ব্বাদের কারণ তোমার মহানামের প্রশংসা করিতে আমাকে শক্তি দও আমি যে অধম ও অযোগ্য, এরূপ জ্ঞান দিয়া তোমাকে সসম্রমে প্রণি-পাত করিতে আমায় আনুকূল্য কর।

দেখি, এই সমগ্র বিশ্বসংসারের কেন্দ্রস্বরূপ
ক্ষ কিরূপ বোধ হয়? যখন স্বর্গের
গুণের কিছুই সৃষ্ট হয় নাই সেই অজ্ঞাত
টে—সামর্থ্য থাকিলে—গমন করিয়া
র মধ্যে সভায় উৎসাহে দিয়েন প্রভাব
, শান্তি ও আশীর্বাদের অভিপ্রায় কি
প্রেমময়ের পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে ভাবিকালের
র নিমিত্ত তাহা সঞ্চিত ছিল, নহিলে
হাদের পক্ষে নিরূপিত হইত

লিখিত আছে যে, তুমি ‘নির্দোষ ও নিষ্ক
খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা মুক্ত হইয়াছ
পূর্ব্বাবধি নিরূপিত ছিলেন?” (১ পি:
) এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই
. হইতে অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমের একটান
ক ধাবিত হইতেছিল

ি একবার ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর
যুগের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখ প্রাণ .
র ক্রুশারোপিত প্রভু পুনরুত্থিত হইয়া
ছেন, যখন দেখি তিনি পিতার দক্ষিণ

পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সতত আমার জন্য অনুরোধ করিতে-ছেন, আবার যখন ভাবি, তিনি সমস্ত জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য যেমন গভীর তুরীনাদসহ পুনরাগমন করিবেন, তখন তাহাকর্তৃক সাধিত প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্যাপার কি যে এই সমুদায় গৌরবের একমাত্র কারণ, তাহা কি আর বুঝিতে পারি না? সুতরাং আমার কল্পিত দৃশ্যগুলি কি আমাকে জগতের সেই পবিত্রতম ক্ষেত্রে, সেই কলভেরীর ক্রুশের নিকট লইয়া যাইতেছে না?

এক্ষণে, প্রাণ, তুমি এই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাক, মৃত্যুতে তোমায় বিচলিত না করুক, স্বর্গের ভাবি গৌরব তোমায় স্থানচ্যুত না করুক দৃঢ় বিশ্বাসে এই ক্রুশের সম্মুখে অবনত হও, বিশ্বাসনেত্রে তথাকার দুঃখ কষ্টের ব্যাপার দর্শন কর, আর তথা হইতেই স্বর্গের বজ্রধ্বনি শ্রবণ কর আহা! তথাকার যাবতীয় দৃশ্যই তোমার নিকট স্বর্গীয় আলোকে স্নাত ও পরিবেষ্টিত বোধ হইবে

হে আমার প্রাণ, একবার এই সুবিস্তীর্ণ দৃশ্যাবলীর উপর দিয়া উড়িয়া যাও, ঐ সমুদয় সুন্দর দৃশ্যের উচ্চতা ও গভীরতা, অপরিমেয়তা ও অসীমত্ব [illegible] কি না দেখ, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে [illegible]

আমাকে বিশুদ্ধ হৃদয় প্রদান কর, এবং
র যেন আমার সম্মুখস্থ ক্রুশের অদ্ভুত মাহাত্ম্য
নুপম শোভায় মোহিত হইতে, এবং তজ্জ
মধুরতা আস্বাদন করিতে সমর্থ হই

প্রথম অধ্যায়।

BENGAL

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুদূরে

আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান নহেন তাঁহাকে দর্শন করিতেছি কিন্তু নিকটবর্ত্তী নহেন গণনা ২৪ ; ১৭ পদ

পরম দেশের দ্বার সকল এখন রুদ্ধ যে রমণীয় এদন উদ্যান এক সময়ে সুদৃশ্য দৃশ্যসমূহে পূর্ণ ছিল, তাহা এখন গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে পর্য্যন্ত মানবজাতি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে ঋণমুক্ত না হয় এবং তাঁহার অনুগ্রহে, প্রণষ্ট দিব্য অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা যেন তথায় আবার প্রবেশ করিতে না পায় তজ্জন্য তেজোময় খড়্গধারী কিরূবগণকর্ত্তৃক তাহার দ্বার সুরক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু কি উপায়ে প্রবেশ লাভ হইবে? আমাদিগের আদি পিতামাতা যে ঐশ্বরিক প্রতিমূর্ত্তি সৃষ্টিকালের ধার্ম্মিকতা হারাইয়াছেন, তাহা কি প্রকারে আবার তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন? পাপপ্রযুক্ত দণ্ডের অধীন তাঁহারা কিরূপে সেই

তেজোময় কিন্নরগণের দিকে ফিরিয়া যাইবেন, আর ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন ?

সৃষ্টিকালাবধি পতিত মানবজাতির পক্ষে ইহা এক গুরুতর প্রশ্ন কিন্তু এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর পাইবার কি কোন আশা নাই ? প্রভুর নাম ধন্য যেহেতু তিনি সেই আদিকালীন অন্ধকারের মধ্যেও দীপ্তিটী প্রচ্ছন্নভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সর্পবেশী দিয়াবল চিরকালের জন্য বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই পাপে পতিত মানব জাতিকে চিরবিনাশ হইতে রক্ষা করা, ঈশ্বরের পবিত্রাণ ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না আমি পারাদাইস্ হইতে বহিষ্কৃত আদমকে এই দুঃখ কোলাহলময় পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেছি বটে, কিন্তু তিনি কি আপনার হৃদয়ে এমন একটী আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞা রত্ন বহন করিতেছেন না, যদ্দ্বারা এক জন মুক্তিকর্ত্তার আগমন কথা তাঁহার মনে পড়িতেছে ? তবে, এই বুদ্ধির অতীত গূঢ় রহস্য আদম যে অতি অল্পমাত্রই বুঝিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কেননা তাঁহার নিকটে কেবল এই মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, "নারীর বংশ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবেন," (আদি, ৩; ১৫ পদ) অর্থাৎ তাঁহারই পরিবারস্থ এক জন জগদীশ্বর

পবিত্রাত্মা হইবেন এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন সাধন করিবেন কিন্তু তিনি কে এবং কি উপায়ে বা তিনি এই পুনর্ম্মিলন ঘটাইবেন তাহা আদমের পক্ষে ত। কারাচ্ছন্ন ও পহেলিকাবৎ বোধ হইতেছিল

যাহা হউক ত্রাণসম্বন্ধীয় সমুদায় শিক্ষা, এই চমৎকার প্রতিজ্ঞার অন্তর্গত ছিল বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাটী আমার হৃদয়ে অতি মধুর, তাহা আদমের পক্ষে অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট থাকিলেও আমার পক্ষে নূতন নিয়মের আলোকে কেমন সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই প্রকারে আশ্বস্ত হইলেও আদমের পরবর্ত্তী মনবজাতি ক্রমশঃ দিয়াবলের নূতন নূতন প্রলোভনে ভুলিয়া পাপে পতিত হইল এবং পরিশেষে পৃথিবীবাসী সকলেই অত্যন্ত পচণ্ড ও দুষ্টতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল (আদি পুস্তক ৬অঃ) একথা হয় ত সত্য যে এই অজ্ঞাত ঐতিহাসিক যুগে শয়তান তৎকালীয় লোকদের মন হইতে পরিত্রাণের আশা সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু প্রাণ, একবার তে মার স্বর্গস্থ পিতার বিশ্বস্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ "তিনি বলিয়া কি সফল করিবেন না, এবং বলিয়া কি সিদ্ধ

করিবেন না ?" (গণনা ২৩; ১০ পদ) আশা কখনই নিবিবে না, প্রতিজ্ঞা কখনই বিলুপ্ত হইবে না

হেবলের যজ্ঞবেদির উপরে দগ্ধ বিষয়টী কি ? যদি প্রতিনিধিস্বরূপ পশুর বলিদান দ্বারা অপরাধীর প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত দণ্ড ব্যক্ত না হইত এবং সময় বিশেষে "প্রতিজ্ঞাত বংশ দ্বারা" আরও পূর্ণ ও সিদ্ধ পবিত্রাণ সাধিত হইবে, তাহার নিদর্শনস্বরূপে এই বলিদান ঈশ্বর গ্রাহ্য না করিতেন, তাহা হইলে পশুবলিদানের যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করা এক প্রকার অসম্ভব হইত পূর্ব্বকালাবধি হাঁ, বহু পূর্ব্বকালাবধি ঈশ্বরের একজাত পুত্রের অবতারসম্বন্ধীয় গূঢ়-রহস্য ও কালভেরী গিরিস্থিত ক্রুশের তত্ত্ব প্রকাশিত ছিল তথাপি, যখন এই সকল বিষয় বুদ্ধির অতীত দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আচ্ছাদিত ও অপ্রকাশিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই সেই প্রজ্বলিত বেদিতে এরূপ আশাবীজ নিহিত ছিল যে, ভাবিকালে একজন মুক্তিকর্ত্তা আগমন করিয়া "সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবেন" এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অভিশাপ রহিত করিয়া জগতের সহিত ঈশ্বরের পূর্ব্বসম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিবেন

হে স্বর্গীয় পিতঃ আমাদিগের আদিকালীন পিতৃপুরুষেরা,

যে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আপনাপন সন্তানগণকে ভাবি-কালীন পরিত্রাণের আশার মধ্যে প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তোমার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত আশীর্ব্বাদের কারণ আমি তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করি

ঐরূপ সকল যজ্ঞবেদির অগ্নিমধ্যে তোমার যে শান্তি-দায়ক সুসমাচারের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে আমায় জ্ঞান দাও অনেকে তাহা অবজ্ঞা করিয়াছিল জনবৃন্দগণ তাহা পদদলিত করিয়াছিল, কিন্তু হেবল অবধি নোহ পর্য্যন্ত এই ক্রম বিকাশ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই ইহাতে আমি এই ভাবি যে, তোমার সহিষ্ণুতাগুণে তুমি যদি সহ্য না করিতে এবং তোমার প্রেমজনিত আশী-র্ব্বাদে তৎকালে এমন একটী পরিবার যদি বঞ্চিত না হইত, যদ্দ্বারা ভাবিবংশে এক জন পরিত্রাণকর্ত্তার আশা ব্যাপ্ত হইবে, তাহাহইলে এই জগতের কি গতি হইত তাহা ভাবিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। তৎকালে সেই অন্ধকারের মধ্যেও, যে আলোটী জ্বলিতেছিল—যাহা রাশি রাশি পাপে নির্ব্বাণ করিতে, অথবা প্রচণ্ডতা ও দুষ্টতায় লোপ করিতে পারে নাই তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই

হে প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা, তুমি তখন বহুদূরে ছিলে, তোমার

ক্রুশও অস্ফুট আলোকে যেন ছায়াবৎ অস্পষ্ট ছিল তাহা হইলেও তখনকার সাধুদিগের হৃদয়ে ঐ ক্রুশই কার্য্যসাধক শক্তিস্বরূপ ছিল সেই জন্য তাঁহারা তদ্বিষয় না জানিলেও তোমার বহুমূল্য রক্তধারা ধৌত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা আরও অধিকতর সুন্দর পরমদেশে বাস করিতেছেন সেই স্থানে তোমার দেহহীন আত্মা মুক্তীকৃত লোকদিগকে ক্রুশের বোধাতীত নিগূঢ় বিষয়টী শিক্ষা দিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন হঁ তাঁহারা এখন জানিতে পারিয়াছেন এখন তাঁহার শেষ পুনরুত্থানের অপেক্ষাতে থাকিয়া, যে গীত এই পৃথিবীতে অবস্থান কালে কখনও গান করেন নাই সেই গীত গাহিয় বলিতেছেন, "প্রতাপ ঐশ্বর্য্য প্রজ্ঞা, পরাক্রম, সমাদর, প্রশংসা এবং ধন্যবাদ হত মেষশাবকের প্রতি বর্ত্তুক হাল্লেলুয়া।" (প্রকা ঃ ৭, ১২ পদ্ব)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্বলন্ত আশা

অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে "বংশ সকলের" প্রতি না বলিয়া একবচনে বলেন যে 'তোমার বংশের প্রতি' সেই বংশ খ্রীষ্ট। গালা ৩, ১৬ পদ

জলপ্লাবনের পর পৃথিবী নূতন হইল। মানবজাতি বাবিল হইতে ছিন্নভিন্ন হইল। জাতিসমূহের গঠন হইল। প্রতিমাপূজা প্রকাশ পাইল। পুনরায় অন্ধকার দেখা দিল। ভ্রষ্টতার আধিক্যে প্রতিজ্ঞাত মুক্তিকর্ত্তার প্রতি লোকের বিশ্বাস লোপ পাইতে লাগিল। "নারীর বংশ" সম্বন্ধীয় আশার অনির্দ্দিষ্টতা ও সাধারণত্বহেতু তাহা নিবিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যাহাতে ঐ আশা আরও স্পষ্ট ও সীমার মধ্যে রক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে জগতের উপকার সাধন করে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর একটি মনোনীত জাতির মধ্যে ও একটি প্রতিজ্ঞাত দেশে তাহা ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন।

স্বর্গীয় পিতঃ তোমার বিশ্বস্ততা ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমের জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি। যদি তুমি অবিবেচক অকৃতজ্ঞ মনুষ্যদিগকে তাহাদের অসতর্ক অবস্থায় এই

আশা রক্ষা করিবার জন্য ভারার্পণ করিতে, তাহাহইলে কি হইত ? তাহা কি মনুষ্যের স্বাভাবিক অধোগতির সহিত একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইত না ? তোমার মহানামের ধন্যবাদ হউক, যেহেতু তুমি নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলে দুষ্ট লোকে তোমায় অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু তুমি কখনও আপনাকে অস্বীকার করিতে পার না। মেষ-শাবকের জীবনপুস্তকে মণ্ডলীর নাম লিখিত ছিল ; তোমার চক্ষুর্গোচরে ও তোমার অনন্তকালস্থায়ী দয়ার মধ্যে ক্রুশের দুর্ব্বোধ্য মর্ম্ম সুপ্রকাশিত ছিল সেই কারণে শয়তানের চাতুরী কখনও সফল হইতে পারে নাই এবং প্রতিজ্ঞাত বংশ কখনও লুপ্ত হইতে পারে নাই

হে আমার প্রাণ, এই সময়ে তোমার প্রেমময় পিতা কি করিলেন, তদ্বিষয়ে একবার ধ্যান কর তিনি এই নূতন সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে অর্থাৎ একটী বংশ মনোনীত করিবার জন্য মনুষ্যদের মধ্যে কাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ? প্রতি-জ্ঞাত বংশ উৎপন্ন করিবার জন্য যিহোবা কোন্ স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ? যে জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে জগতের ত্রাণকর্ত্তা জন্মপরিগ্রহ করিবেন, সেই জাতির পিতৃপুরুষদিগের মস্তকস্বরূপ কাহাকে করিলেন ? আহা

ঈশ্বরের করুণা অনন্ত-কালস্থায়ী। কারণ যদিও শামের বংশধরদিগের মধ্যে একজনকে মনোনীত করা হইল, যাহার বিষয়ে স্বয়ং সদাপ্রভু বলিলেন, "শামের ঈশ্বর প্রভু," তথাপি ঐ বংশ মিসাপতামীয় দেবপূজক ছিল তবে দেখ, যেমন আশ্চর্য্য যে, প্রথমাবধিই "যেখানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই খানে অনুগ্রহ তদপেক্ষা উপচিয়া পড়িল" সুতরাং "অনুগ্রহেই পরিত্রাণ, কিম্বা বিশ্বাস দ্বারা যাথার্থিকতা লাভ হয় ব্যবস্থানুযায়ী কর্ম্মগুণে হয় না," এই পৈবিত্রিক সত্যের সূত্রপাত কি এই স্থানে দেখা যাইতেছে না? আব্রাহাম "ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল" এই স্থানে যীশু খ্রীষ্টের উপর ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের স্থিরতা ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য কর হে আমার প্রাণ সাধু পৌল এ বিষয়ে তোমাকে কি শিক্ষা দেন, শুন,—"আর ঈশ্বর বিজাতিদিগকে যে বিশ্বাসহেতু যাথার্থিক করিবেন, এই বিষয়ে শাস্ত্র ভবিষ্যৎ দৃষ্টি করিয়া আব্রাহামকে এই সুসমাচার জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "তোমাতেই যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে" হে আমার প্রিয়তম প্রভো, বিশ্বাসী আব্রাহামের সহিত আমিও আশীর্ব্বাদের ভাগী ও একই প্রতিজ্ঞার অধিকারী হইয়াছি; আর এ সকলই অনুগ্রহের দান, "কর্ম্মের ফল

নহে, পাছে কেহ শ্লাঘা করে ” এই প্রকারে আব্রাহাম সমুদায় জগতের আশা বুকে করিয়া কানান দেশে প্রবেশ করিলেন বস্তুতঃ, তিনি এমন এক জাতির আদিপুরুষ রূপে তদ্দেশের অধিকারী হইলেন, যে জাতি ভবিষ্যতে তথায় বসতি করিবে ও সেই দেশ আপনাদের দেশ বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে সেই যে জাতি, তাহা হইতেই মুক্তিকর্ত্তা আগমন করিবেন ও তাঁহার দ্বারায় “ সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে ”

তৎপরে মুক্তির প্রতিজ্ঞা আরও নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল এক বিশেষ পরিবারের কুলপতিগণের মধ্যে ইহা অতি পবিত্র জ্ঞানে রক্ষিত হইল কেবল তাহা নয়, কিন্তু কোন এক মনোনীত দেশের বিশেষ উপকারার্থে ইহা সযত্নে পালিত ও রক্ষিত হইল ইহাতেও যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করে, আব্রাহাম এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যে পিতৃপুরুষেরা বিদেশীর ন্যায় কানান দেশে প্রবাস করিয়াছিলেন তাঁহারা কি খ্রীষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তের বিষয় যথেষ্ট জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন ? ইহাতে আমার আর উত্তর কি ? এ বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ নাই মানবজাতির পবিত্র প তখন পর্য্যন্ত অতি দূরবর্ত্তী ছিল, তবে অধিকতর সীম বদ্ধরূপে

নির্ণীত হইয়াছিল, এইমাত্র প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ কেবল যে "নারীর বংশ" হইতে আসিবে, তাহা নহে কিন্তু "আব্রাহামের বংশ" হইতে শাস্ত্রে যতটুকু শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, ইহা ভিন্ন আর কোন কিছুই তৎকালে প্রকাশিত হয় নাই প্রজ্বলিত বেদীর উপরিস্থিত প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপক বলিদান তখন পর্য্যন্ত মনুষ্য ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার ভাবী পুনর্ম্মিলনের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছিল বটে, কিন্তু মুক্তির প্রণালী ও কালভেরীস্থিত ক্রুশের বোধাগম্য তত্ত্ব ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই অজ্ঞাত ছিল

হে দয়াময় ঈশ্বর, এই আদিম মণ্ডলীর দূরদর্শিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং নিজেকে তৎসহিত তুলনা করিয়া আমি কি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অর্চ্চনার দ্বারা তোমার নিকট নত না হইয়া থাকিতে পারি? 'হে আমার প্রাণ সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর" কেননা তুমি সেই সত্যের আলোকে এক্ষণে তাহা স্পষ্ট দেখিতেছ যে দৃশ্য পূর্ব্বপুরুষগণের নিকটে অস্ফুট ও অন্ধকারাবৃত ছিল, তাহা তোমার নিকট এখন জীবন্ত বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে হে ধন্য যীশু তুমি যে আপন গৌরবে ও সমুদায় সৌন্দর্য্যে আমার অন্তরে অ[illegible]

হইয়াছ, সপ্রেম বিশ্বাসে তোমায় আলিঙ্গন করিতে এবং অনুতপ্ত চিত্তে তোমার ক্রুশ আঁকড়িয়া ধরিতে আমায় শক্তি দাও। তথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি তোমার চরণে প্রণাম করিব, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিব, "হে আমার প্রভো, হে আমার ঈশ্বর!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উৎকৃষ্ট ভাবি বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া।

"কেননা ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করে নাই" ইব্রীয় ৭। ১৯ পদ

পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল প্রতিজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহা দূরে দেখিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং পৃথিবীতে প্রবাসী ও যাত্রীস্বরূপ স্বীকার করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা বিশ্বাসে জীবনধারণ, মেষ গোবৎসাদি উৎসর্গ করিলেন, কিন্তু আপনাদিগের উত্তরাধিকার ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করেন নাই। মুক্তির আশা পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট ভাবে গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর আত্মিক শত্রু তাহা উৎপাটন করিতে নিয়ত সচেষ্ট রহিল। সেই যে পুরাতন সর্প সর্ব্বপ্রথমে এদনের উদ্যানের মধ্যে মনুষ্যের বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তৎপরে নোহের সময়ে লম্পটতার দ্বারা পবিত্র বংশের আশা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সর্প এক্ষণে মিসরের হত্যাকাণ্ড দ্বারায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে তথাকার লোকদিগকে ফরৌণের নিষ্ঠুরতাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া অবিশ্বাসে ও নৈরাশ্য রূপ পঙ্কে ডুবাইবার চেষ্টা করিল। হাঁ, তাহার সাধ্য হইলে, সে, অন্ততঃ, তাহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিত। "প্রাত-

জাত বংশ” বিনষ্ট করণার্থে সে অনুসন্ধানপূর্ব্বক ঠিক আশীর্ব্বাদের প্রতিজ্ঞাটিকে সজোরে আ৭মণ কবং, কিন্তু যাহ মনুষ্যের অসাধ্য তাহা ঈশ্বরের অনায়াস সাধ্য। সেই প্রতিজ্ঞা •ষ্ট হইবার নহে, কিম্বা মণ্ডলীও বিনাশ পাইবার নহে এবং যে এশ মৃত জগৎকে পুনৰ্জ্জীবিত করিবে, তাহা এই প্রকারে ব্যর্থ হইবারও নহে

হে পিতঃ এখন আবার আমায় তোমার প্রেমের দীর্ঘ সহিষ্ণুতা ও তোমার চির বিশ্বস্তত দেখিতে শক্তি দাও মুক্তিদান করা তোমারই কার্য্য, ইস্রায়েলের কার্য্য নহে যদি এই আশা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই দুর্দ্দশায় প্রাণ হারাইত কিন্তু তোমার সবল হস্ত মুক্তি আনয়ন করিয়াছিল। তুমি মেষপালের ন্যায় লোকদিগকে চালাইয়াছিলে এবং স্বীয় বলবান বাহু দ্বারা তাহাদিগকে সকল শত্রুর উপর জয়ী করিয়াছিলে আহা ঋণদায়ে পতিত যে ব্যক্তি, তাহার কাছে দয়া কেমন মহৎ ও উপাদেয় অতএব আমরা যেন প্রত্যহ এই গান করি, “প্রভো তুমিই মাত্র কেবল রক্ষাকর্ত্তা ”

এখন, চল আমরা মণ্ডলীর সহিত একবার প্রান্তরে এমণ করি, যেখানে তাহাদের সাহায্যার্থে ঈশ্বরীয় নূতন বিধি

প্রদত্ত হইল। তাহারা মিসরের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। এই স্থানে তাহাদের নূতন প্রকারে শিক্ষিত হইবার সময় উপস্থিত হইল, পারিবারিক বলিদান প্রথা ও পারিবারিক পুরোহিত পদ্ধতি রহিত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে একটি সুন্দর ও পবিত্র উপাসনালয় স্থাপিত হইল, যেখানে প্রতাপের মেঘে সদাপ্রভুর উপস্থিতি অনুভূত হইতে লাগিল। ঐ পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার ভার সম্পূর্ণরূপে একজন যাজকের হস্তে সমর্পিত হইল, যিনি তৎপরে কেবল ইস্রায়েলের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য নহে, কিন্তু ঐ বৃহৎ জাতির জন্য বলি উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অনুগ্রাহক পিতা, বহুকাল পূর্ব্বে স্বকৃত মুক্তির প্রতিজ্ঞা আরও স্থায়ী করণার্থে আপন লোকদিগকে একটি নূতন পদ্ধতি প্রদান করিলেন। এই সকল ভিন্নভিন্ন ও বহুসংখ্যক পশু বলিদানে আমি ভাবি কালের মহা প্রায়শ্চিত্ত ও ধন্য ক্রুশের নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই দেখি না।

পিত্তলময় হোমবেদির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি তাহার উপরে ছিটান রক্ত দেখিতেছি। হে ধন্য যীশু, তোমার মহামূল্য রক্ত কি সেই ভাবে আমার উপরে ছিটাইয়া দিবে

না? নিয়মতাম্বুতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যাজকেরা যাহাতে হস্ত পদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্র হইতেন, আমি সেই পিত্তলময় প্রক্ষালনপাত্র নিরীক্ষণ করিতেছি সেই প্রকারে পবিত্র আত্মা কি আমার আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ করিবেন না?

আমি কল্পনার চক্ষুতে যাজকগণকর্ত্তৃক সুবর্ণ দীপবৃক্ষ সুসজ্জিত করণ, দর্শনীয় রুটীর মেজ হইতে রুটী পরিবর্ত্তন, এবং স্বর্ণময় ধূপবেদিতে সুগন্ধ ধূপদাহ নিরীক্ষণ করিতেছি। হে আমার মুক্তিকর্ত্তা, তুমি নিজ দয়াগুণে আমার তথাবিধ আত্মিক অভাব পূর্ণ কর তুমি আমার পক্ষে সেই পবিত্র স্থানের দীপস্বরূপ হও জীবনদায়ক খাদ্যস্বরূপ হও, এবং আমার প্রার্থনা ও প্রশংসাসমূহ যেন করুণাসনের নিকটে গ্রাহ্য হয়, তজ্জন্য তুমি স্বীয় ধার্ম্মিকতারূপ সুগন্ধি ধূপের সৌরভে আমার অন্তরস্থ সমুদায় সৌরভযুক্ত কর

পুনশ্চ আমি বিশ্বাসনেত্রে তিরস্করিণীর মধ্যে হারোণ মহাযাজককে ধূপ জ্বালাইতে ও পাপার্থক বলির রক্ত করুণাসনের উপর ছিটাইয় ইস্রায়েল জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতে দেখিতেছি হঁ, প্রভো, এক্ষণে তুমিও ঠিক সেই প্রকারে তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে স্বর্গে থাকিয়া আমার জন্য অনুরোধ করিতেছ।

পরে আমি আবাস দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পাপভার বহনকারি ছাগকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিতেছি, তাহাতে পাপের ক্ষম সূচিত হইল পাপ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল সেইরূপ হে প্রভো, আমাকে এই নিশ্চিত জ্ঞান দাও যে, আমার পাপসকল আমাহইতে নীত হইয়াছে, তাহা আর কখনও তোমার স্মরণে আসিবে না

হে আমার প্রাণ, এই পবিত্র বিষয়গুলি ধ্যান কর, যেহেতু তাহা উৎকৃষ্ট ভাবি বিষয়ের ছায়া ও নিদর্শনস্বরূপ ইস্রায়েল জাতির নিকটে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান কেমন অস্পষ্ট ছিল "ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে নাই" বিষয়টী যেন সিন্দুকে আবদ্ধ ছিল তখন পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই এই যে সকল ছাগ মেষাদি বলি হইত, তাহার লোহিত রক্তে যে কে আপনাদের পাপহেতুক দণ্ডের নিদর্শন দেখিত, এবং অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞায় আপনাদের পাপের ক্ষম ও ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলন অনুভব করিত কিন্তু সেই আশার মূল কোথা, ও কিসে তাহার উৎপত্তি তাহা কিছুই জানিত না। এই কাল তাহাদের পক্ষে যেন নক্ষত্রালোকে আলোকিত রজনী ছিল, দিবসের পূর্ণ জ্যোতিঃ তাহারা দেখে নাই হে ঈশ্বর সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার ধন্যবাদ করি; ধন্য তোমার করুণা। কেননা যে সময়ে "ঊর্দ্ধ হইতে উষা আমাদের

তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, ' সেই সময়ে আমার জন্ম হইয়াছে আমার পরিত্রাণের এই পূর্ণ আলোকের নিমিত্ত আমি কিরূপে তোমার প্রশংসা করিব ও তোমায় কত ভাল বাসিব ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ দায়িনী আশা

"আমি আপন পবিত্রতায় একটি শপথ করিয়াছি দায়ূদের প্রতি মিথ্যাভাষী হইব না। তাহার বংশ চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সিংহাসন আমার সম্মুখে সূর্য্যবৎ হইবে। গীত ৮৯, ৩৫, ৩৬ প।

পূর্ব্বতন নিয়ম সংক্রান্ত মণ্ডলীর ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কত ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যে তাহার লোকদের আশা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সর্ব্ব প্রথমে এই আশার বিষয়টা কেবল "নারীর বংশ" নামে অভিহিত হয়, পরে ঐ আশার বিষয় একটি সীমার মধ্যে, অর্থাৎ "আব্রাহামের বংশোদ্ভূত" বলিয়া নির্দিষ্ট হয় কেননা তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "তোমার দ্বারা পৃথিবীর তাবৎ গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে" তৎপরে মুক্তির প্রতিজ্ঞা ইস্হাকের উপর অর্পিত হইয়াছিল, কেননা লিখিত আছে "ইস্হাকেই তোমার বংশ তোমার বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" তারপর যখন ঐ আশা ইস্হাক হইতে যাকোব ও তাহার দ্বাদশ পুত্রের প্রতি সমর্পিত হইল, তখন তাহা ঐ দ্বাদশের মধ্যে কাহার প্রতি বর্ত্তাইল, ইহা নির্ণয় করা কিছুই কঠিন বা সন্দেহের বিষয় নহে; কেননা লিখিত আছে,

"যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণদ্বয়ের মধ্য হইতে বিচার দণ্ড যাইবে না, যে পর্য্যন্ত শীলো না আইসেন ; আর তাঁহারই নিকটে লোকদের সমাগম হইবে ।" এক কথায় বলিতে হইলে, "যিহূদাই জাতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও রাজকীয় প্রাধান্যের অংশী হইবেন ।"

ইহার পরবর্ত্তীকাল হইতে প্রতিজ্ঞাত মুক্তিকর্ত্তা সম্বন্ধে পূর্ব্বদত্ত ইঙ্গিতভিন্ন একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত জ্ঞানপ্রদত্ত হইয়াছিল, যথা তিনি ইস্রায়েলের রাজা হইবেন, জাতি সমূহের রাজা হইবেন, "তাঁহাকর্ত্তৃক জনবৃন্দসমূহ একত্রীকৃত হইবে ।"

হে আমার প্রাণ, প্রভু যীশুর সেই রাজকীয় পদের বিষয় ধ্যান কর । যাকোব কিম্বা যিহূদা তাঁহাকে দূরে দেখিলেও তোমার ন্যায় দেখিতে পান নাই ; কেননা তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে এমন কোন প্রত্যাদেশ প্রদত্ত হয় নাই যদ্দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং স্বর্গরাজই অবতার হইবেন । কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা ঐ আশাটীকে বিশেষ যত্নে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন । আর তাহাতে তাঁহারা এতটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, প্রতিজ্ঞাত মুক্তিকর্ত্তা অভিশম্পাতের উপর বিজয়ী ও মহাপরাক্রান্ত ত্রাণকর্ত্তা

হইয়া আগমন করিবেন কিন্তু কি প্রকারে সেই মত পরি-
ত্রাণ সাধিত হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।
আহা, আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমি এখন তাঁহাদের
অপেক্ষা কত অধিক স্পষ্ট ও তাঁহাদের অনেকে তাহা
দেখিতে পাইতেছি।

অল্পকাল পরে মুক্তি কর্ত্তার আগমনসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় চিহ্ন
প্রকাশিত হওয়াতে, তাহা আরও উজ্জ্বল হইল। যে প্রকারে
তাঁহাকে দৈববক্তা ও ব্যবস্থাদাতা বলিয়া সংকেত করা হইয়া
ছিল। মোশী বলিলেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার
মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, আমার সদৃশ
এক দৈববক্তা উৎপন্ন করিবেন, তাঁহার বাক্যে তোমরা
অবধান করিবে।" অন্য কথায় বলিতে হইলে "প্রতিজ্ঞাত
ত্রাণকর্ত্তা আরও বিস্তৃত ও চিরস্থায়ী ভিত্তিমূলের উপর
জগৎকে পারমার্থিক পুনর্জ্জন্ম প্রদান করতঃ, মোশি অপেক্ষা
অধিকতর উন্নত ও উৎকৃষ্ট সত্যের ব্যবস্থা প্রচলিত করিবেন।
তথাপি তাঁহারা জানিলেন না যে, ঐ পুনর্জ্জন্ম সাধন করি-
বার জন্য তিনি স্বীয় লোকদিগের শত্রুতা বৃদ্ধি করিবেন ও
স্বীয় রাজত্বহইতে অগ্রাহ্য হইয়া কালভেরীর ক্রুশের উপরে
বলীকৃত হইবেন। তাহা ক্রুশের সহিত কোন বুদ্ধিমা

অগম্য, সেই ক্রুশেতেই ইস্রায়েলের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও রাজগণবর্গ প্রাণ ত্যাগ করিলেন; কিন্তু মুক্তি-কর্ত্তা তাহাতে দুঃখ ও কষ্টভোগ করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত বিজয় লাভ করিলেন ও অনন্তকালের নিমিত্ত যার সঙ্কলিত মুকুটের অধিকারী হইলেন। এই ক্রুশীয় রহস্যসম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রকাশের পূর্ব্বে [illegible] ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তথাপি যখন ইহা সংসিদ্ধ হইল, তখনও অবোধ্য রহিয়া গেল। আহা "ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা, প্রজ্ঞা, ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য, তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়।"

যাহা হউক ঐ সত্যের তত্ত্ব দিন দিন পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছিল, কেননা ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাশা এক্ষণে আরও নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। যিহুদা হইতে একজন রাজা উৎপন্ন হইবেন, আর দায়ূদের গৃহ হইতেই প্রতিজ্ঞাত মুক্তি কর্ত্তাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন আপন পিতৃলোকের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার ঔরসজাত পরবর্ত্তী বংশকে স্থাপন করিব এবং তাহার রাজ্য স্থির করিব।" "আমার নামের নিমিত্তে সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে এবং আমি তাহার রাজ

সিংহাসন চিরস্থায়ী করিব ” এই সময় হইতে ইস্রায়েল জাতির এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, সমুদায় জগতের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত মুক্তিকর্ত্তা দায়ূদের গৃহ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে ভাববাদীর ন্যায় শিক্ষা দিবেন, রাজার ন্যায় শাসন করিবেন ও জাতি সমূহের সহিত ঈশ্বরের পুনর্ম্মিলন করাইয়া দিবেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশ বর্দ্ধিষ্ণু

'আমি লেবানের মধ্য হইতে মনোনীত একজনকে উন্নত করিয়াছি
গীত ৮৯ ১৯ পদ

যে সময়ের কথা বলা হইল, সে সময় হইতে যীশুর পুণ্য এক সহস্র সাংসারিক বৎসর দূরবর্ত্তী ছিল তাহা সুদূরে অদৃশ্য থাকিলেও গীতরচক আপনার গীতে তাঁহার দুঃখভোগের বিষয় অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন সেই ভাবী রাজা ঠিক তাঁহারই ন্যায় দারুণ দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া বিজয়ী হইবেন এবং ধার্ম্মিকতা হেতুই তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে পৃথিবীর শত্রুসমূহ একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি শত্রুতা চরণ করিবে তথাপি সর্ব্বশেষে তিনি সিয়োনের রাজা বলিয়া উন্নীত হইবেন এবং সকল শত্রুকে পদ দলিত করিবেন।

দায়ূদের গীতে এবম্বিধ শিক্ষা ছিল বটে, কিন্তু এই পূর্ব্ব চিহ্নগুলি বিশ্বাসী ইস্রায়েলীয়েরা কতদূর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, তবে এটী নিশ্চয় যে, ঐ কথাগুলি বৃথা প্রত্যাদিষ্ট হয় নাই কেননা কেহ না কেহ অবশ্যই ঐ সকল বাক্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "প্রতিজ্ঞাত বংশ" দায়ূদের কুলহইতে উৎপন্ন

হইবেন তিনিই রাজকীয় উপদেশক হইবেন এবং সৎকর্ম্মের নিমিত্ত তাড়িত ও শেষে হত হইবেন, এ কথা তাহারা এক প্রকার জীবনে আসিতে ভাল বাসেনা।

এরূপ অবস্থাসত্ত্বেও বিষয়টী ধ্যান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল পূর্ব্বাচিহ্নস্বরূপ বাক্যগুলিকে অমান্য করাইতে অভিপ্রায় কত চেষ্টা করিয়াছে যাহাদের জন্য খ্রীষ্ট কর্ত্তা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরের সেই মনোনীত লোকেরা তাঁহার জয় ও সাংসারিক রাজত্ব অপেক্ষা করিবার উদ্দেশেই প্রথমে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয় পূর্ব্বে বারম্বার উক্ত হইয়াছে তাঁহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতেন, যখন একজন রাজা যখন প্রকাশিত হইবেন তখন তিনি কি প্রকারে দুর্ব্বল ও দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? তিনি কি দুর্ব্বলতা ও দুঃখের পরিবর্ত্তে জগৎকে আনন্দ ও শান্তি দিতে আসিবেন না? যাকোব কি দৈববাণীযোগে কহেন নাই যে, "তাঁহারই নিকটে লোকদের সমাগম হইবে?" হায়, মানব হৃদয়ের আশা-কুহকিনী সময়ে কত না আনন্দ দেয়, সময়ে কত না ক্ষতি সাধন করে, যাহা কষ্টদায়ক ও মতবিরুদ্ধ তাহা কেমন অনায়াসে সঙ্গোপন করিয়া, যাহা কল্যাণকর ও গৌরব জনক, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হই। এই প্রকার

পিতঃ, তোমার লোকের কি এই প্রকারে প্রথমাবধি অবিশ্বাস করে নাই? তাহারা অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত প্রতিজ্ঞাত ভাবি মুক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল বটে, কিন্তু যে উপায়ে জগতের মুক্তি ক্রীত হইবে সেই নম্রতা ও দীনতাসূচক অস্ফুট পূর্ব্ব চিহ্ন সকল বিস্মৃত হইয়াছিল? তাহারা ভাবি রাজমুকুট দেখিয়াছিল, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রুশটী দেখিতে পায় নাই

যাহা হউক, হে আমার প্রাণ, দায়ূদ রাজা তোমার ত্রাণকর্ত্তার জীবনের যে প্রকার প্রতিকৃতি ও দুঃখভোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তুমি নূতন নিয়মের আলোকে কেমন সুন্দররূপে বুঝিতে পারিতেছ তিনি বলেন, "দেখ আমি আসিলাম শাস্ত্রগ্রন্থে আমার প্রতি আদিষ্ট আছে," "হে আমার ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা সাধনে আমার সন্তোষ, এবং তোমার নিয়ম আমার অন্তরমধ্যে আছে" বস্তুতঃ, তিনি জনবৃন্দের মধ্যে তাহাদের আদর্শ ও ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হইয়া নিয়ত বর্ত্তমান আছেন মনুষ্য যখন স্বীয় ইচ্ছা ও জীবন স্বর্গস্থ পিতার উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে পারে নাই তখন তিনিই প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাদের জন্য তাহা করিলেন হে ধন্য যীশু, এতদ্দ্বারা কি তুমি সমুদয় জগতের ঘৃণাস্পদ

তও নাই? তাহারা তোমার পারমার্থিক উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই আর ইহা বিজাতিদের গর্জ্জনের ও জনসাধারণের অনর্থ চিন্তার কারণস্বরূপ হইয়াছিল, এমন কি তাহাদের অধ্যক্ষেরা প্রভুর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়াছিল (গীত ২, ১ ২ পদ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুক্তিকর্ত্তার যাজকত্ব

"মল্কীষেদকের ন্যায় তুমি নিত্য যাজক" গীত ১১০ ৪ পদ

ইস্রায়েল জাতির মুক্তিনিমিত্তক আশা বজায় রাখিবার জন্য যে সকল দৈববাণী হইয়াছিল আমি সেই সকল একত্র সংগ্রহ করিব যথা: নারীর বংশ, আব্রাহামের বংশ, যিহুদার গোষ্ঠী, দায়ূদের কুল, তিনি শাসন করণার্থে রাজা, ঈশ্বরের ব্যবস্থা শিক্ষাদানার্থে দৈববক্তা ধার্ম্মিকতার নিমিত্তে দুঃখভোগী, তাড়িত নিন্দিত, এবং কবরে শায়িত, এই ভাবের কত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়

এই সকল দৈববাণীতে বলিদানসম্বন্ধে কি কোন আভাস পাওয়া যায় না? ১১০ম গীতে লিখিত আছে, "তুমি মল্কীষেদকের ন্যায় নিত্য যাজক" তবে কি তিনি একাধারেই যাজক ও রাজা? মোশীর ব্যবস্থানুসারে রাজারা যাজক ছিলেন না, অথবা যাজকেরা রাজা ছিলেন না, কিন্তু সিয়োনহইতে যে মুক্তিকর্ত্তা আসিবেন তিনি এই উভয় গুণসমন্বিত হইবেন কিন্তু যতক্ষণ না তিনি "কিছু উৎসর্গ" করেন, ততক্ষণ তাঁহাতে কিরূপে যাজকত্ব সম্ভবে?

তৎকালে ঈশ্বর সন্তানেরা "উৎসর্গ" ব্যাপারে কি বুঝিতেন? তাঁহারা অবশ্যই তাহাতে হত পশু-বলিদান বুঝিতেন না, যখন লিখিত আছে "বলিদান ও নৈবেদ্যে তোমার সন্তোষ নাই" তবে তাহা কি? পরবর্ত্তী পদে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে আপন ২ জীবন ও হৃদয়ের উৎসর্গীকরণ ধার্ম্মিক ও পবিত্র হওনার্থে ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট যে যে বিষয়ে যতদূর বাধ্যতা চাহেন, সেই সেই বিষয়ে ততদূর বশ্যত স্বীকার করা মুক্তিকর্ত্তা যে পূর্ণ মানবাকারে প্রকাশিত হইবেন এবং নষ্ট ধার্ম্মিকতার পুনরুদ্ধার দ্বারা ঈশ্বরকে আপ্যায়িত করণ পূর্ব্বক অধার্ম্মিকতাজনিত উচিত দণ্ডের নিরাকরণ করিবেন, তাহা বোধ হয় প্রথমাবধিই প্রচ্ছন্ন ছিল সমুদায় মনুষ্যের পরিবর্ত্তে আদমের স্থানে দণ্ডায়মান হওয়া ও জীবনবৃক্ষ রক্ষাকারী নিষ্কোষ খড়্গাধারী কিরূবগণকে সরাইয়া দেওয়াই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, যেন তিনি এই প্রকারে স্বীয় ক্ষমতাবলে পাপ প্রযুক্ত পরম দেশের যে সত্ত্ব নষ্ট হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করণার্থে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একবার তাহার দ্বার উন্মুক্ত করেন ও অপরাধী সকলকে তাঁহার নামের গুণে তন্মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন

বহুশতাব্দি ধরিয়া এই কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সমুদায় বিশিষ্টরূপে রাজকীয় ও দৈব ক্ষমতাসমন্বিত ছিল কিন্তু এক্ষণে অন্য একটি নূতন প্রত্যাদেশ, অর্থাৎ রাজকীয় ক্ষমতাও ঐ প্রত্যাদেশরূপ চিত্রসহ সংযুক্ত হইল মুক্তি কর্ত্তাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ও জাগতিক শত্রুর উপর জয়লাভ করিতে হইবে এবং পিতার উদ্দেশে পূর্ণ আজ্ঞাবহতা রূপ বলি উৎসর্গ করিতে হইবে, আর ঐ আজ্ঞাবহতা দ্বারাই তিনি যে পর্য্যন্ত সকল শত্রুকে পদতলস্থ না করেন সেপর্য্যন্ত পিতার দক্ষিণে উপবিষ্ট থাকিবেন (গীত ১১০, ১ পদ)

ঈশ্বরের এই সমুদায় প্রত্যাদেশে দায়ূদ ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকেরা কি ভাবি ক্রুশের বিষয় দেখিতে পাইয়াছিলেন? ঐ সকলের মধ্যেই যে ভাবি মঙ্গলের নিদান-স্বরূপ ক্রুশ নিহিত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা কি তাহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?

হে আমার মন, তুমি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ বলিয়া কি অন্তরে আনন্দ অনুভব করিতেছ? প্রভো! আমি সুসমাচারের আলোকে সেই সকল গীত পাঠ করিব ও তাহাতে কালভেরী পর্ব্বতস্থ অনির্ব্বচনীয় প্রেমকিরণ বিকীর্ণ দেখিয়া আনন্দ ভোগ করিব সেই সকল পাঠ

করিয়া, আমি দুঃখভোগী দায়ূদকে দেখিব না, কিন্তু দুঃখভোগী যীশুকে দেখিব হে যীশু, তুমিই আমার যাজক মস্তকোপরিমোচক, তুমিই ক্রুশের উপর আত্মবলি উৎসর্গ করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছ ও পুনর্ব্বার পরমদেশে আনয়ন করিয়াছ চিরদিন তোমার নাম ধন্য হউক!

—:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শান্তির রাজ

'তাঁহার সময়ে ধর্ম্মিক প্রফুল্ল হইবে, চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে' গীত ৭২, ৭ পদ

দায়ূদ ও শলোমন উভয়েই রাজা, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের মধ্যে কত প্রভেদ. দেখিতে পাই যে দায়ূদ কত দুঃখ ও তাড়না সহ্য করিয়া অবশেষে রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন; আবার সমস্ত রাজত্ব কালই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেন, কিন্তু শলোমন বিনাকষ্টে নির্ব্বিবাদে শান্তির রাজার ন্যায় রাজমুকুট ধারণ করিলেন তিনি ঈশ্বরের গৌরবার্থে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন; নির্ম্মাণকালে তথায় বাটালির অথবা হাতুড়ির কোন শব্দ শ্রুত হইল না তিনি মহাঐশ্বর্য্যবেষ্টিত হইয়া রাজত্ব করিলেন· সে প্রকার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের কথা ইতিহাসেও কখন শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি অলৌকিক জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া রাজা ও দৈববক্তা এই উভয়বিধ লোকের ন্যায় কথা কহিলেন এই প্রকারে প্রথমে বাধা ও রক্তপাত হইয়া শেষে শান্তি ও গৌরব উপস্থিত হইল

হে আমার প্রাণ একবার এই অলৌকিক চিত্রখানির বিষয় ধ্যান কর ইহাতে তোমার সেই দুঃখপীড়িত, বিজয়ী ও মহিমান্বিত পরিত্রাতার প্রতিকৃতি কেমন সুন্দর-রূপে চিত্রিত। প্রভো সত্য বটে, তোমার ক্রুশই তোমার মুকুটলাভের উপায়স্বরূপ। তোমাকে প্রেম করিতে ও চিরকৃতজ্ঞতার আলিঙ্গনে আলিঙ্গন করিতে আমায় শক্তি দাও; যেহেতু তুমি প্রথমে ব্যথার পাত্র হইলে যেন শেষে শান্তির রাজা হইতে পার। তুমি মনুষ্যকে তোমার পবিত্র-আত্মার সংস্পর্শে একটি জীবিত মন্দিরের ন্যায় গঠিত করিয়া থাক আপন লোকের মধ্যে আশীর্ব্বাদরূপ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া থাক এবং তোমার অনন্তকালস্থায়ী অসীম জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের সহিত কথা কহিয়া থাক ইহাই প্রকৃত শান্তি, তোমারই বহুমূল্য রক্তে ক্রীত শান্তি এই সকল দৃশ্য অতি রমণীয়। তদ্দ্বারা তোমার দাস দাসী আমরা তোমার প্রেমে মোহিত হই

যখন আমি শলোমনের সমকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমার সন্দেহ হয় যে, সেই কালে কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাপ্রাপ্ত জাতির অন্তঃকরণে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইত? কোন কোন বিশেষ গীত পাঠ করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় যে, তাহাতে "প্রতিজ্ঞাত বংশের" দুঃখভোগের ইঙ্গিত আছে তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন, তিনি যাঁহার কুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারই বিষয়ে তাহা লিখিত হইয়াছে আর কতকগুলি গীত, যাহা শলোমনের রাজত্ব কালে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে ভাবী গৌরব ও শান্তির উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ হইয়াছে; এবং সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, জয়দ্বারা যাবতীয় শত্রুতা শেষ হইলে ঐ গৌরব ও শান্তি স্থাপিত হইবে

বাস্তবিক, সমুদায় জাতির মধ্যে শান্তি ও ধার্ম্মিকতা, গৌরব ও রাজত্ব সংস্থাপন করাই যে মুক্তিকর্ত্তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, তাহা প্রত্যাদেশগুলিতে জাজ্বল্যরূপে ব্যক্ত ছিল আর এই অকৃতজ্ঞ জগতের শত্রুতার উপর জয়লাভদ্বারা যে এই সকল আশীর্ব্বাদ আনীত হইবে, তাহাও তাহাতে ব্যক্ত ছিল

ইস্রায়েল লোকেরা এই কালে স্বপ্নবৎ অতি সামান্য বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মশীহ নিজ অধিকারে আসিবেন, আর তাঁহার নিজ লোকেরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিল যে, তিনি শারীরিক আন্তরিক ও স্বাভাবিক দুঃখভোগের উপর জয় লাভ করিয়া শেষে শান্তির রাজা

হইয়া রাজত্ব করিবেন হইতে পারে, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে এক সময় ক্ষণকালের জন্য মৃত্যু পর্য্যন্তও ভোগ করিতে হইবে যখন দায়ূদ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যেহেতু তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না," তখন লোকেরা কখনই বোধ করিতে পারে নাই যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা যদি বুঝিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ক্রুশের প্রকৃত তত্ত্ব তখন লোকদিগকে দত্ত হয় নাই ক্রুশীয় রক্তেই যে সিদ্ধ ও পূর্ণ শান্তি, এই আত্মিক শিক্ষা তখনও পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত ছিল সে সময়ে তাহা যেন কবির কল্পনার মধ্যে অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ্য ভাবে অবস্থিত ছিল ব্যবস্থানুযায়ী বলিদান দ্বারাই ক্ষমা ও শান্তি লাভ হয় তাহারা তখন এই টুকুই বুঝিল, আর সেই জন্য পাপের ক্ষমা ও শান্তিলাভের উদ্দেশে ব্যবস্থানুযায়ী বলিদানে ব্যস্ত থাকিল যদিও এতদ্বিষয়ে অধিকতর স্পষ্ট আশা প্রদত্ত হইয়াছিল তথাপি তাহারা মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয় নাই

আহা, ঐ সকল সুযোগ ও সুবিধা হারাইয়া আমরা যেন দোষী না হই আমরা এখন এই সকল সুবিধা প্রাপ্ত

হইয়াও যদি এমন মহাপরিত্রাণে অবহেলা করি, তাহা হইলে কি প্রকারে দণ্ড এড়াইতে পারিব ?

—:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনতিদূরে

"তাঁহার প্রাণ দোষার্থক বলিরূপে উৎসর্গ হইল"

যিশাঃ ৫৩ ; ১০ পদ

বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশগুলি পূর্ণত্ব পাইতে লাগিল দৈবজ্ঞানেরও আরও উন্নতি হইতে লাগিল এক জন দৈববক্তা ভাবি বিষয়ের দৃশ্য দেখিতে সমর্থ হইয়া বর্ত্তমান ও অতীত কালের ভাষায় তাহ ব্যক্ত করিলেন তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, মুক্তিকর্ত্তা জাতিসমূহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন তিনি ঐ দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা যেমন ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা প্রকাশক, তেমনি অত্যন্ত দুঃখজনক একবার তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমাদিগের জন্য এক বালক জন্মিয়াছেন, আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইয়াছেন, তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম আশ্চর্য্য, মন্ত্রী বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, ও শান্তি-রাজ হইবে" যিশাঃ ৯ ; ৬ পদ। একবার তিনি দায়ূদের ন্যায়, অথচ অধিকতর

স্পষ্টরূপে বলিলেন, "তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পীড়িত" (যিশাঃ ৫৩ ; ৩ পদ)

এই সময় পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ক শিক্ষা ঠিক একরূপই ছিল ; যখন ইহা সেই একই অনাদিকালস্থায়ী আত্মাদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তখন তাহা কি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে ? তথাপি ঈশ্বর পবিত্রাত্মাকৃত সৃষ্টি, পূর্ব্বায়োজন ও অনুগ্রহ বা আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের ন্যায় ইহারও বৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ আবশ্যক ছিল দায়ূদের সময়ে যেরূপ এই কথা মাত্র উক্ত ছিল যে এই ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞ জগতের শত্রুতার অধীনে থাকিয়া এক ব্যক্তি ধার্ম্মিকতার জন্য দুঃখভোগ করিবেন, এক্ষণে আর সেরূপ থাকিল না ; কিন্তু ইহাও উক্ত হইল যে, তিনি আপন লোকের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপে দুঃখভোগ করিবেন দৈববক্তা বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তাকে যেন মধ্যাহ্নের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাই লেন যিশয়ের পুত্র যেমন ইস্রায়েল লোকদের পরিবর্ত্তে সেই পলেষ্টীয় বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি দেখিলেন যেন মুক্তিকর্ত্তা আপনার পাপী নিঃসহায় প্রজাদের নিমিত্ত পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তিনি দেখিলেন, কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই,

দেখিয়া চমকিত হইলেন, কেননা অনুরোধকারী কেহ নাই অতএব তাঁহারই বাহু তাঁহারই জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, তাঁহারই ধার্ম্মিকতা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল তিনি ধার্ম্মিকতারূপ বুকপাটা বাঁধিলেন মস্তকে ত্রাণরূপ শিরস্ত্র ধারণ করিলেন, তিনি প্রতিশোধরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, উদ্যোগ প্রাবার গাত্রে জড়াইলেন" কথান্তরে, তিনি মধ্যস্থ ও ত্রাণকর্ত্তা হইয়া, নিজ লোকদের অসাধ্য কার্য্যভার আপনার উপরে গ্রহণপূর্ব্বক নিরূপিত অভিপ্রায় সাধন করিলেন তাঁহার নিজস্ব লোকেরা সেই পুরাতন সর্প দিয়াবলকে পরাস্ত করিতে নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ব্বল এবং আপনাদের কুস্বভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা হীনবল করিতে একেবারে অশক্ত ও নিরুপায় বলিয়া জয়লাভ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল যেমন দায়ূদ ইস্রায়েলের পক্ষ হইয়া গলিয়াথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও, আপন লোকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে দিয়াবল ও তাহার যাবতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন তবে যখন তিনি কেবল আপন লোকদের অনুরোধেই এই পাপপূর্ণ জগতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, তখন দৈব বক্তা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন,

"তিনি আমাদের যাতনা সকল তুলিয়া লইলেন ও আমাদের ব্যথা সকল বহন করিলেন" "তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষতবিক্ষত ও আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, তাঁহার ক্ষত সকল দ্বার আমাদের আরোগ্য লাভ হইল" তিনি তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত ও চূর্ণ হইতে দেখিলেন তাহা কেবল নহে কিন্তু সত্য সত্য প্রাণত্যাগ করিতে ও কবরস্থ হইতেও দেখিলেন "পাপিদের সহিত তাঁহার কবর নিরূপিত হইল, মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন" (যিশাঃ ৫৩, ৪, ৫, ৯ পদ) এই সকল বিষয় যে ভাষাতে ব্যক্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? ইহা কি স্পষ্টরূপে উক্ত হয় নাই যে, "নারীর বংশ শয়তানের মস্তক চূর্ণ করিবেন?" তবে কি মুক্তি কর্ত্তা পাপের ক্ষমতার অধীনে মৃত হইয়া জগতের জন্য পবিত্রাণ সাধন করিবেন না? তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? তাহারা কি দায়ূদের এই স্পষ্ট প্রতিধ্বনির বাক্য পাঠ করে নাই, যথা, "আমিই আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি?" ইহা কি সম্ভব যে, তাহারা মশীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থান হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল? হইতে পারে, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে

কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না কেননা যীশু স্বয়ং তাঁহার শিষ্যগণকে এই বিষয় বলিলেও তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই

যাহা হউক, এই বিষয়ে আমি এক্ষণে অধিক আলোচনা করিতে বাঞ্ছা করি না যখন আমি দৈববক্তা যিশায়ার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করি, যথা, "সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণ পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে" তখন ইস্রায়েল বংশের বিশ্বাসীবর্গ কতদূর তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর আমি যে স্বয়ং এক্ষণে দূরে সেই ক্রুশ দেখিতেছি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট আগামী গৌরবান্বিত সময়ের বিষয় স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ঈশ্বরের প্রশংসা করি, যেহেতু তিনি স্বকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বস্ত থাকিলেন ও পতিত মানবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন হাঁ, প্রিয় প্রভো। তুমি সত্যই যিরূশালেমের বিষয়ে কহিয়াছিলে, "যিরূশালেমকে সান্ত্বনা কর' এবং তাহার নিকটে প্রচার কর, "তাহার যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে ও

তাহার অপরাধ সকল মোচিত হইয়াছে ” যিশাঃ ৪০ ; ২ পদ এই সময় যে সিয়োনের ভাবী পবিত্রাং ধ্বজা উড়িতেছিল, আমি এখন তাহা সম্মুখে দেখিতেছি চিরদিন তোমার নাম ধন্য হউক যেহেতু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকটে যাহা উক্ত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি

নবম পরিচ্ছেদ।

অদূরে।

‘ প্রবাচকদের উৎকৃষ্ট সমাজ তোমার প্রশংসা করে ’

যখন আমি যিশায়াহ অবধি মালাখি পর্য্যন্ত তিন শত পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ সময়ের ইব্রীয় দৈববক্তৃগণকে পর্য্যায়ক্রমে একই আত্মাদ্বারা চালিত ও শিক্ষিত হইয়, একই প্রতিজ্ঞাত বংশের, একই মুক্তিকর্তার এবং একই জগত্রাতার বিষয় বলিতে শুনি, তখন আমি আমার ঈশ্বরের সম্মুখে অবনতজানু না হইয়া থাকিতে পারি না তখন কি আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি না যে হে ঈশ্বর, “প্রবাচকদের উৎকৃষ্ট সমাজ তোমার প্রশংসা করে?” ঐ দৈববক্তৃগণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়হইতে মনোনীত, ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশক্তি বিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহুদর্শিতার অধীনে লিখিয়াছিলেন, তথাপি সকলেই কেমন ঠিক একই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কথা কহিলেন, এবং সেই একই সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গাহিলেন, যাহা ভাবিকালের জন্য অনন্তকালীয় গীত হইবে সমুদায় ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক যেন আগামী বিরাট গায়ক সম্প্রদায়ের গীতের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ, যাহা ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গাহিলেও স্বর-বৈষম্য হয় নাই তাঁহারা এই

সকল বিষয় কতদূর জ্ঞাত হইয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু অজ্ঞাত অবস্থায় লিখিলেও তন্মধ্যে কোনটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তাঁহারা সকলেই তৎকালে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভাবী মণ্ডলীর জন্য গীত রচনা করিতেছিলেন, যাহা এখন স্বর্গেও গান করা হইতেছে, যথা—"সমাদর, গৌরব ধন্যবাদ এবং প্রতাপ হত মেষশাবকের।"

দৈববক্তা মীখা দেখিলেন, "ইস্রায়েলের রাজা" বৈথ্‌লেহম্‌ হইতে আসিবেন, অনাদিকালহইতে তাঁহার উৎপত্তি, এবং তিনি ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইলেও "হনুতে দণ্ডাঘাত" পাইবেন (৫; ১, ২ পদ)

ভাববাদী আমোষ তাঁহাকে দায়ূদের পতিত আবাস উত্থাপন করিতে দেখিলেন (৯, ১১ পদ)

যোয়েল তাঁহাকে দেখিলেন যে, তিনি সমুদায় প্রাণীর উপর আপন আত্মা বর্ষণ করিতেছেন যেন সদাপ্রভুর নাম ধরিয়া আহ্বানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি পরিত্রাণ পায়। (২; ২৮ ৩২ পদ)

প্রবাচক হোশেয় মৃত্যুদ্বারা লব্ধ মুক্তির উদ্দেশে গান করিয়া কহিলেন, "হে মৃত্যু, তোমার মহামারী কোথায়, হে

পাতাল, তোমার সংহার কোথায়?" (১৩, ১৪ পদ)

যিশায়াহ উন্মীলিত নেত্রে এবং ঈগলের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে খ্রীষ্টের মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব, এই উভয়ই একাধারে দেখিতে পাইলেন; তিনি একই সময়ে তাঁহাকে যিশয়ের গুঁড়ি ও ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ দেখিলেন; অন্য জাতিদের প্রকাশার্থ দীপ্তি এবং নিজ লোক ইস্রায়েলের মহিমাস্বরূপ দেখিলেন; অপরাধীদিগের পুনঃ সম্মিলনের জন্য বলীকৃত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী, তাঁহার শত্রুবর্গের ক্রোধের পাত্র, কিন্তু তাবৎ জাতির শান্তিদাতাস্বরূপ দেখিলেন

যিরিমিয় এক জন রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, তিনি রাজত্ব করিবেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবেন, এবং "সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম," তাঁহার এই নাম হইবে, তিনি মণ্ডলীর অপরাধ সকল ক্ষমা করতঃ ও তাহার পাপ সকল স্মৃতি-পথ হইতে দূর করতঃ তাঁহাকে এক নূতন ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করিবেন (২৩; ৫, ৬ পদ এবং ৯; ৩১, ৩৪ পদ)

যিহিষ্কেল এমন এক সময়ের পূর্ব্বচিত্র অঙ্কিত করিলেন, যখন মণ্ডলীর উপরে নির্ম্মল জল সেচিত হইবে এবং তন্মধ্যে নূতন হৃদয় এবং নূতন আত্মা স্থাপিত হইবে (৩৬; ২৫, ২৬ পদ।)

দ নিয়েল এমন এক দুঃসময়ের কথা উল্লেখ করিলেন যখন " রাজপুত্র মশীহ " অন্যের জন্য পাপ রুদ্ধ করিতে, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে এবং অনন্তকালস্থায়ী ধার্ম্মিকতা আনয়ন করিতে উচ্ছিন্ন হইবেন (৯ ; ২৪ ২৬ পদ)

হগয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে " সর্ব্বজাতির মনো বঞ্জন বস্তুবৎ" হইয়া সদাপ্রভুর মন্দিরকে প্রতাপে পূর্ণ করিতে দেখিলেন (২ ; ১ পদ)

দৈববক্তা সখরিয় আরও অধিক দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মল্কীযেদকীয় যাজকত্ব লক্ষ্য করিয়া লোকদিগকে বলিলেন, "তিনিই যিহোবার মন্দির গাঁথিবেন, তিনি প্রতাপান্বিত হইবেন, আপন সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিবেন এবং যাজক হইয়া নিজ সিংহাসনে সমাসীন হইবেন, তাহাতে এই দুইয়ের মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে " কেবল ইহাই নহে কিন্তু তিনি তাঁহার ভাবি দুঃখভোগ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বলিলেন, " হে খড়্গ ! তুমি আমার পালরক্ষকের, আমার স্বজাতীয় নরের বিরুদ্ধে জাগ্রত হও, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, পালরক্ষককে আঘাত কর, তাহাতে পালের মেষগণ ছিন্ন ভিন্ন

হইবে, আর আমি ক্ষুদ্রগণের প্রতি আপন হস্ত ফিরাইব ”
(৬, ১৩ পদ ১৩, ৭ পদ)

প্রবাচক মালাখি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের সাক্ষ্যবাক্য সফল হইবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, মণ্ডলীর মধ্যে, এই ঘোষণা করতঃ যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সমাপ্ত করিলেন, যথা —“দেখ আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে, এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ তিনি অকস্মাৎ তাঁহার মন্দিরে আসিবেন, হাঁ, যাহাতে তোমার প্রীতি, নিয়মের সেই দূত আসিতেছেন, ইহ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন ” (৩; ১ পদ) অর্থ এই,—যে জন্য তোমরা অপেক্ষা করিতেছ, অতীত কালের তুলনায়, সেই সময় শীঘ্র উপস্থিত হইবে

হে আমার প্রাণ, একবার এই সকল আশীর্ব্বাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, প্রভু যীশুর ভবী কৃ ও গৌরব প্রকাশক এই সকল ঘোষণাকারী দূতের রব শ্রবণ কর এই সকল দৈববাণী কি তোমাকে এমন লোক দিগের বিষয় বলে না, মুক্তিকর্ত্তার শুভাগমনের জন্য যাহাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল? হে আমার ত্রাণকর্ত্তা, তুমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে, এমন কি, তাহাদের মধ্যে ছিলে

তথাপি তাহারা ইহা জানিতে পারে নাই তুমিই, সেই নিয়মের দূত, তাহাদের রাজা ও রক্ষাকর্ত্তা তোমারই হস্ত তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল ও প্রান্তরে মেষপালের ন্যায় তাহাদিগকে চালাইয়া ছিল তুমি এই "প্রবাচকদের উৎকৃষ্ট সমাজের" শিক্ষা গুরু ছিলে, এবং এস্থানে লিখিত বিষয়গুলি তোমাদ্বারাই ঘোষিত হইয়াছিল

কিন্তু, হায় দীর্ঘকালের অপেক্ষিত দূত ও নিয়মের রক্ষক যে তুমি, তুমি আপনার প্রাণ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে প্রদান করিয়া পাপ রুদ্ধ করিবে ও অনন্তকালস্থায়ী ধার্ম্মিকতা আনয়ন করিবে, এই উৎকৃষ্ট বলিদান যেন তাহারা দেখিতে না পায়, সেই জন্য অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার তাহাদিগকে এই সময়েও বৃষ ও ছাগ বলিদানের দাসত্বে রাখিয়া ছিল হায়, এই প্রকারে ক্রুশের এই সকল পূর্ব্বদৃশ্য তাহারা অগ্রাহ্য করিলেও তোমার বিশ্বস্ততা তাহা সহ্য করিয়াছিল পরে যখন কাল সম্পূর্ণ হইল, তখন, হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিলে না। তোমার অবিনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয় ও অনন্তকালস্থায়ী প্রেম চিরকাল ধন্য

দশম পরিচ্ছেদ

ক্রুশ।

"তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল ”

দৈববক্তৃগণের সাক্ষ্য সমাপ্ত হইল "প্রতিজ্ঞাত বংশ" উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরের পুত্র মনুষ্যবেশে অবতীর্ণ হইলেন;' তিনি বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি আপন শিষ্যগণের সহিত যিহুদিয়া ও গালীল দেশে পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যাহারা "ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষা করিতেছিল," তাহারা কি তাঁহাকে গ্রহণ করিল ?

হে আমার প্রাণ, একবার তাঁহার কথা শ্রবণ কর ও তাহা বুঝিতে পার কি না, দেখ একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, যখন এই দীর্ঘকালাপেক্ষিত ভাববাদী ও মুক্তিকর্ত্তা উপস্থিত হইলেন, তখন কেন সেই যিহুদী জাতি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ক্রুশে সমর্পণ করিল ? এবং কি জন্যই বা শিষ্যগণ কালভেরী পর্ব্বতের উপরে তাঁহার নিরূপিত মৃত্যুর আবশ্যকতা ও নিগূঢ় মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না ?

তিনি স্বীয় কার্য্যারম্ভের সময়েই বলিলেন, "মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে" (যোহন ৩, ১৪ পদ।) পরে আরও স্পষ্টরূপে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয় কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে আসিয়াছেন" (মার্ক ১০; ৪৫ পদ।) তৎপরে অধিকতর স্পষ্টরূপে বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, পরে তৃতীয় দিবসে তিনি উত্থাপিত হইবেন" শেষে তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করিবে এবং বিদ্রূপ করিবার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার নিমিত্ত পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইবেন (মথি ২০, ১৮, ১৯ পদ)

ভাল, শিষ্যগণ যে এই সকল বাক্যের কিছুমাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাহার কারণ কি? কি জন্যই বা তাঁহারা আপনাদের গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন? কি জন্যই বা তাঁহাদের হৃদয়াকাশ নিরাশার

মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল? কেনই বা তাঁহারা ভববাদিগণের ভাববাণী বিস্মৃত হইলেন? আর তাঁহারা ঐ সকল বাক্য আপনাদের প্রিয় প্রভুর নিকটে শুনিলেও কেন তাঁহাদের অন্তঃকরণে অবিশ্বাস ও অস্থিরতা প্রবেশ করিল? মনুষ্যগণ আপনাপন অপরাধের জন্য ব্যবস্থানুযায়ী ধার্ম্মিকতার নিকটে যেঋণে ঋণী ছিল, যিনি আপনাকে উৎসর্গ করণদ্বারা তাহা পরিশোধ করিলেন, সেই খ্রীষ্টই যে মনুষ্যপুত্র, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের এত বিলম্ব হইল কেন? মানবজাতি স্বীয় অপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকটে যে ঋণে ঋণী হইয়া ছিল, তাহা পরিশোধের নিমিত্ত যে, একটি নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ মনুষ্য জীবন উৎসর্গ করা হইল, তাহা কালভেরীর ক্রুশে নিরীক্ষণ করিলেও কি জন্য তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না?

কেবল দুরাশাই তাঁহাদের ঈদৃশ অজ্ঞানতার একমাত্র কারণ; এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা একটি বৃথা আশা অবলম্বন করিয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মশীহ একজন গৌরবান্বিত রাজা হইবেন আর এই কারণেই তাঁহারা তাঁহার ভাবী দুঃখভোগের কথা একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই

হে আমার প্রাণ, ভ্রষ্ট স্বভাবের এবংবিধ মাংসিক অভিলাষ সম্বন্ধে তুমি সতর্ক হও হয় ত বর্ত্তমানে এইরূপ পরীক্ষা তোমার হইবে না, কিন্তু যদ্দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা অসাধ্য হইতে পারে, এমন স্বেচ্ছাচারিতা ও আশঙ্কারূপ বিপদের মধ্যে তুমি কি অবস্থিত নহ ? শিষ্যগণের এই সকল অজ্ঞতার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁহারা তখন পঞ্চাশত্তমীর অগ্নি বাপ্তিস্ম, অর্থাৎ পবিত্রাত্মার আলোক প্রাপ্ত হন নাই

তাঁহারা নিরাশভাবে ক্রুশে হত যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ; তিনিই যে মশীহ, সে আশা তাঁহাদের হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল 'আমরা আশা করিতেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন " (লূক ২৪ , ২১ পদ) পরে তিনি কবর হইতে পুনরুত্থিত হইলে শিষ্যগণ যখন তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তখনও সেই পুনরুত্থানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না "প্রভো আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন ?" (প্রেরিত ১ ; ৬ পদ) তাঁহাদের এই সকল অজ্ঞানতার কারণ এই যে, তাঁহারা তখনও প্রকাশ্যভাবে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হন নাই

এ সম্বন্ধে আমি নিজের বিষয়ে কি সাক্ষ্য দিতে পারি? আমি কি সেই জ্ঞান, সেই আশীর্ব্বাদ বাস্তবিকই প্রাপ্ত হইয়াছি? হে প্রভো, তাহা আমাকে দেখিতে শক্তি প্রদান কর

যাহা হউক, এই প্রকারে বহুকাল পূর্ব্বে জগতের প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ, তাঁহার সহিত ভ্রমণকারী ও আলাপকারী লোকদিগের সাক্ষাতেই সাধিত হইল ক্রুশের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কথিত হইল, "সমাপ্ত হইল," মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল; কিন্তু এ সকল যে ঈশ্বরীয় নূতন নিয়মের সূচনা মাত্র, তাহা কেহই বুঝিতে সক্ষম হইল না। ঈশ্বরের পৃথিবীস্থ সন্তানগণের মধ্যে কেহই বুঝিলেন না যে স্বর্গের রাজ্য প্রকাশিত হইতেছে যাবতীয় অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের গূঢ়রহস্য এবং মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণ সম্মিলনের বিষয় কেবল ঈশ্বরই জ্ঞাত ছিলেন, যাহা তাঁহার নিরূপিত সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট উপায়ে এক্ষণে প্রকাশিত হইল

এই প্রকারে ক্রুশের ভাবী দৃশ্য তখন পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে অন্ধকারাবৃত ছিল। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সময় হইতে ক্রুশের ভাবী দৃশ্য অতীতের দৃশ্যরূপে পরিণত হইল। তখন সকলেই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইল।

আহা! যখন লক্ষ লক্ষ লোকের বিবেকের উপর ক্রুশের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইল, এবং ঈশ্বরের লোকদিগের হৃদয় হইতে অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস সর্ব্বপ্রথমে দূরীভূত হইল, তখন সেই প্রাথমিক মণ্ডলীর যে প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা বিশ্বাসচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কেমন আনন্দের বিষয়!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্রুশের অতীত দৃশ্য।

"তুমি মৃত্যুব দংশন জয় কবিয়া বিশ্বাসী সকলেব পক্ষে স্বর্গবাজ্য খুলিয়াছ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুশেই আনন্দ, জীবন ও রাজত্ব।

'ঈশ্বব সেই যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট কবিযাছেন, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিযাছিলে।' প্রেরিত ২ ৩৬ পদ।

প্রিয় যীশু, আমি তোমার সত্যেব ও দীপ্তিব সাহায্যে প্রার্থনা কবণার্থে তোমাব সন্নিধানে উপস্থিত হইযাছি তোমার শিষ্যগণ প্রতিজ্ঞাত শান্তিকর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইবাব জন্য কিরূপে স্থানে স্থানে সমবেত হইতেন, তাহা মানস নেত্রে দর্শন করিয়া, তদ্বিষয়ের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে চাই কেবল এই সময়েই যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে কালভেরীব ক্রুশের প্রতি আত্মিক চক্ষে পশ্চাদ্দৃষ্টি পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত গৌবব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কি আমি কখন ভুলিতে পাবি?

এতাবৎকাল তাঁহারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের চারিটি প্রধান বিষয় অবলম্বনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা মশীহ জীবিত ছিলেন, তিনি মরিয়াছিলেন, তিনি পুনরুত্থিত হইয়াছেন এবং স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন কিন্তু যাবৎ ঊর্দ্ধ হইতে পবিত্র আত্মার প্রসাদ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ তাঁহারা এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে সক্ষম হন নাই পুরাতন নিয়মোক্ত ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক দৈববাণী সকল এখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন মৃত্যুর উপর যীশু খ্রীষ্টের জয়লাভ করণ হেতু এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হওন হেতু "তাঁহার নাম ডাকিয়া লোকে কিরূপে পবিত্রাণ পাইবে," তাহা এখন ঘোষণা করিতে সাধু পিতর সক্ষম হইলেন

হে ধন্য যীশু আমিও সেইরূপ বিশ্বাসনেত্রে তোমার ক্রুশ ও পুনরুত্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি আমি যে এখন কেমন সিদ্ধ পরিত্রাণের বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিদ্বারা বুঝিতে শক্তি দাও হাঁ, এখন "যে কেহ প্রভুর নাম ধরিয়া ডাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে," ইহা অতি সত্য বটে। আমি যেন প্রকৃত অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই পঞ্চাশত্তমার দিনে সর্ব্বপ্রথম পরিবর্ত্তিত

লোকদিগের সহিত যোগ দিয়া তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি। তাঁহারা যে উপায়ে ও যে ক্ষমতাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, আমাকেও সেই ক্ষমতাতে বাপ্তাইজিত কর

এতদ্ভিন্ন, এই বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার সময়ে সাধু পিতরের আর একটী বাক্য আমি পাঠ করি যীশু খ্রীষ্টের নাম ধরিয়া আহ্বানকারীর পরিত্রাণপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া তিনি সকলকে জ্ঞাত করিলেন যে, তাঁহারই মৃত্যু ও পুনরুত্থানদ্বারা ঈশ্বর "জীবনের পথ জ্ঞাত করিয়াছেন" এবং মণ্ডলীকে "তাঁহার শ্রীমুখের আনন্দে" পূর্ণ করিয়াছেন এইরূপে তিনি ক্রুশে হত যীশুকে কেবল "জীবনের পথ" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু "ঈশ্বরের আনন্দ" বলিয়াও ঘোষণ করিলেন ইহার অল্পদিন পরে সাধু পৌলও রোমীয় মণ্ডলীকে ঠিক এই প্রকার কথাই বলিয়াছিলেন, যথা—"যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু-দ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরেতে আনন্দও করিতেছি, যাঁহার দ্বার এখন আমাদের সম্মিলন লাভ হইয়াছে" (রোমীয় ৫, ১০, ১১ পদ

হে আমার প্রাণ, তৎকালে প্রেরিতগণ কেমন ক্রুশের প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা কর পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনাসমূহ তখন আর নৈরাশ্য ও দুঃখময় ঘটনামাত্র বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না, কিন্তু পুনরুত্থানের মধ্য দিয়া সেই সকল বিষয় জীবনাবহ ও সান্ত্বনাদায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন ক্রুশই তাঁহাদের অনন্ত আশার মূল এবং অনন্তজীবন ও সমুদায় পারমার্থিক আনন্দের উৎসস্বরূপ বলিয়া বোধ হইল

প্রভু যীশু "জগৎকে জীবন দিবার জন্য" কিরূপে আপনার মাংস প্রদান করিবেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে সমর্থ হইলেন তদ্রূপ, "তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়," এই যে কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন

কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতগণ যে ক্রুশলব্ধ পরিত্রাণ হেতু অন্তঃকরণে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, শুদ্ধ তাহাই নহে সাধু পিতর ঐ ক্রুশের নিকট সমুদায় জগতের উপরে খ্রীষ্টের রাজত্বের আরম্ভও দেখিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এই সময়ে, যীশুর সেই বাক্য তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, যথা—

"আমি, আমিই যদি উচ্চীকৃত হই তবে সমুদায় মনুষ্যকে আমার নিকট আকর্ষণ করিব" বাস্তবিক যখন ক্রুশ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি; তখন ক্রুশকে ত্রাণকর্ত্তার অদৃশ্য রাজ্যের সিংহাসনস্বরূপ বোধ হয় আর তজ্জন্যই সাধু পিতর ক্রুশকে যীশুর ভাবী গৌরবের উৎপত্তিস্থলস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তজ্জন্যই তিনি লজ্জিত না হইয়া বরং পবিত্রাত্মা দত্ত কল্যাণ শক্তির প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত উৎসাহিত হইয়া পঞ্চাশত্তমীর দিনে আপনার উপদেশে বলিয়াছিলেন যে "অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল জ্ঞাত হউক যে, ঈশ্বর সেই যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে"

হে ধন্য যীশু, আমার এই অন্তঃকরণ চিরতরে তোমাতে আসক্ত রাখিয়া আমাকে তোমার ঐ গৌরবান্বিত রাজত্বের অংশী কর তুমিই আমার প্রভু ও খ্রীষ্ট হও আমার পথ প্রদর্শক, আমার শাসনকর্ত্তা, আমার রক্ষক ও আমার সামর্থ্যদাতা হও প্রভো, আমি কেন পঞ্চাশত্তমীর দিনে দত্ত আশীর্ব্বাদের সহভাগী হইব না? তোমার দুঃখভোগই যে তোমার রাজ্য ও গৌরবের আরম্ভ, তাহা শিষ্যগণের সহিত কেন শিক্ষা করিব না? আমার অন্তঃকরণকে

উল্লাস করিতে ও তোমায় ধন্যবাদ দিতে এবং আমার জিহ্বাকে প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে সামর্থ্য দাও

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশহইতে নিঃসৃত শক্তি

খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব একক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং প্রতিজ্ঞাত শান্তিকর্তার নিজ পরাক্রমের অদ্ভুত চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনি প্রেরিতগণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের কার্য্য সকল বর্ণনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে; কিন্তু তৎ-সঙ্গে পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতে, এবং ক্রুশের গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিতেও শক্তি প্রদান করিয়াছেন যখন সাধু পিতর ও যোহন মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে জনৈক খঞ্জকে সুস্থ করিলেন, তখন লোকদিগকে বিস্ময়ান্বিত দেখিয়া পিতর পার্শ্ববর্ত্তী জনতাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আমরা নিজের ক্ষমতায় এই কার্য্য করি নাই, কিন্তু ক্রুশে হত, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের শক্তিতে করিয়াছি।" "আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আপনার দাস সেই যীশুকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, যাঁহাকে তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, এবং পীলাত যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন তোমরা সম্মত হও নাই

তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিলে এবং চাহিয়াছিলে যেন তোমাদের জন্য এক জন নর ঘাতককে মুক্তি দেওয়া হয়। তোমরা জীবনের আদি কর্ত্তাকে বধ করিয়াছিলে কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, ইহার সাক্ষী আমরা আছি। আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান করিয়াছে, তাঁহারই উৎপাদিত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।”

তদ্রূপ, যখন পূর্ব্বোক্ত প্রেরিতদ্বয় অধ্যক্ষগণ, প্রাচীন বর্গ ও শাস্ত্রীগণের সম্মুখে আনীত হইলেন, তখন সাধু পিতর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে লোকদের অধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনবর্গ, এক জন দুর্ব্বল মনুষ্যের উপকার সাধন বিষয়ে যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি প্রকারে এ সুস্থ হইয়াছে, তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল ইহা জ্ঞাত হউক, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।”

এখন ঐ সকলের স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের চিন্তা ও মনের ভাবের কেমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও তাহাদের দৈবশক্তি ... উৎসাহে ও দুর্ব্বলতা সবলতায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই ক্রুশারোহিত নিঃসৃত শক্তি। ... পরে সাধু পৌল সত্য বিশ্বাসীদের ... সম্বন্ধে ঠিক এই মত শিক্ষা দিয়া বলেন, 'দুর্ব্বলতায় বপন হয়, পরাক্রমে উত্থান হয়।' তদ্রূপ, সাধু পিতর অপমান ও গৌরব ... বিষয় আরো দৃঢ়তার বলিতেছেন, 'যিহুদিয়েরা তোমরা, তোমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া অভিশপ্ত দণ্ডকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে তোমরা তাঁহাকে চির কালের নিমিত্ত বিনষ্ট করিলে। কিন্তু তাহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, বাস্তবিক দুর্ব্বলতার মধ্য হইতে বল নিঃসৃত হইয়াছে। ক্রুশই এই পরাক্রমের ঘোর উৎপত্তিস্থল। ক্রুশই পুনরুত্থানের দীপ্তি, ও যাবতীয় শক্তির উন্নতিস্বরূপ।

হে প্রিয় প্রভু, এই সমুদায় দেখিতে ও বুঝিতে আমাকে শক্তি দাও, যেন আমি কখনও না ভাবি যে আমার নিজের শক্তি আছে. আর এই বুঝিয়া যেন সর্ব্বদা ধীর ও শান্ত জীবন যাপন করি। বিশপ, পুরোহিত ও পরিচারক প্রভৃতি, মণ্ডলীর সর্ব্বপদস্থ কর্ম্মচারীগণকে প্রেরিতগণের ন্যায় আত্ম-

ধার্ম্মিকতালব্ধ সমস্ত ক্ষমতা অস্বীকারপূর্ব্বক প্রথম বধি শেষ পর্য্যন্ত তোমাতে দৃঢ় বিশ্বাসী থাকিয়া কার্য্য করিতে শক্তি প্রদান কর।

পবিত্র আত্মা প্রাচীনকালে প্রেরিতগণকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছিলেন সেই সকল ক্ষমতার জন্য আমি ক্রুশের দিকেই একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিব সাধু পৌল কি বলেন নাই যে, ক্রুশের কথা বিশ্বাসীর পক্ষে "ঈশ্বরের পরাক্রম স্বরূপ?" অতো, আমি আরও বিশ্বাস চাই যেন ক্রুশ নিঃসৃত শক্তিগুণে আমি পাপের পক্ষে একেবারে মরিয়া নূতন জীবনে উত্থিত হইতে পারি

প্রেরিতগণের ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় পাঠে দেখা যায়, সাধু পিতর ক্রুশের আর এক নূতন জীবন দায়িনী শক্তির বিষয় তথায় উল্লেখ করেন অর্থাৎ পবিত্রতা প্রদায়িনী শক্তি এই শক্তিবলে প্রেরিতগণ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আর ক্রুশহইতে নির্গত এই দ্বিতীয় শক্তিটী লাভ করা আমার পক্ষে বড়ই আবশ্যক কেননা আশ্চর্য্য ক্রিয় কেবল তৎকালের নিমিত্তে এবং সময় বিশেষে মাত্র সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পবিত্রতা অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরকালের নিমিত্ত। ভাল, এই সময়ে অপরিবর্ত্তি

মনা যিহুদীগণের নিকটে কি প্রকারে প্রভু যীশুকে প্রচার করা হইয়াছিল, একবার তাহা শুন “ঈশ্বর আপন দাসকে উৎপন্ন করিয়া প্রথমেই তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, যেন তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব দুষ্টতাহইতে প্রত্যাবৃত্ত করেন।” এই কথা পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, “কথাটী সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে খ্রীষ্টের ক্রুশ অপেক্ষা বরং পুনরুত্থানকেই অধিক লক্ষ্য করা হইয়াছে” কিন্তু তাই বলিয়া এই উভয় বিষয় কি কখনও পৃথক্ হইতে পারে? ক্রুশ, পুনরুত্থানের পূর্ব্বায়োজনব্যতীত আর কি? এবং পুনরুত্থান ক্রুশের বিজয় ঘোষণাকারীভিন্ন আর কি? এই জন্য সাধু পোল, যখনই পবিত্রীকৃত হওন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন, তখনই এই দুইয়ের একটীকে অথবা দুইটীকেই লক্ষ্য করিতেন যেমন তিনি এই স্থানে বলেন, “আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত-হইয়াছি, যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নবীনতায় চলি।” ইহা আমাদিগের আত্মাকে দণ্ডার্হতা ও পাপজনিত মৃত্যুহইতে সতর্ক করণার্থ সেই মহা প্রায়-

চিত্তের ভাব ও উত্তেজক শক্তি ভিন্ন আর। ? এ প্রবিক সেই দুই বিষয় সাধু পৌলের পবিত্রতার উৎপাদক ছিল, কেননা এক সময় তিনি কহিলেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে অন্য কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, এমন না হউক। তাহা দ্বারা আমার জন্যে জগৎ, এবং জগতের জন্যে আমি ক্রুশারোপিত।"

হে আমার প্রভো, পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং আন্তরিক পবিত্রতা লাভ করিবার জন্য এ ছাড়া তোমার আর কিসের প্রয়োজন আছে? তবে, যখন আমি পুনঃ ক্রুশের মধ্যে মানবীয় প্রায়শ্চিত্তের জন্য ও দর্শন করি, এবং ক্রুশের উপরে অধর্ম্মের ঘৃণার্হতার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তখন কি সেই অধর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইব না? হে প্রিয় ত্রাতঃ, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এই ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে যাবতীয় অপবিত্রতা হইতে সুরক্ষিত হই। প্রেরিতগণ যেমন এই সমুদয় বিষয়ের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে রক্ষিত হইয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপায়ে এই পৃথিবীর দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। হে প্রভো, আমাকে মোচন কর, এবং স্বীয় নামের গুণে এক নূতন অন্তঃকরণ আমাকে দাও। আমেন্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশই পরিত্রাণের অনন্য ভরসা

"কোন পুণ্য নাই আমার,
তব ক্রুশই মাত্র শরণ

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে অতীত দৃশ্য প্রাথমিক শিষ্যদের নিকটে কেমন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইল; এবিষয় কেবল প্রেরিতগণের বিবরণপুস্তকে দেখা যায়, তাহা নহে, কিন্তু প্রৈরিতিক পত্রাবলিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে সকল স্থানেই ক্রুশটী দীপ্তির কেন্দ্র ও খ্রীষ্টিয়ানের সকল আশার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ই তাহার প্রথম উদাহরণস্থল) যখন সাধু পিতর বিচারার্থে দেশাধ্যক্ষ ও যিহুদীগণের সম্মুখে আনীত হন তখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যীশুকে ক্রুশে সমর্পণ করাতে তোমরা দৈববাণী সমূহের সাধকস্বরূপ হইয়াছ, কেননা তোমরা মন্দিরের কোণের প্রধান প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছ," এই কথার পরেই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "অন্য কাহারও নিকটে পরিত্রাণ নাই, বস্তুতঃ, আকাশ মণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত অন্য কোন নাম নাই যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়।"

আহা! কেমন আশ্চর্য্য আবিষ্কার! ইয়োব বহুকাল পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঈশ্বরের কাছে মর্ত্ত্য কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে?" তাবৎ জাতিই ভিন্ন ভিন্ন পথে এই একই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহারা আপন আপন বিবেকের জন্য শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু পায় নাই অথচ এক্ষণে গালীলের এক জন ধীবর স্বর্গের স্বর্ণ চাবি দিয়া জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত ও পরিত্রাণের অনন্য উপায় আবিষ্কার করিলেন সাধু পৌলও বলিয়াছেন, "যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, সেই ভিত্তিমূল যীশুখ্রীষ্ট" ভাল, ঐ ভিত্তিমূল কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল? হে আমার প্রাণ, পূর্ব্বকালে যিশাযাহ কি বলিয়াছিলেন তাহা শুন, 'আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্ত এক প্রস্তর স্থাপন করিলাম, তাহা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর, বহুমূল্য কোণের প্রস্তর, অতিদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে সে চঞ্চল হইবে না;" অর্থাৎ "সে শান্তি ও বিশ্রাম পাইবে"

হাঁ প্রিয় প্রভো, যখন তুমি ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যু সহ্য করিয়া কবরে শায়িত হইয়াছিলে, সেই অবধি তুমি তোমার লোকদিগের একমাত্র আশাভূমি হইয়াছ তোমা ভিন্ন অন্য

আশ্রয় যেন আমার না থাকে। যাঁহারা তোমার বাক্য প্রচারে, এবং তোমার মন্দিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলে যেন ক্রুশকে আপনাদের উপদেশের কেন্দ্রস্বরূপ জ্ঞান করেন। তাঁহারা যেন সাধু পৌলের ন্যায় বলিতে পারেন, 'যখন আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলাম, তখন বাক্যের কি বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা মতে তোমাদিগকে ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা নহে, কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না কেবল যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁহাকেই ক্রুশে হত জানিব।"

বস্তুতঃ, ক্রুশে হত খ্রীষ্ট যদি আমাদিগের পরিত্রাণের আশাভূমি না হইবেন তাহা হইলে তিনি কেন বলিতেছেন, "আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি, সেই খ্রীষ্ট যিহুদীদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ, কিন্তু যিহুদী কি গ্রীক আহূত সকলেরই কাছে ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের বিজ্ঞানস্বরূপ।"

ক্রুশই যে সকলের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ও আশাভূমি, তদ্বিষয়ে অন্য একটী প্রমাণ ইব্রীয় পত্রের ৫, ৭—৯ পদে বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থানে সাধু পৌল গেৎশিমানী উদ্যানের পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন যে, যদিও

যীশু মানবের পুত্র ছিলেন 'তথাপি তিনি এই সংসারে দুঃখভোগ সম্বন্ধ দ্বারা বাধ্য হইতে শিক্ষা করিলেন, ও সিদ্ধ হইলেন, এবং যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, সেই সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন।" ইহার অর্থ এই যে, যাবৎ তিনি দুঃখভোগের দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধতা প্রাপ্ত না করিলেন, তাবৎ সিদ্ধ পরিত্রাণের কারণস্বরূপ হইতে পারিলেন না। মানবভাষাতে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা কি অসম্ভব নহে? এই সকল বাক্যে নিশ্চয়ই লোকদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে ক্রুশের মধ্য দিয়াই খ্রীষ্ট তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছেন; কেবল তাহা নহে কিন্তু এই দুঃখ হইতেই, তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালে শক্তি প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাই লোকগণের অনন্তকালীন্ আশার উৎসস্বরূপ হইয়াছিল।

এক্ষণে, হে আমার প্রাণ, এই সমুদয় বিষয়, তোমার নিজের পক্ষেও কি সম্পূর্ণ সত্য নহে? ইহা ভিন্ন আর কিসে তোমার রক্ষা হইতে পারে? অথবা এ ছাড়া তোমার কি এমন কোন আশাভূমি আছে যাহার মধ্যে তুমি আশ্রয় লইতে পার? তুমি অন্য সকল আশা পরিত্যাগ কর। ধন্য প্রভো, গেৎশিমানী ও কালভেরীর মধ্যদিয়া প্রাপ্তব্য

আগা ব ভীত জন্য সকল আশা আমার কে বাধ করব।

“পারে না হিক কো নে বাঁধ ও আর,
তুমি ব'হারী প্রভু, তুমি আর সার ”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্রুশেই পাপের ক্ষমা

র প্রথম শিষ্যগণের সঙ্গে দাঁড়াইয়া একত্রে
থ্য অবলোকন করি তখন ঈশ্বরদত্ত ক্ষমার
তাঁহাদিগের মতামতের যেরূপ পরিবর্ত্তন
। যায়, অন্য কোন বিষয়ে সেরূপ দেখা যায়
মাস পূর্ব্বে তাঁহাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা
রাশির ব্যবস্থা, মন্দিরের বেদি ও তদুপরিস্থ
র নির্ভর করিত পঞ্চাশত্তমীর পূর্ব্বে কোন
এমন জ্ঞান ছিল না যে, মন্দিরস্থ বলিদানের
উপায়ে পাপের ক্ষমা লাভ করা যাইতে
যীশুতে বিশ্বাস করিবার দিনহইতেই তাঁহার
পরিবর্ত্তন হইল হয়ত প্রেরিতগণের ন্যায়,
পিত সংযে তিনি মন্দিরে গিয়া উপাসনা করি-
প মার্জ্জনার উপায় বলিয়া আর লেবীয় সেবা-
রাখিলেন না এক্ষণে নূতন বিশ্বাস তাঁহাকে
প্রকৃত মূল্যস্বরূপ খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
সাধু পিতর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তাঁহার

ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য লাভ হইল;" সাধু যোহান বলিলেন "যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে," সাধু পৌল কহিলেন, "তাঁহার রই অনুগ্রহে বিনামূল্যে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তির দ্বারা ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ" এখন কোথায় যীশুর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল? কোথায় বা তাঁহার সেই রক্ত পতিত হইল? আর কোথায়ই বা এই মুক্তি সম্পন্ন হইল? ক্রুশই কি এই সমুদায়ের কেন্দ্রস্থল ও নিদর্শনস্বরূপ ছিল না? সাধু পৌল একবার এ কথার উত্তর প্রদান করুন

তিনি বলেন খ্রীষ্ট "ক্রুশীয় রক্তের গুণে সন্ধি স্থাপন করিলেন" স্বর্গীয় মেষশাবকের ক্রুশারোপিত হওনের পূর্ব্বে প্রকৃত সম্মিলন লাভের কোন উপায় ছিল না "বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ সকল হরণ করিবে" ইহা কখনই সম্ভব নহে কিন্তু যখন ঈশ্বরের পুত্র অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিষ্কলঙ্ক জীবনে মৃত্যুরূপ অভিশাপ ভোগ করিলেন, তখন যীশু "আমাদের প্রতিকূলে যে বিধিকলাপসম্বলিত হস্তলেখ্য আমাদের বিপক্ষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লট্‌কাইয়া দূর করিয়াছেন" ইহাই প্রকৃত ও চূড়ান্ত সম্মিলন আর তজ্জন্যই এই সময় অবধি প্রত্যেক বিশ্বা

াব ক্ষমাপ্রাপ্তির নিদর্শন স্তম্ভ স্বরূপ। তাহার

বিত উহার ব বস্তু র উপরে শত্রুগণের বিজয়

ই "বিশ্বাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ধার্ম্মিকতার

। পরি

ন আস্তিয়খিয়া র সমাজ গৃহে বিশ্বাসীদিগকে যাহা

ছেন, "অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জ্ঞাত হও

নামের গুণে তোমাদের নিকটে পাপ ক্ষমা প্রচা

র অর তাঁহারই নামের গুণে প্রত্যেক বিশ্বাসী

হইতে মার্জ্জনা পাইবে, যাহা হইতে তোমরা

র গুণে মার্জ্জনা পাইতে পার নাই।" যে

পূর্ব্বে ঘৃণা ও অবজ্ঞানিত লজ্জা ও অপমান, সকল

বিষয় ছিল, সেই যিহুদীর পক্ষে এখন তাহা

ও গৌরবের বিষয় হইয়াছে

প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা, এই অতীত বিষয়টী প্রীতি

হকারে স্মরণ করিতে আমায় সাহায্য দাও।

যেন তোমার ক্রুশ আমার দৈনিক পাপ

রবোধিস্বরূপ হয়। এক ভাবে তাহা অবশ্যই

না "হে প্রভো কাহার কাছে যাইব? তোমারই

জীবনের বাক্য আছে।" তথাচ, যখন আমি

বাঁধান তাম্রাতে [illegible] মাস এই আ[illegible] একটি পরিমিত হইয়া আমার জন্য [illegible] পরিমাণ করি, যখন আমি আমার দৈনিক পাঠের সংখ্যা গণনা করি এবং পরিশ্রম উত্তমার্থে প্রত্যেক একবার [illegible] কুশের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন এ উভয় সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখি, তখন উইলের [illegible] স্মরণ করতঃ [illegible] আমি [illegible] যে,

“[illegible] আমি জানিতাম উইলের [illegible],
যোগ্য [illegible] যামিনী [illegible] আসিবে.”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রুশকাষ্ঠে নিয়মের অধিকারের সমতা

প্রভুর সময়ে যিহুদী জাতি কেমন সঙ্কীর্ণমনা ও স্বতন্ত্র্যপ্রিয় ছিল, বর্ত্তমানে অল্প লোকেই তাহা বুঝিতে পারেন। অপরিবর্ত্তিত পরজাতিরা তখন পতিত বলিয়া গণ্য এবং সচরাচর কুক্কুর বলিয়া অভিহিত হইত। যীশু খ্রীষ্টও সেই সুর ফৈনিকীয় স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য উক্ত প্রথানুসারে বলিয়াছিলেন, "সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদিগকে দেওয়া উচিত নহে।"

অপরিবর্ত্তিত বিজাতিলোকের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষভাব থাকাতে, যিহুদি মতাবলম্বী বিজাতিদিগকেও ইতর জ্ঞান করিয়া, তাহারা স্বভাবতঃই তুচ্ছ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিকই তাহা ঘটিয়াছিল, মন্দিরের এক পৃথক স্থানে তাহাদিগকে উপাসনা করিতে হইত, তাহারা পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিহুদি ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সম্মানিত হইবে কি, তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই ঘৃণিত ও সন্দেহভাজন হইত। বিশেষতঃ রব্বিদিগের মধ্যে এই সর্ব্ববাদী সম্মত কথা প্রচলিত ছিল যে, "কোন বিজ্ঞ লোক যিহুদি মতাবলম্বীকে, এমন কি,

তাহার চব্বিশ পুরুষ পর্য্যন্ত লোককে বিশ্বাস করিতে পারেন না ।”

হে আমার প্রাণ, একবার মুখ ফিরাইয়া এখনও ধারী ঈশ্বর পুত্রের অত্যাশ্চর্য্য প্রেম দর্শন কর তিনি তাঁহার ক্রুশে এই সকল অনুদারতা ও দেষভাব বিনষ্ট করিলেন এবং চিরকালের জন্য তাদৃশ স্বাতন্ত্র্য ভাব ও একদেশদর্শিতা রূপ প্রাচীর ভগ্ন করিলেন ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, ক্রুশের সত্য বিষয় আলোচনায় প্রাথমিক শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কেমন মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল সাধু পৌল বলেন, “সেই ঐশ্বরিক যাথার্থিকতা যাহা যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বাসীমাত্রেই প্রাপ্ত হয় ; কারণ কোন ইতর বিশেষ নাই ।”
আর কোন ইতর বিশেষ নাই কেন ? বিজাতিদের উপরে যিহুদীদিগের আর গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই কেন ? কারণ এই যে, ক্রুশ তাহাদের উভয়কেই সমান পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে ; আরও, ঈশ্বরের মহানুগ্রহ অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টে নিহিত মুক্তিভিন্ন কেহই আর ধার্ম্মিকীকৃত হইতে পারে না।
তবে দেখ, যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, ফিলিপ্পী নগরের কারারক্ষক অপেক্ষা তার্ষ নগরের ফরিশীকে অহঙ্কার করিবার ভার বেশী হেতু না দিয়া, সকল বিশ্বাসীকেই কেমন আশ্চর্য্যরূপে অবনত

করিয়া সমপদস্থ রাখিয়াছে। পাপের প্রতি ঈশ্বর — এই প্রকাশিত বাক্যের সম্মুখে 'প্রত্যেক মুখ বন্ধ ও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের গোচরে নিতান্ত দোষী হইবেই হইবে" হে তামার আর দেখ, এইরূপ সমভাবের জন্য গালাতীয় ৩য় অধ্যায়ের কেবল ২৮ পদ 'পত্র'' হইতে উদ্ধৃত "তাহাতে যিহূদী নাই গ্রীকও নাই, দাস নাই, স্বাধীনও নাই, পুরুষ নাই, নারীও নাই, কারণ যীশুতে তোমরা সকলেই এক" নিয়মটী একজন সম্ভ্রান্ত ইব্রীয়ের পক্ষে যেমন প্রেম ও দয়াপূর্ণ একজন রোমীয় দাসের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ হয়, তবে যিহূদী বা গ্রীক, বর্ব্বর বা স্কুথীয়, দাস বা স্বাধীন, সকলেই সসম্ভ্রম বিশ্বাসে খ্রীষ্টের নিকট প্রণিপাত করুক। এক তাহাদের সকলকে একই অধিকার দিতেছে, সকলকে একই প্রভুপ্রেমে বদ্ধ, ও সমঅধিকারের পাত্র করিতেছে। সুতরাং যীশুই 'সকলের প্রভু"

এমন হইলেও, ধর্ম্মের এই সাম্যভাব বুঝিতে সাধু পিতরও কত বিলম্ব করিয়াছিলেন। অপর সাধারণ যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানেরা যে তাহা বুঝিতে আরও অধিক বিলম্ব করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? উক্ত যিহূদী খ্রীষ্টীয়ানগণের ক্রুশ বিষয়ক জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। সাধ্য থাকিলে,

তাহারা বলপূর্ব্বক পরজাতীয় খ্রীষ্টানদের সম্প্রদায় গণ্য হয়। অচ্ছিন্নত্বক্ পরজাতীয় খ্রীষ্টানদের সহিত এক নিয়মের বশীভূত হওয়া তাহাদের গর্ব্বিত চিত্ত সহিত না। অব্রাহামের বংশজ বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে এত অধিক পবিত্র জ্ঞান করিত যে, পরজাতীয় খ্রীষ্টানেরা যে পর্য্যন্ত আপনাদের অপকৃষ্টতা স্বীকারপূর্ব্বক ইব্রীয় ধর্ম্মপদ্ধতির অধীনস্থ না হইত তাবৎ তাহাদিগকে আপনাদের সহিত এক সমভূক্ত বলিয়া গণ্য করিতে অপমান বোধ করিত। হায়! তাহারা যোহন বাপ্তাইজকের এই বাক্য ভুলিয়া গিয়াছিল যথা, "ঈশ্বর এই এই প্রস্তর হইতে অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন।" পরজাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগকে আপনাদের ব্যবস্থানুযায়ীক অনুষ্ঠানের দাস করিতে চেষ্টা করাতে, তাহারা যে খ্রীষ্ট অপেক্ষা মোশিকে অধিক সম্মান দিতেছিল, তাহা দেখিতে পায় নাই। তাহারা শিখে নাই যে খ্রীষ্টের ক্রুশই তাহাদিগকে এক নিয়মের অংশী করিয়াছে, আর তদ্দ্বারাই ইব্রীয় বিধিকলাপ রহিত করণার্থে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পৃথককারি প্রাচীন সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। হায় তাহারা আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রত্যয় পরিত্যাগ করিতে কেমন উদাসীন ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা ভাল? হে প্রভো আমাকে আত্মপরাজয় করিতে শিক্ষা দাও, সুসমাচারের অনুগত

মূলক স্বাধীনতায় যিহূদীয় বিধিসমূহ যে একেবারে রহিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে সাধু পিতরেরও অনেক কষ্ট হইয়াছিল। যিহূদী ধর্ম্ম কেবল একজাতির ধর্ম্ম ছিল কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সমুদায় জগতের জন্য। "প্রতিজ্ঞাত বংশের" আগমন পর্য্যন্তই মোশির ব্যবস্থা নিরূপিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল, যেন তাহারা দাসবৎ পোষ্যমান হয় শিশুর ন্যায় খ্রীষ্টের ভাবী বিদ্যালয়ে নীত হয়, যেখানে তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিষয় শিখিবে, এবং স্বজাতীয় বিশ্বাসীবর্গের সহিত সমঅধিকারভুক্ত হইবে। আর এইজন্য, সাধু পিতরকে স্বর্গ হইতে এমন একটী বিশেষ প্রত্যাদেশ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, যাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, মোশির ব্যবস্থার প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয় তিনি ইচ্ছামত ভোজন পান করিতে পারেন। প্রত্যুতঃ, যে পর্য্যন্ত কর্ণীলিয়-সংক্রান্ত ঘটনা না ঘটিল, (প্রেরিত ১০ অঃ) সেপর্য্যন্ত তিনি এবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে, চির-কালের নিমিত্ত এই স্থির হইয়াছিল যে, মোশির ব্যবস্থানুসারে খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকিবে না, কেননা "ঈশ্বর মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না।"

হা ধন্য যীশু, তোমার ক্রুশ হইতেই এই সকল স্বাতন্ত্র্য রহিত হইল তুমি যে পূর্ণ প্রেমে দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বিশ্বাসীকে কুলপতিগণের ও দৈববক্তৃগণের মধ্যে রাখিতেছ, সেই প্রেমের প্রশংসা আমি কীর্ত্তন করিব। কেবল তোমার আলোকেই আমি আলোক দেখিতে পাই তোমার ক্রুশের সেই অতীত দৃশ্যের ভিতর দিয়া দেখিতেছি যে, ইহা অহংকারীকে কেমন নম্র, নত ব্যক্তিকে কেমন উন্নত করিয়াছে, এবং সকল জাতি, শ্রেণী ও পদস্থ জনগণকে এক সহভাগিতা সূত্রে কেমন বাঁধিয়াছে। স্বর্গীয় পিতঃ, আমি যেন দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ ও মতদ্বেষী ভাব হইতে মুক্তি পাই, তজ্জন্য এই পবিত্র স্বাধীনতার জ্যোতিঃ ও জীবন আমাকে দাও তোমার ভিন্ন ভিন্ন ও কতবার সম্বন্ধরহিত যে পরিবার তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির উপর মুক্তির যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিতে আমায় সাহায্য প্রদান কর এই ক্রুশই সেই পবিত্র সম্মিলনের কেন্দ্রস্বরূপ হউক, যাহাতে মণ্ডলীর সকল বিভাগ হইতে, এবং জগতের চতুর্দ্দিক্ হইতে তোমার সন্তানেরা আসিয়া আপনাদের একই মুক্তিকর্ত্তার নিকট সংগৃহীত হইবে আর তাঁহাকেই সকলের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাস্কুর ভোজে ক্রুশ দর্শন

যিহূদী ধর্ম্মাবলম্বনের কালে, ইস্রায়েল জাতি মিসরের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের স্মরণার্থক নিস্তারপর্ব্ব পালন করিয়া আসিতেছিল কিন্তু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অবধি বিশেষতঃ পঞ্চাশত্তমীর দিন হইতে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মুক্তি স্মরণার্থক এক উৎসব, উক্ত পর্ব্বের স্থান অধিকার করিয়াছিল এ উৎসবে তাহারা কোন পাস্কা মেষ বধ করিত না, কারণ ঈশ্বরের সত্য মেষশাবক সমুদায় জগতের পাপের নিমিত্ত যাহার উপরে হত হইয়াছিলেন, সেই ক্রুশের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি গিয়াছিল অথবা, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় আর পৃথক্ পৃথক্ পরিবারে এ উৎসব পালন করিত না, কেননা এখন তাহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত হওয়াতে, মণ্ডলীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই পরস্পর ভ্রাতা, বা ভগ্নী স্বরূপ ছিল। আবার, বিশেষ দেশ বা জাতির মধ্যেও পর্ব্বটী আবদ্ধ থাকিল না, কেননা এখন এক মণ্ডলী হওয়াতে, দেশ ও জাতিঘটিত যাবতীয় বাধা দূর হইয়াছে। কিংবা সে কালের নিস্তারপর্ব্বের ন্যায় এই মহা পবিত্র উৎ

সর বৎসরে একবার মাত্র পালিত না হইয়া প্রতি সপ্তাহেই পালিত হইতে লাগিল। যিনি বলিয়াছেন, "আমার স্মরণার্থে ইহা কর" তাঁহার মৃত্যু স্মরণ করিতে প্রথমকার খ্রীষ্টীয়ানেরা কখন ক্লান্ত হয় নাই প্রভুর ভোজের রুটী ও দ্রাক্ষারস তাহাদের পক্ষে "খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের সহভাগিতা" ছিল তাহারা বোধ করিত যে, "যতবার তাহারা সেই রুটী ভক্ষণ ও সেই দ্রাক্ষারস পান করে" ততবার তাহার "প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করে," আর এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইত যদিও অসংখ্য স্থানে লোকে সমাগত হইয়া উক্ত ভোজ গ্রহণ করিত তথাপি তাহাদিগের যে সহভাগিতা, তাহা অবিভাজ্য ছিল, কেননা তাহারা বলিত, "অনেক হইলেও আমরা একই রুটী"

হে আমার প্রাণ, একবার ঈশ্বর সন্তানগণের সেই সম্প্রদায় প্রাক্কালীন সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরলান্তঃকরণের আনন্দ, সহবর্ত্তী আশীর্ব্বাদ ও গভীর প্রেম নিরীক্ষণ কর দেখ একজন পরজাতীয় পরিবর্ত্তিত খ্রীষ্টীয়ান আপনার পূর্ব্ব দেবপূজা-সংক্রান্ত বলিদান ও অপবিত্র উৎসবের সহিত এই ধন্য উৎসবের তুলনায় কোন পার্থক্য

উপলব্ধি করিতেছে। আবার পরিবর্ত্তিত যিহুদী খ্রীষ্টীয়ানও যিহুদী ধর্ম্ম সংক্রান্ত বেদির যে নিত্য বহমান্ পশু রক্ত কখন পাপ হরণে সমর্থ হইত না, তাহার সহিত এই উৎসবের তুলনা করিয়া যেমন অনৈক্য দেখিতেছে! উভয়েই প্রেমের কেমন এক পবিত্র সহভাগিতায় মিলিত হইয়াছে, উভয়েই বিশ্বাস যোগে আপনাদের অনন্তকালস্থায়ী প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশারোপিত মুক্তিদাতার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে আরও তাহারা মৃত পশুর দৃশ্য হইতে, আপনাদের মন ঊর্দ্ধে মহিমার সিংহাসন উঠাইতেছে, যে স্থানে তাঁহাকে তাহারা আপনাদের মহাযাজকস্বরূপে পিতার নিকটে অনুরোধ করিতে, অথচ সেই একই সময়ে রুটী ও দ্রাক্ষারসের নিদর্শনে তাঁহার মেজে উপস্থিত হইতে দেখিতেছে

এই সমুদয় বিষয় ধ্যান করিলে আমি কি আপনাকে তাহাদের হইতে পৃথক্ মনে করি? তোমার সেই ক্রুশের দৃশ্য এখন প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দি কাল পশ্চাতে পড়িয়াছে বলিয়া, আমি কি ঐ সকল প্রাক্কালীন্ খ্রীষ্টীয়ানগণ অপেক্ষা তাহা হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া গিয়াছি? হে আমার প্রাণ, তোমার প্রভু কি কহেন শুন "দেখ যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" হাঁ, প্রভু যীশু,

এখনও তুমি তোমার লোকদিগের অতি নিকটবর্ত্তী "তুমি কল্য অদ্য যুগে যুগে সেই আছ" 'খ্রীষ্টের প্রেম হইতে আমাদিগকে কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে?" বিশ্বাস নেত্রের সম্মুখ হইতে কে তোমার ক্রুশকে অধিক দূরবর্ত্তী করিতে সক্ষম? যখন করিন্থীয় ও ইফিষীয় লোকদিগের নিকটে সর্ব্ব প্রথমে ক্রুশের বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল তখন তাহাদের পক্ষে সেই ক্রুশ যত দূরবর্ত্তী ছিল, এখনও তাহা পাপের একমাত্র যজ্ঞবেদিস্বরূপে ও পাপিগণের একমাত্র আশ্রয় স্থান স্বরূপে তত দূরবর্ত্তীই আছে যে সকল হৃদয় একই রক্তে ধৌত, একই উৎসুই হইতে পায়িত এবং একই প্রভু ও ত্রাণ-কর্ত্তাতে সংলগ্ন, একই নিগূঢ় দেহবিশিষ্ট, তখন সে সকল হৃদয়ের সম্মিলন কে ভাঙ্গিতে পারে? এ স্থলে এই পবিত্র মেজের নিকটে আমি যেন সকল বিশ্বাসীর সহিত ঈশ্বরের সহভাগিতায় আনন্দ পাই, এবং স্বর্গস্থ বা পৃথিবীস্থ সমুদয় মুক্তিপ্রাপ্ত লোকের সহিত সজীব সম্মিলন অনুভব করিতে পারি হে প্রভু তুমি আমাকে এই প্রকার প্রেম ও বুদ্ধি বিবেক বিশিষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করিতে শিক্ষা দাও তুমি আমার প্রাণের পক্ষে কেবল ঈশ্বরের খ্রীষ্ট না হইয়া, সর্ব্বে

সর্ব্বা" খ্রীষ্ট হও

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রুশের অন্ত দৃশ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ক্রুশের সম্মুখে অনুতপ্ত পাপী

অপরের বিষয় না ভাবিয়া এখন আমি নিজের বিষয় ভাবিতে চাই আমি পিতৃপুরুষদিগের সহিত ক্রুশকে বহুদূরে অবস্থিত দেখিয়াছি তারপর ভাববাদিগণের সহিত তাহা খুব নিকটেও দেখিয়াছি। আবার প্রেরিতগণের সহিত পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি এবং প্রাথমিক শিষ্যমণ্ডলীর সহিত তাহার সহভাগী হইবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আমি নিজে যদি ক্রুশের সম্মুখে প্রণত হইতে না পারি তাহা হইলে এই সমুদয়ে আমার কি লাভ?

হে প্রভো আমি পাপে কলঙ্কিত; আমার পাপ অতি ভয়ঙ্কর, আমার গোচরে তাহা অসংখ্য, সুতরাং তোমার গোচরে তাহা আরও কত অধিক! পবিত্রতার নিক্তিতে আমি আপনাকে তৌল করিলে দেখিতে পাই যে, আমি

অসার অপেক্ষাও লঘু গত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমি দেখি যে, সংখ্যাতীত কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া আসিয়াছি, তোমার পবিত্র ব্যবস্থ অমান্য করিয়াছি আমার অপরাধের সংখ্যা নাই, আর তখন চীৎকারপূর্ব্বক এই কথা বলিতে বাধ্য হই, "আমার এ বোঝা আমার শক্তির অতীত আমার এ ঋণ শুধিবার নহে " আমার মনোদুঃখ আত্মগ্লানি ও হৃদয়স্থ সদ্বাসনা সকলদ্বারা কি তাহার পরিশোধ হইতে পারে? আমি যে তদপেক্ষা দশ সহস্র গুণে তোমার নিকটে ঋণী আছি এই প্রকারে আমি প্রভুর গোচরে মহৎ অপরাধী বলিয়া গণিত, তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে তাঁহার সম্মুখহইতে দূর করিতে পারেন

কিন্তু যে সময় আমার অন্তঃকরণ আমাকে দোষী করে, ঠিক সেই সময় একটা কথা আমার মনে পড়ে, "ঈশ্বর আমার হৃদয় অপেক্ষা মহান্ তিনি সকল বিষয় জানেন।"

"তিনি আমার গঠন জানেন, আমি যে ধূলিমাত্র ইহা তাঁহার স্মরণে আছে " "তিনি ইহাও জানেন যে আমার শোক তিমিরাচ্ছন্ন হৃদযাকাশে সমুজ্জ্বল ভাবে উদয় হওন, যাহা আমাকে তাঁহার শক্তি ও সম্মিলনের বিষয় জ্ঞাত করে,

এমন এক আশ্চর্য্য মেষবৎস পাপিদের নিমিত্তে আপন দেহ দিলেন নিদর্শন স্বরূপে তিনি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন

হে আমার প্রাণ, তোমার সমস্ত অপরাধের ভার লইয়া সেই করুণাময়ের সম্মুখে উপস্থিত হও, যীশুর ক্রুশের সম্মুখে জ্ঞান সহকারে কর বিশ্বাস নেত্রে দেখ, ক্রুশের উপরে তোমার পাপের বোঝা টাঙ্গান রহিয়াছে তোমার প্রতিনিধি যখন তোমার হইয়া সেই বোঝার ভার বহন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই প্রায়শ্চিত্ত রক্তের গুণে তাহা চিরতরে অপনারিত হইয়াছে তখন আর কেন তুমি নিজে সে ভার বহন করিবে? হে প্রভো, ইহাতে আমার ত্যাগ স্বীকারের কিছুই নাই; কিন্তু সকলই তোমার তোমারই কণ্টকের মুকুট ও বিদ্ধ হস্ত পদ আমার যাবতীয় পাপের সমস্ত জগতের পাপের—দণ্ড সহ্য করিয়াছে। ইহাতে কি আমি দৈববক্তৃগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিব না যে, ' যদিও তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলে, তথাপি তোমার ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিয়াছ " যদ্দারা ' আমি ধৌত হইয়াছি ও হিমের অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইয়াছি," তোমার সেই বহুমূল্য রক্তে কি আমি বিশ্বাস করিব না? এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুরোধে, কেবল তাঁহারই অনুরোধে যে আমার

"পাপ ও অপরাধ সকল আর তিনি স্মরণে আনিবেন না।" এ বিষয়ে কি দৃঢ় বিশ্বাসী হইব না ?

যাহা হউক, প্রভু যীশুর ক্রুশ দৈববক্তৃগণ অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর ভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে। ক্রুশ উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, 'হে পাপি! তুমি ক্ষমা পাইলে এবং প্রেয় হইয়াছ।' হে আমার প্রাণ! এখন ভাব দেখি তোমার মুক্তি কেমন বহুমূল্য ও তোমার পাপরাশি কেমন জঘন্য ও ঘৃণিত! যিনি তোমাকে প্রেম করিতেন, তাঁহার উপরে তোমার পাপ কেমন ভয়ানক যাতনা, ব্যথা ও শোক এবং ভারী বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিল! সেই সকল যাতনা ও দুঃখের অংশী হওয়া তোমার কি নিতান্ত উচিত নহে ? যখন তুমি তোমার ক্ষমা ও শান্তি প্রাপ্তির বিষয় এবং এবংবিধ প্রেম ও প্রচুর আশীর্ব্বাদলাভের অযোগ্যতার বিষয় চিন্তা কর, তখন কি প্রার্থনাদ্বারা স্বীয় হৃদয়ের দুঃখোচ্ছাস ব্যক্ত করিবে না ?

হাঁ, প্রিয় ভ্রাতঃ, আমি আর ভীত হইব না, কেনন তুমিই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ। তোমার অনুগ্রহমূলক ক্ষমার পূর্ণালোকে আমার নয়নাশ সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে, এখন আমি তোমার নিজস্ব হওয়াতে পিতার নিকট গ্রাহ্য

হে প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা প্রভো, যখন তুমি আমার অপরাধের জন্যে সেচ্ছাতে স্বর্গহইতে এই পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক শারীরিক যন্ত্রণা, ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছ তখন কি আমি আমার অপরাধের জন্য অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারি? যখন আমি তোমার ক্ষত বিক্ষত কুক্ষিদেশের প্রতি চাহিয়া দেখি তখন কি ইহা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি যে আমার যে পাপের জন্য তোমার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই পাপ কেমন অতিশয় পাতকজনক? এখন পর্য্যন্ত আমাতে যে রাশি রাশি পাপ আছে তজ্জন্য কি আমি অনুতপ্ত হইব না? সে সকল যে তোমার গোচরে অতি জঘন্য ও ঘৃণার্হ এরূপ অনুভব করিতে, এবং যে পর্য্যন্ত পাপাচরণ রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য সত্য অনুতাপ করিতে যেন আমি সক্ষম হই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশের সম্মুখে আনন্দিত বিশ্বাসী

পর্ব্বত যেমন শীত গ্রীষ্মাদি সকল ঋতুতেই অনাদ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ও অবিচল থাকে, উহার খ্রীষ্টীয় জীবন নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তদ্রূপ স্থির ও অটল থাকে বিশ্বাসীর পরম জীবনে নানা রূপ দুঃখ ও পরীক্ষা ঘটিলেও সে যে কেমন উন্নত ও আশা পূর্ণ, শাস্ত্রের কথায় বলা যায়, "তিনি খ্রীষ্টের সহিত স্বর্গীয় স্থানে উপবিষ্ট," এই জন্যই সাধু পৌল বলিয়াছেন, সর্ব্বদা "প্রভুতে আনন্দ কর, পুনরায় বলি আনন্দ কর"

এখন জিজ্ঞাস্য এই, আনন্দ করিতে হইবে বলিয়া আমি কি খ্রীষ্টের ক্রুশ আমার দৃষ্টিপথহইতে বাহিরে রাখিব? আমি কি খ্রীষ্টীয় জীবনে, স্বর্গীয় আলোকে ও গৌরবের আশাতে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছি যে কালভেরীর ক্রুশের কাছে, এই সকলের জন্য আমি যে ঋণী, তাহা বিস্মৃত হইব? কখনই না যখন আমি সেই ত্রাণকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন কি তিনি, "জগৎপত্তনের পূর্ব্বাবধি নিহত মেষশাবক' বলিয়া আমার নিকট আজও প্রদর্শিত হন না? তিনি যে

অমূল্য প্রেমে আমায় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা যেন আমি কখনও না ভুলি আমার মহা আনন্দের কালে, আমার কেবল বিশ্বাসজনিত উন্নত অবস্থায়, আমি কখনই ভুলিব না যে আমি এক জন মুক্তিপ্রাপ্ত বক্তক্রীত পাপী 'অগ্নুদ্ধৃত একখানি দগ্ধ কাষ্ঠ' এবং "মেষশাবকের বহুমূল্য রক্তে যাহার পরিচ্ছদ ধৌত ও শুভ্রীকৃত," আমি এমন এক প্রাণী

ভাল, তবে আমার আনন্দের কারণ কি? আমি স্বর্গীয় মেষপালকের ক্রোড়ে নিরাপদে আছি; তাহাই কি ইহার কারণ? কিন্তু কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? 'তিনি স্বর্গহইতে আসিলেন ও বহু জলের মধ্য হইতে আমাকে টানিয়া তুলিলেন" বলিয়া কি? তিনি সত্য ও বিশ্বস্ত বলিয়া, অথবা তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞা "হাঁ ও আমেন্" বলিয়া কি? কিন্তু কি করিয়া সেই সকল এমন হইয়াছে? কেবল অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত দ্বারাই তাহা হইয়াছে ইহা কি সত্য যে আমার জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত রহিয়াছে? ভাল, কোথাহইতেই বা আমি উক্ত জীবন লাভ করিয়াছি? "যিনি জগৎকে জীবন দিবার জন্য আপনার মাংস প্রদান করিয়াছেন," তদ্ব্যতীত আর কাহার নিকটে ঐ জীবন লাভ করা যায়? ইহা কি সত্য যে, তিনি নিজ পিতার

সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আমার জন্য অনুরোধ করণার্থে সতত জীবিত আছেন? কিন্তু তাঁহার নিজের গুণযুক্ত জীবন ও মৃত্যু ভিন্ন তিনি আর কি বিষয়ের অনুরোধ করিতেছেন? তিনি আমার হইয়া অতি নির্দ্দোষ ও নিঃখুৎ আত্ম বলিদান ভিন্ন আর কি দান করিতেছেন? ইহা কি সত্য যে তিনি আমার অগ্রগামী দূতস্বরূপে আমার জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন?" কিন্তু কি প্রকারে তিনি তথায় প্রবেশ করিয়াছেন? কি রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া যান নাই? গৌরবে স্বর্গারোহণ এবং স্বীয় লোকদিগের জন্য রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কি গেৎশিমানী, গল্গথ এবং হাদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই?

যখন আমি বিশ্বাসে অতিশয় বলবান হইয়া উঠি, যখন আমি মহা গৌরবান্বিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বিমোহিত হই, তখনও, প্রভো, তোমার সেই ক্রুশ যেন আমার অন্তঃকরণে মুদ্রাঙ্কিত থাকে হে আমার পরিত্রাতা প্রভো, যদি তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের অংশী হওয়া এবং তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সুখময় অবস্থায় প্রবেশ লাভ করা আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমার কৃত

মুক্তিই তাহার একমাত্র উপায়; তোমার সেই মুক্তিরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়াই স্বর্গীয় দূতগণের পবিত্র সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় আমি প্রশংসাসূচক যে সকল গীত গান করি তাহা সর্ব্বদাই আগ্রহের আতিশয্যে পূর্ণ হউক, আমার হৃদয়গত আনন্দ যত দূর সম্ভব, উচ্ছ্বসিত হউক কিন্তু ইহা সত্য যে সেই আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ক্রুশীয় দারুণ যন্ত্রণা-স্মরণে যেন নিয়ন্ত্রিত থাকে, কেননা কেবল তদ্দারাই এই সমুদয় প্রশংসা গীতি সুগন্ধি ধূপের ন্যায় পিতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে আমি যেন এক জন প্রেরিতের ন্যায় তাঁহার সিংহাসনের নিকটে দাঁড়াইতে পাই, অথচ ক্রুশের তলে যেমন সেখানেও তেমনি আশ্রয় ও সান্ত্বনা পাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুশের সম্মুখে ক্লেশভোগকারী বিশ্বাসী।

এমন এক ব্যক্তি প্রকৃত সান্ত্বনার জন্য ক্রুশের নিকট ভিন্ন আর কোথায় যাইবে? এই স্থানেই চূর্ণ হৃদয়ের নিমিত্ত "গিলিয়দের ঔষধ" আছে বিশ্বাসের এই নির্জ্জন-স্থলে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি সহানুভূতি লাভ করিতে এবং ব্যথিত ব্যক্তি নিয়ত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে পারে।

হে আমার প্রাণ, একবার এই পবিত্র স্থানে, তোমার সমুদয় বোঝা লইয়া উপস্থিত হও, আর যিনি ব্যথার পাত্র হইলেন, তাঁহার গোচরে তোমার সমুদয় দুঃখ ভাঙ্গিয়া বল

ক্রুশীয় যন্ত্রণার তুলনায় এমন কি দুঃখ আছে যাহা খ্রীষ্ট-ভক্তকে ভোগ করিতে হয়? আমি কি অন্যায়রূপে নিন্দা সহ্য করিতেছি, কিম্বা বিবেকের কারণে নিষ্ঠুর উৎপীড়না ভোগ করিতেছি? আহা আমার প্রভু যে এ সকল অপেক্ষা অধিকতর নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য করিয়াছিলেন. গীত বচক প্রমুখাৎ তিনি কহিয়াছিলেন, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িয়াছে" লোকে আমাকে হিংসা নেত্রে দেখিতে পারে,

অন্যায়রূপে সন্দেহ করিতে পারে, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপও করিতে পারে, কিন্তু রাজাদের রাজার প্রতি পাপী লোকেরা যেরূপ ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় এ সকল কিছুই নহে তদানীন্তন্ লোকে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ধর্ম্মের ও সত্যের রাজার প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিল, তাহার সহিত এ সকলের তুলনাই হইতে পারে না যখন শত্রুগণ আমার ত্রাণকর্ত্তার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল, তাঁহার মুখে থুথু দিল, তখন তিনি যে অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত ইহার তুলনাই হয় না সে অম্লরস ও কণ্টক নির্ম্মিত মুকুটের নিকট ইহা কিছুই নহে

আমি অন্যের দোষ ও অকারণ অত্যাচার কি সহ্য করিয়া থাকি? হে ধন্য পরিত্রাতা, তুমি আমারই জন্য প্রিয় জ্ঞানে যে সমুদায় অন্যায় সহ্য করিয়াছ, আমাকেও সেই সমুদায় সহ্য করিতে শক্তি দাও জগতের পরিত্রাণ সাধন কালে, তুমি পাপীর ন্যায় গণিত হইতে স্বীকৃত হইয়া, মানবীয় অপরাধের ভার আপনার নিষ্কলঙ্ক প্রাণে যেমন বহন করিয়াছিলে, তেমনি আমিও কি অপরের কারণ এমন কোন ভার বহন করিতে পারি না, যাহা মুহূর্ত্তের জন্য ক্রুশের ভারের সহিত উপমিত হইতে পারে? এক সময়ে

আমি যাহাদিগকে কত ভাল বাসিতাম, এবং কত বিষয়ে যাহাদের সাহায্য করিলাম, আমার সেই বন্ধুগণ কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে? হয়ত দুঃখরূপ পানপাত্র তিক্ত, কিন্তু তুমি আমার জন্য পাত্রের তলার ঘোর তিক্ততা পর্য্যন্ত পান করিয়াছ এক জন শিষ্য কি তোমাকে অস্বীকার করে নাই? এবং বিপদের সময়ে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি সকলেই পলাইয়া যায় নাই? হাঁ, তোমার "প্রেমাস্পদ বন্ধুগণ দূরে দাঁড়াইয়াছিল" তুমি "একাই দ্রাক্ষাযন্ত্র দলন করিয়াছ" হে আমার প্রাণ, বল দেখি, যখন পিতা তাঁহাহইতে আপন মুখ লুকাইলেন, আর তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শুষ্ককণ্ঠে চীৎকারপূর্ব্বক বলিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ," তখন তিনি যেরূপ বিরহ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার সহিত কি তোমার এ বন্ধু-বিচ্ছেদের তুলনা হইতে পারে?

হাঁ, প্রিয় প্রভো আমি সমুদয় দুঃখ ক্লেশের সময় তোমার ক্রুশের তলে দাঁড়াইয়া, শিষ্টভাবে সম্পূর্ণ নম্রতা ও দুঃখ সহিষ্ণুতা শিক্ষা করি। তোমার দিকে চাহিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে বলি, "তুমি যেমন দুঃখ ভোগ করিয়াছ,

তেমন দুঃখ কি কখনও ছিল ?" তুমি যখন প্রেম-পরবশ হইয়া আমার জন্য এত দুঃখ সহ্য করিয়াছ, তখন আমার ন্যায়সঙ্গত দুঃখ ঘটিলে আমি তাহা অসহ্য জ্ঞানে কেন বিরক্তি প্রকাশ করিব ? তুমি যখন অভিসম্পাতস্বরূপে অপরিসীম ও অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করিয়াছ, তখন, সদভিপ্রায়ে আমার প্রতি কোন দুঃখ ঘটিলে, পাপ পীড়িত হৃদয়ে ঔষধ স্বরূপে কেন আমি তাহা পান করিব না ? হে আমার প্রাণ, স্থিরভাবে, প্রকৃত শিষ্যের ন্যায় তোমার প্রভুর নিকটে, দুঃখ সহ্য করিতে শিক্ষা কর। পক্ষান্তরে, তিনি যেন মহিমার অবস্থাতেও আপনার দুঃখ ক্লিষ্ট লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারেন, তজ্জন্য দুঃখভোগ করিলেন। লেখা আছে, তিনি আমাদের পক্ষে, আমাদের দুর্ব্বলতা-ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হওনে সমর্থ এক দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হইয়াছেন

কি চমৎকার শিক্ষা ! কি উৎসাহময় অভিজ্ঞতা ! ভাবিয়া দেখিলে, কালভেরীর ক্রুশ যে শুধু ক্ষমা ও আনন্দের উনুইস্বরূপ, তাহা নয়, কিন্তু আমার ভগ্ন অন্তঃকরণের পক্ষে তাহা গিলিয়দের অমোঘ ঔষধস্বরূপ ! যিনি স্বয়ং ব্যথার পাত্র হইলেন, এই স্থানে যখন তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা,

স্নেহ ও করুণা পাওয়া যায়, তখন অন্যের সহানুভূতিতে আমার কি দরকার? অপরে নির্ম্মম হইয়া আমায় পরিত্যাগ করুক, আমার দুঃখ ও ক্ষতি যেমনই হউক, আমি এ স্থানে এমন এক জনকে পাইয়াছি, "যিনি আমায় কখনও ছাড়িবেন না ও ত্যাগ করিবেন না," "যিনি আমার সমুদায় নেত্রজল আপনার কুপাতে রাখেন," যিনি আমার ক্ষতসকল বন্ধন করেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করেন "প্রভু আমার জন্য চিন্তিত" তবে কি আমি তাঁহারই স্কন্ধে আমার যাবতীয় ভাবনার ভার রাখিব না? আমি কি সেই ক্রুশের সমীপে প্রণিপাত করিয়া শান্তভাবে বহিব না? ক্লেশ ঘটিলে উল্লাসিত হওয়া কি আমার উচিত নহে? হে প্রভো, তোমার যষ্টিটী চুম্বন করিতে, এবং তোমার প্রতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবোধদাতা পবিত্র আত্মার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমায় আনুকূল্য প্রদান কর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্রুশের সমীপে পরীক্ষাক্রান্ত বিশ্বাসী

আমার প্রাণ পরীক্ষিত ও প্রলুব্ধ হইয়াছে আমার মাংসিক ভাব বলিতেছে, "আর কষ্টের প্রয়োজন কি?" অবিশ্বাস ও সংশয় সকল আমায় বড়ই দুঃখ দিতেছে। লোকের ঈর্ষ্যা ও আক্রোশের পাত্র হওয়াতে আমি বিচলিত হইয়াছি আমি অহঙ্কারে ও আত্মপ্রেমে বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছি, আমার অভ্যাসজনিত পুরাতন পাপদ্বারা আবার আমি উত্ত্যক্ত হইতেছি প্রভো, কি করিতে আমায় আদেশ করেন? শক্তি পাইবার জন্য আমি কোথায় যাইব?

হে আমার প্রাণ, ক্রুশের কাছে যাও! লিখিত আছে, "শত্রু যখন বন্যার ন্যায় আসিবে, তখন প্রভুর আত্মা তাহার বিপক্ষে এক ধ্বজা তুলিবেন," বস্তুতঃ যীশুর ক্রুশের ন্যায় ধ্বজা আর কি আছে? তাহার উপরে ঐশ্বরিক প্রেমের নিশান উড়িতেছে, এবং তাহাই পাপ ও শয়তানের উপর বিজয়লাভের চিহ্নস্বরূপ আহা. এই মুক্তিপ্রদ অনুগ্রহের ধ্বজা তলে বসিয়া, চল প্রাণ বিশ্রাম লাভ করি, আর তৎপ্রতি চাহিয়া থাকি এই স্থানে, এক সুমধুর স্বরের

প্রতিধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইতেছে, ধ্বনিটী এই "আমি, যখন আমি উত্তোলিত হইব, তখন সকলকে আমার নিকট আকর্ষণ করিব।" হে প্রভো, আমি আকৃষ্ট হইয়া এই তোমার নিকট আসিয়াছি, দুর্ব্বলতা ও পরীক্ষাহেতু আমাকে তোমার শক্তির ও দয়ার নিকট আসিতে হই যাছে তোমার কাছে লুকাইবার জন্য আমি পলাইয়া আসিয়াছি লিখিত আছে, "যেমন বাত্যা হইতে আচ্ছাদন ও ধারাসম্পাত হইতে অন্তরাল, এক জন মনুষ্য তদ্রূপ হইবেন" ইনি "মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু" বাস্তবিক, তিনিই আমার আশ্রয় ও বলস্বরূপ "প্রভো আমি আর কাহার কাছে যাইব? তোমারই কাছে অনন্ত জীবনের বাক্য আছে".

পরীক্ষক এখানে আসিতে পারে না, কেননা বিজয়ীর পদতলে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে এই ঈশ্বরীয় পরাক্রমের ধ্বজ তলে থাকিয়া আমি শয়তানকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হই এখানে প্রভুর অনন্তকালস্থায়ী বাহু আমাকে তুলিয়া ধরেন, তাঁহার প্রেম-পতাকা আমার উপর বিরাজিত রহিয়াছে "সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ, ধার্ম্মিক তন্মধ্যে পলায়ন করিয়া নিরাপদে থাকেন"

হাঁ, ধন্য ত্রাতঃ তুমি পরীক্ষিত হইয়া, স্বয়ং এই দণ্ড কাষ্ঠে দুঃখভোগ করিয়াছিলে, তুমিই "পরীক্ষিত সকলের উপকার করিতে সক্ষম ' তুমি যাহাতে "আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল নিঃশেষে পরাভূত বলিয়া প্রকাশ্যে দেখাইয়াছ," সেই ধন্য ক্রুশই শক্তির উৎসস্বরূপ

সংসারাসক্তি, মাংসিক অভিলাষ ও জীবিকার দর্প, এ সকল কোথায়? "খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হও যাতে," আমি সে সকল এখন ক্রুশে গাঁথা দেখিতেছি এখন হইতে আমি আপনাকে ' পাপের পক্ষে মৃত এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষে জীবিত'' জ্ঞান করি প্রভো, তুমি আমার জন্য যে দুঃখভোগ করিয়াছ, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য তুমি নিজ প্রাণদানে আমার প্রতি যে প্রেম প্রকাশ করিয়াছ ও তদ্দ্বারা দণ্ডাজ্ঞাহইতে আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছ, ইহা ভাবিলে আত্ম-ত্যাগ ও তোমার ক্রুশ বহন না করিয়া আমি কিরূপে থাকিতে পারি? আমি আর আমার নহি আমি বিশেষ মূল্যে ক্রীত যখন আমি এই সকল বিষয় ধ্যান করি, তখন আমার বিশ্বাস উজ্জীবিত হয়, আর পরীক্ষা সকল সরিয়া যায় আমি "উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় পক্ষ সহকারে ঊর্দ্ধে উঠিতেছি,"

আমি 'দৌড়িব, কিন্তু শ্রান্ত' হইব না, আমি 'গমন করিব, কিন্তু ক্লান্ত হইব না।''

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রুশের সম্মুখে বিপথগামী

খ্রীষ্টীয়ান হইলেও, লোককে কত প্রকারে অল্পাধিক পরি মাণে বিপথগামী হইতে দেখা যায় কেহ কেহ ইফিষীয় মণ্ডলীর ন্যায় "প্রথম প্রেম" বিস্মৃত হয়, কেহ কেহ লায়দি কেয়াস্থ মণ্ডলীর ন্যায় "না শীতল না উষ্ণ" আবার এমন কেহ কেহ আছে যাহারা করিন্থীয় মণ্ডলীর কয়েক জনের ন্যায় প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর অধঃপতনের মুখে দাঁড়াইয়াছে আবার কতকগুলি লোক ঐ সকল ভ্রষ্টাবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া অধর্ম্মের আরও গভীর খাতে পতিত হইয়াছে

এই সকল বিশ্বাসভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্য ক্রুশের কাছে এক প্রেমের সংবাদ আছে

হে আমার প্রাণ, যাহাদের খ্রীষ্টপ্রীতি বিলুপ্ত প্রায়, যাহাদের ধর্ম্মানুরাগ শৈথিল্য দোষে নিষ্প্রভ, তুমি কি তাহাদের এক জন? তোমার দণ্ডার্হতার বিষয়ে কি তোমার বোধ জন্মিতেছে? তোমার অকৃতজ্ঞ ভাবের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে বিলাপ কর, কিন্তু আশাহীনের ন্যায় ক্রন্দন

করিও না তুমি যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছ, তাঁহার দিকে চাহিয়া বিলাপ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া বিলাপ করিও না হয়ত সর্ব্বসহিষ্ণু প্রেম ও করুণার সংবাদবাহী ক্রুশ হইতে তোমার মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু সে আঘাত ক্ষত সুস্থ করিবার জন্যই করা হয় দৈববক্তৃগণ প্রমুখাৎ প্রভু ত বলিয়াছেন 'আমার প্রতি ফির, তাহাতে আমিও তোমার প্রতি ফিরিব"

দয়াময়! তোমার এই পরিত্রাণ জনক ও আরোগ্যদায়ক অনুগ্রহের বলে আমি তোমার নিকট ফিরিয়া আসিতেছি যখন আমি আমার চঞ্চল ও কৃতঘ্ন মনের জঘন্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আর স্মরণ করি যে আমি তোমাকে ভুলিয়া গেলেও তুমি আমাকে ভুল নাই—যখন আমি ভাবি যে, আমার সাংসারিক ভাব ও আন্তরিক কাঠিন্যবশতঃ তোমার পবিত্র আত্মাকে কত রকমে দুঃখিত ও প্রতিরোধ করিয়াছি, তখন আমি নিতান্ত লজ্জিত ও চমৎকৃত হই কিন্তু তুমি আজও উত্তম মেষপালকের ন্যায়, আপন ভ্রান্ত মেষের কাছে দাঁড়াইয়া আছ তোমার নাম চিরকাল ধন্য হউক হে আমার প্রিয় মুক্তিকর্ত্তা, আমি তোমার নিকট আমার সমস্ত পাপ

স্বীকার করিতেছি আমি অযোগ্য হইলেও, তোমার চির-বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করি তোমার ক্রুশের পবিত্রং সাধন ক্ষমতা এখনও আছে সেই ক্রুশের তলে আমিও পড়িতেছি, নরাধম আমি, ধূলীপর্য্যন্ত অবনত হইতেছি আর তোমার হাতে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি প্রভো। আর এক বার আমাকে তোমার কোলে গ্রহণ কর, এবং তোমার শ্রীমুখের আলোকে আবার আমায় আলোকিত কর

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে গিয়া পড়ে, এবং প্রকাশ্য ও লজ্জাজনক পাপে লিপ্ত হয় তবে তাহার গতি কি হইবে? এমন ব্যক্তি কি আবার ফিরিয়া আসিতে ও পাপের ক্ষমালাভ করিতে পারে? আহা, যদি তাই না হইবে তবে অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তটী কেন লিখিত হইয়াছে, এবং কেনই বা করিস্থীয় মণ্ডলীস্থ দুষ্কর্ম্মকারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে? অপরাধী ভ্রাতঃ, তুমি কি নিরাশ হইয়াছ? উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিতে কি তোমার ভয় ও লজ্জা হইতেছে? যীশুর আত্মা কি বলেন না, 'আমি আমার বন্ধুদের গৃহে আহত হইয়াছি?' এমন হইলেও, তিনি বন্ধু, হাঁ পাপিদেরও বন্ধু, সকল পাপীরই বন্ধু, কারণ "যত লোক তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি

শেষপর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে পারেন ” হে জঘন্য, বিপথগামী ব্যক্তি ক্রুশের দিকে দেখ, আর তদুপরিস্থ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর উনি সেই ব্যক্তি যিনি বলিয়াছেন, সন্দেহ না করিয়া ‘যে কেহ আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোনমতে দূর করিয়া দিব না ” উনি সেই ব্যক্তি, যিনি “অদ্য কল্য ও যুগে যুগে সেই আছেন ” শাস্ত্রে যাঁহাকে অনন্তকালীয় পিতা বলা হইয়াছে, তোমার সেই ত্রাণকর্ত্তার নিকটে আইস অপব্যয়ী পুত্রবৎ উলঙ্গ সর্ব্বশূন্য, লজ্জিত, অনুতপ্তচিত্ত ও তৎসহ বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া তাঁহার নিকটে আইস ঐ দেখ, মহামূল্য ক্রুশের উপরে লিখিত, ‘ পরিত্রাণ করিতে শক্তিমান্ ” নয়ন জলে ক্রুশটী সিক্ত করিলেও তাহা আলিঙ্গন করিতে ক্ষান্ত হইও না,, কারণ অনুগ্রহের বাহুল্যহেতু ‘কেবল সাতবার নহে, কিন্তু সত্তর গুণ সাতবার” পর্য্যন্ত ক্ষমার অঙ্গীকার আছে। যিনি প্রান্তরে নিরানব্বইটী মেষ ছাড়িয়া হারাণ মেষটীর অন্বেষণে যান” উনি কি সেই মেষপালক নন ? তিনি বলেন, ‘আমার এই পুত্রটী মরিয়াছিল, বাঁচিল হারাইয়া গিয়াছিল পাওয়া গেল ” ‘তোমার পাপসকল ক্ষমা হইল, যাও আর পাপ করিও না ”

তৃতীয়তঃ, যদি কোন বিশ্বাসীর ঘোরতর পতন হয়, প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহার উপায় কি? হে আমার প্রাণ, বল দেখি যে ব্যক্তি ভয়ানক পাপের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি "ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দিয়া প্রকাশ্যে নিন্দাস্পদ করিয়াছে" সে কি পুনর্ব্বার শান্তির আশা করিতে পারে? শাস্ত্রে কি এ কথা নাই, "মন পরিবর্ত্তনার্থে আবার তাহাকে নূতন করিতে পারা যায় না?" কিন্তু শাস্ত্রে কি এ কথাও নাই যে, "ধনী লোকের স্বর্গে যাওয়া কেমন দুষ্কর?"

মূলভাষাতে ঐ উভয় স্থানেই একরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে এমন বুঝায় না যে ধনী কখনই স্বর্গে যাইতে পারিবে না শব্দটীতে ইহাই মাত্র সূচিত হয় যে, সম্পত্তি প্রাণের পক্ষে বাধাস্বরূপ হওয়াতে পবিত্রাণ লাভ বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে কোন ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্যক্তির মন পরিবর্ত্তন ও উদ্ধার সম্বন্ধেও আমি কি ঐ ভাবে বলিতে পারি না? হে দণ্ডার্হ বিপথগামিন্, তুমি কি তোমার পরিত্যক্ত ভ্রাতার কাছে আসিতে চাও? যদি তুমি সরল মনে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাও দেখিবে, "তিনি তোমাকে একেবারে ছাড়েন নাই" তোমার সেই দয়ালু ও ভুর আত্মাব্যতীত কে

তোমায় এরূপ চেতনা দিয়া যীশুর প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিতে লওয়াইল ? তাঁহার মৃত্যুকালীন্ উক্তি শ্রবণ কর, "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না ' আরও বিপথগামী ইস্রায়েলীয়দিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাও শুন, ' তোমার যৌবনাবস্থায়, তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে অনন্তকালস্থায়ী এক নিয়ম করিব তখন তুমি আপন আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে। . এইরূপে আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জ্জনা করিব তখন তুমি তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে ও নিজ অপমান প্রযুক্ত আর এক কথাও কহিবে না, ইহা সদাপ্রভু ঈশ্বর বলেন (যিহি ৬০ ; ৬০ ৬৩ পদ) ইহাই সেই ক্রুশের সংবাদ। ইহা আজও শান্তির কথা কহিতেছে " ' তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ক্রুশের নিকটে মৃতকল্প বিশ্বাসী

স্যার ওয়াল্টার স্কট্, তাঁহার মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট জনৈক বন্ধুকে কিছু পাঠ করিতে অনুরোধ করেন তাঁহার বন্ধু "কোন্ পুস্তক পড়িব,' জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "কোন্ পুস্তক, তাও আবার জিজ্ঞাস করিতেছ? বাইবেল অদ্বিতীয় পুস্তক তাহাই পাঠ কর" সেইরূপ আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক্ খ্রীষ্টীয়ান পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছি যে, তাঁহার মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কিসে এরূপ আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "শান্তি আর কে দিতে পারে? খ্রীষ্টের ক্রুশই মৃতকল্প পাপীর পক্ষে একমাত্র শান্তির বিষয়"

বাস্তবিক কথাগুলি কেমন বিজ্ঞতার সহিত বলা হইয়াছে; যখন শরীর ও মন অবসন্ন হয় সংসার দৃষ্টিপথ-হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন কোন্ বস্তু প্রাণের অবলম্বন স্বরূপ হইতে পারে? কি সাহিত্য কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান এ সকলে এখন কি ফল হইবে? হয়ত গত জীবনে এগুলি খুব প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া ধরা

যাইবে ; কিন্তু এখন সে সকলের সময় আর নাই, তাহাদের কাজ ফুরাইয়াছে মরণোন্মুখ আত্মা অনন্তকালে প্রবেশ করিতে উদ্যত , এমন অবস্থায় তাহার চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, নির্ভরযোগ্য কোন অবলম্বন তাহার আবশ্যক। এখন তাহার অবলম্বনযোগ্য বিষয়টী কি হইতে পারে ? তাহা কি পূর্ব্বকৃত সৎকর্ম্মের নিকট কি বিশ্বাস ও দানশীলতার নিকট, কিম্বা প্রার্থনা ও আজ্ঞাবহতার নিকট ফিরিয়া যইবে ? ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্ত ও যাথার্থিকীকৃততা ব্যতীত এ সকল ত তাহার অবলম্বন হইতে পারে না ; কেননা ক্রুশের গুণেই সে সকল সুন্দর এবং পিতার নিকট গ্রাহ্য হয় আহা এমন সময় আমি যেন বলিতে পারি—

"যীশু, তব শোণিত
কবে আমায় শোভিত,
তব পুণ্য বসনে
ঢাক আমায় যতনে ”

হে প্রিয় ত্রাতঃ, তোমার বলবান বাহুভিন্ন আমি অন্য কোন আশ্রয় চাহি না তুমি মুক্তিকর্ত্তা, তুমিই আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছ তোমার মৃত্যু যাতনার মধ্যে আমি আমার ভারি বোঝা দেখিতেছি। তোমার সহ্য শক্তির মধ্যে আমি অভিশাপের উপর মানবীয়

জয়লাভ করিতে দেখিতেছি তোমার অতুলনীয় স্বর্য্যের মধ্যে আমি নম্রতাকে দৌরাত্ম্যের উপরে জয়লাভ করিতে দেখিতেছি তোমার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার মধ্যে আমি মানবীয় ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিতেছি। তোমার পূর্ণ আত্মবলির মধ্যে আমি অনন্ত প্রেমের মহিমা দেখিতেছি আহা, মৃত্যুকালে কোন্ দৃশ্য আমাকে এত আনন্দ দিতে, কিম্বা বিচারদিনের জন্য সুপ্রস্তুত করিতে পারে? এই সকল বিষয় আমারই বলিয়া যখন আমি ভাবি, তখন কি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইব না? আমিও কি সাধু পৌলের সহিত এই বিজয়সঙ্গীত গাহিব না, 'হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? হে কবর, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যুর হুল পাপ এবং পাপের বল ব্যবস্থা, কিন্তু ধন্য ঈশ্বর তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন"

"মৃত্যু" ও 'জয়" এই দুই শব্দের ন্যায় বিপরীত ভাবাপন্ন শব্দ বোধ হয় আর নাই বাস্তবিক প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর অধীন "মৃত্যু রাজত্ব করিতেছে," আর পাপের কারণেই মৃত্যুর এই রাজত্ব কিন্তু ক্রুশে মৃত্যুরূপ ঐ অভিসম্পাত নিঃশেষিত হইয়াছে। ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত

ক্রশ, এবং তাঁহার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি কি বলিতে-ছেন, শুন, "পিতঃ তোমারই হস্তে আমি আমার আত্মাকে সমর্পণ করি" ঐ এক "পিত" শব্দেই বিজয় বার্ত্তা ঘোষিত হইল "সিদ্ধ হইল" কথাটী সপ্রমাণ হইল। তাঁহার মৃত্যুকালীন্ এই বাক্যই পুনরুত্থানের শীলমোহর-স্বরূপ 'কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিয়াছেন, বরঞ্চ, পুনরুত্থিতও হইয়াছেন" এই প্রকারে "ক্রুশ" ও "পুনরুত্থান," এই উভয়ই একরূপ শ্লাঘার বিষয়। তিনি আমাদের অপরাধের জন্য সমর্পিত ও আমাদের যাথার্থিক-তার জন্য উত্থাপিত হইলেন" প্রেমের কি আশ্চর্য্য গূঢ় রহস্য! মৃত ত্রাণকর্ত্তা, আর সেই জন্য জীবিত প্রভু। তিনিই তাঁহার সমাধিপার্শ্বে রোরুদ্যমানা জনৈক রমণীকে বলিলেন, "আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকট আমি ঊর্দ্ধগমন করি-তেছি" তিনি বলেন, "আমার," আর সেই জন্য "তোমাদের,"—অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

তবে বিশ্বাসের মূল দেখিবার জন্যে আমি ক্রুশছাড়া আর কোথায় যাইব? সেই স্থানে কি মৃত্যুর হুল বহিষ্কৃত ও

ব্যবস্থার দোষীকরণ শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই? মৃত্যুঞ্জয়ীকর্ত্তৃক কবরটী যে ক্ষণস্থায়ী আবাসে পরিণত হইল, তাহা কি এই ক্রুশযোগে হয় নাই, ক্রুশের দ্বারাই নিষ্ক্রীত লোকদের পক্ষে কি স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয় নাই? তবে খ্রীষ্টের ক্রুশে কি আশ্চর্য্য প্রেমই না প্রকাশিত হইতেছে! আহা, আমি যেন আমার অমর জীবনের জন্মভূমিস্বরূপ এই সুমধুর বিশ্রামস্থানে থাকিয়া মরিতে পারি. হে ধন্য যীশু. আমার সকল বিষয়ই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি. 'আমি যখন তোমার সাদৃশ্যে জাগিয়া উঠিব, তখন আপ্যায়িত হইব।" হালেলুয়া!

চতুর্থ অধ্যায়।

ক্রুশের প্রতিবিম্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ক্রুশটী ইচ্ছাতে প্রতিবিম্বিত।

মানবীয় ইচ্ছা অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় কোনমতেই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ হইতে পারে না। "মাংসিক ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, হইতে পারেও না" এই হেতু রাজর্ষি দায়ূদ বলিয়াছিলেন, "তোমার অভিষ্ট সাধন করিতে আমাকে শিক্ষা দাও" অপরকে দেখিব কি, আমার নিজের জীবনে আমি এই অবাধ্য ভাব দেখিতে পাই আমি সাধু পৌলের ন্যায় বলিতে বাধ্য হই যে, আমি উত্তম কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে মন্দ আসিয়া পড়ে, তবে, আমার ইচ্ছা কিরূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হইবে? আমি কিরূপে তাহা ঐশ্বরিক ভাবের অনুরূপী করিতে পারিব? আমি যদি পথ দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আর বলি "প্রভো, আমাকে কি করিতে হইবে' আদেশ করুন, তাহা হইলেই

ভল কিন্তু আমার অন্তরে ও বাহিরে যখন অসংখ্য বাধা রহিয়াছে, তখন আমি কি প্রকারে সেই উত্তম বিষয়ের অনুধাবন করিব ?

আমাকে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে সাধু পৌল বলেন, "আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টে আমার সকলই সাধ্য" ভাল, কিন্তু আমাকে কি প্রকারে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে ? তাঁহার জীবনী ও চরিত্র কি আলোচনা করিব ? তাহা করা ভাল বটে, কারণ তাঁহার বিষয়ে লিখিত আছে, "দেখ আমি আসিতেছি গ্রন্থখানিতে আমারই বিষয় লিখিত আছে, হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভিষ্ট সাধনে আমি প্রীত ; হাঁ, তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে" আর এ কথা তিনি জগতে আসিলে পর সিদ্ধ হইল, কারণ তিনি কহিয়াছেন "আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি স্বর্গহইতে নামিয়া আসি নাই, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা সাধনার্থে।" তথাপি তাঁহার আত্মোৎসর্গ, প্রগাঢ় ঈশ্বরপরায়ণতা এই আত্ম বলিদান ও প্রেমের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, আমার জীবনে এই আজ্ঞাবহতার প্রতিবিম্ব কেমন সামান্য. বোধ হয় যে, আমি এমন এক মহা পবিত্র ব্যক্তির সম্মুখে দাড়াইয়া আছি,

যাঁহার পবিত্রতা ও পিতৃনিষ্ঠতা অনুকরণাতীত ফলতঃ, আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে প্রভো, তুমি অনন্ত পবিত্র ঈশ্বর, কিন্তু আমি মৃত্যুর অধীন পাপী মনুষ্য প্রভু, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমি দরিদ্র ও দুর্ব্বল তবে, কেমন করিয়া আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার অনুরূপ হইতে পারে ?

আমি বরং এই কাজ করিব, যে স্থানে প্রভু আপনাকে আমার মত মৃত্যুর অধীন দেখাইয়া পাপের বোঝা বহিলেন, সেই ক্রুশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব সেখানে তাঁহাকে বলিষ্ঠ বলিয়া ভাবিব না কিন্তু দৌর্ব্বল্যযুক্ত বলিয়া ভাবিব কেননা তথায় আমি তাঁহাকে অশ্রুর উপত্যকায় ও দুঃখরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন দেখিতে পাইব তথায় তিনি এই পাপাক্রান্ত জগতের প্রতীভূ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আমার দুঃখে দুঃখী অনুভব করিতে পারিব

এরূপ হইলেও, আমি কি দেখিতে পাই ? কি অনুপম নিগূঢ় রহস্য ! এখানেও সেই আত্মোৎসর্গ, সেই নিষ্ঠা ও সেই আজ্ঞাবহতা তিনি বলিতেছেন, “আমার ইচ্ছামত না হউক কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক ” দুর্ব্বলতাবশতঃ তাঁহার ইচ্ছা হইল, যেন পানপাত্র স্থানান্তর করা হয় ; তথাপি বিশ্বস্ততাবশতঃ পিতার প্রতি দৃষ্টি করিতে সমর্থ

হইয়া বলিলেন, ' আমার ইচ্ছামত না হউক, ' কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক "

ইহাই ক্রুশের শিক্ষা গভীর দুঃখ সাগরে পড়িলেও মানুষিক ইচ্ছা যে ঈশ্বর পিতার ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারে, স্পষ্ট দেখা গেল তাহা আমারই জন্য তাহা হইয়াছিল, যেন আমিও তাঁহার ন্যায় আজ্ঞাবহতা শিখিতে পারি

ইহা শিক্ষা করা কঠিন হইলেও, সাধু পৌল যখন বলিতে পারিলেন, "যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি " তখন আমিও তাঁহার মত অবশ্যই শিখিতে পারিব আরও প্রভুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তিনি দুঃখভোগদ্বারা এই আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন," তিনি নিজের জন্য তাহা শিখেন নাই, আমার আদর্শরূপে তাহা শিখিলেন, যেন আমার মধ্যস্থ হইতে পারেন আহা, এখানে আমি কেমন সুন্দর শিক্ষা পাই. যীশুর ক্রুশে কেমন আশ্চর্য্য নম্রতা, ধৈর্য্য প্রেম, মৃদুতা, আজ্ঞাবহতা, বিশ্বস্ততা, সাহস সহিষ্ণুতা, ও আত্ম সংযম দেখিতে পাওয়া যায়.

হে প্রভো, আমার অন্তরে কি ঐ সকল গুণের প্রতিবিম্ব পতিত হইবে না? এই চমৎকার ছবির প্রতি নিরীক্ষণ

করিলে তাহাহইতে নির্গত শক্তি না পাইয়া কি থাকিতে পারা যায়? তোমার হাতে শরীর ও প্রাণ সমর্পণ না করিয়া আমি থাকিতে পারি না পবিত্র আত্মা আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার সহিত মিশ্রিত করেন, আর এতদ্দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে তোমার অনুগমন করিতে আমাকে শিক্ষা দেন যাহা অন্য কিছুতেই শিখিতে পারিতাম না, এমন শিক্ষা ক্রুশেতেই পাওয়া যায় ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হইবার শান্তি গ্রহণ করিবার, তাঁহার প্রীতিতে পরের মঙ্গলার্থে জীবন ধারণ করিবার, এবং চিরকালের জন্য তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার উপায় তোমার ক্রুশ হইতেই পাওয়া যায় এখন অবধি আমি বলিব, 'আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ"

——:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশটী মনোভাবে প্রতিবিম্বিত।

"খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বাধিত করিয়া রাখে" "আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনি প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন" প্রেমের চেয়ে অধিক বলবান ও আকর্ষণী শক্তিবিশিষ্ট আর কি আছে? সদয় ব্যবহারে সদ্ভাব সকল উত্তেজিত হইয়া থাকে প্রেম, প্রেম জন্মায়, এবং অপরের হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি প্রতিফলিত করে বিশ্বাসীর এবং যীশুর মধ্যে প্রেম ঠিক সেই প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে যখন ভক্ত খ্রীষ্টের বিষয়ে বলিতে পারেন, "আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই," তখন ঐ সংযোজক প্রেমভাব ত্রাণকর্ত্তাকে ও তাঁহার লোককে এক দেহে আবদ্ধ করে আর বিশ্বাস যদি সম্মিলিত দেহের জীবন হয়, তাহাহইলে প্রেম তাহার উষ্ণতা

কিন্তু যীশুর প্রতি আমার যে প্রেম, তাহা কি প্রকারে বজায় রাখা যাইবে? তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ও অনন্তকাল স্থায়ী অনুগ্রহের প্রতি, এবং যে অনুগ্রহমূলক অসীম কৃপাতে আমার নরকযোগ্য আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি

পিতৃ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাঁহার সেই কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হয়ত তাহা ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার এই কথা শুনিতে পাইব ' আমি তো চিরপ্রেমে তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, সেই জন্য আমি দয়া করিয়া তোমাকে আকর্ষণ করিলাম।' আর এ কথা শুনিলে আমার এরূপ উত্তর দেওয়া কি উচিত নহে, "প্রভো, আমি তোমার অনুগ্রহ পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য কিন্তু তুমি আপনার নিকটে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছ বলিয়া, আমার যা কিছু আছে, সকলই তোমায় সমর্পণ করি, আমার হৃদয় ও প্রাণ তোমারই; এক্ষণ অবধি আমি তোমার চিরদাস হইব ও যাবজ্জীবন তোমায় প্রেম করিব।"

অথবা যীশুর অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বস্ততার প্রতি এবং যে দয়া ও দীর্ঘসহিষ্ণুতাহেতু তিনি আমার দুর্ব্বলতা সকল বহন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না," তাঁহার সেই দয়া ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হাঁ, প্রিয় প্রভো, এতদ্দ্বারা আমার শিথিল প্রেম উত্তেজিত এবং অস্থিরভাব ও ভক্তি সকল সুস্থির হয়। ইহা আমাকে তোমার সেই করুণাসনের কাছে ফিরাইয়া আনে, এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ

করে, অথব তিনি স্বর্গে আমার জন্য যে প্রার্থনা করিতেছেন তৎপতি, এবং দুঃখ ও সংগ্রামে সাহায্য করণার্থে ও পরীক্ষাকালে বল প্রদানার্থে পিতৃসিংহাসনে বসিয়া মধ্যস্থস্বরূপে যে সকল সদয় অনুরোধ করিতেছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে ইহা দ্বারাও আমার প্রাণে তাঁহার প্রেম প্রতিবিম্বিত হইবে, ও আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে ইহা তাঁহার পদ-প্রান্তে নব উৎসাহের সহিত আসিতে সাহায্য করে এবং আমাকে এমন এক নিয়মে আবদ্ধ করে যাহা "সর্ব্ববিষয়ে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত"

কিন্তু যখন আমি কালভেরি গিরিস্থিত ক্রুশের নীচে দাঁড়াইয়া, প্রভুর মুমুর্ষকালীন্ প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করি, আর পেরিতের মত উচ্চ রবে বলি, "তিনই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন," তখন যে ভাবটী আমার মনে হয় তাহার সহিত ঐ সকল চিন্তার কি তুলনা হয়? তথায় আমি আপনাকে অপবিত্র ও ঘৃণিত পাপী বলিয়া জানিতে পারি, আর এই কথা বলিতে সমর্থ হই, "তিনি আপনার রক্ত দিয়া যাবতীয় পাপ হইতে আমাকে ধৌত করিয়াছেন" যে শৈলহইতে আমি ছিন্ন ও যে গভীর খাতহইতে আমি উত্তোলিত, তাহা

তথায় দেখা যায় তার পর আমার মনে হয় যে, আমার উদ্ধারার্থে তিনি স্বয়ং মৃত্যু কারাগাররূপ গভীর খাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথায় আমার অপরাধের ভার আমি টের পাই, আর তার পর এই ভাবি যে, তাঁহারই ক্ষত সকল দ্বারা আমার আরোগ্য লাভ হইয়াছে ” এখন আমার চিন্তা হয় যে ন্যায়বান ঈশ্বরের সম্মুখে ব্যবস্থার সংখ্যাতীত আদেশ আমি কখনই পালন করিতে পারিতাম না, আর তারপর তাঁহাকে বলিতে শুনি হে আমার পুত্র, আমি তোমার হইয়া সকলই পরিশোধ করিয়াছি আমি চিরকালের জন্য তোমার ঋণ মুছিয়া ফেলিয়াছি, আমার জীবন ও মৃত্যু তোমারই, এখন, ক্রুশীয় মৃত্যুর গুণে পিতার সহিত তোমার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে ” বস্তুতঃ, ইহাই ঈশ্বরীয় অসীম ও চূড়ান্ত প্রেমের প্রকৃত নিদর্শন আছে. “খ্রীষ্টের এই প্রেমের উচ্চতা ও গভীরতা, দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা জ্ঞানের অতীত.” তবে, আমি কি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেমানন্দে মাতিয়া বলিব না, “প্রভো, তুমি সকলই জ্ঞাত আছ তুমি জান, আমি তোমায় ভাল বাসি” যে পর্য্যন্ত না আমি প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি পাই, সে পর্য্যন্ত প্রভুর আত্মা যীশুর এই অবর্ণনীয় প্রেমরবি আমার প্রাণের

উপরে বর্ষণ কর যখন 'আমি অগ্ন্যুদ্ধৃত দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায়" রক্ষা পাইয়াছি যখন আমি "বিশেষ মূল্যে ক্রীত" এবং পিতার সহিত চিরসম্মিলিত হইয়াছি, তখন আমার অন্তরস্থ প্রেম অনির্ব্বাণ অগ্নির মত এবং ক্রুশ নিঃসৃত যে নির্ব্বিকার ও অনন্ত প্রেমের নিকট আমি চিরঋণী তাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া চিরকাল জ্বলিতে থাকুক্ আমেন্ আমেন্ .

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশ স্মৃতি-শক্তিতে প্রতিবিম্বিত

প্রভু "মুখ ফিরাইয়া পিতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন," অমনি পিতর সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের সময়েই, 'বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন করিলেন" তবে, এই অনুতাপ কি স্মৃতিশক্তিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইল না? প্রভুর বাক্য তাঁহার মনে পড়িল, আর 'সেই বিষয় চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন"

উল্লিখিত বিষয়টী আমাদের সকলের পক্ষে যেন এক খানি ছবি যখন পরীক্ষা, বিবাদ বিসংবাদ ও দুঃখ ঘটে, যখন শত্রুগণ আমার প্রতি ঈর্ষ্যা করে, এবং বন্ধুগণ নির্ম্মম হয়, তখন ক্রুশের সেই গভীর দুঃখ অবশ্যই আমাদের মনে পড়া উচিত আত্ম বিষয় কি জগতের বিষয় চিন্তা করিলে, বিবেক কিয়ৎ পরিমাণে সরল হয় বটে, কিন্তু কালভেরির প্রতি দৃষ্টি করিলে অসংখ্য পবিত্র স্মৃতি জাগিয়া প্রাণকে চিন্তাকুলিত, ও ধূলি পর্য্যন্ত অবনত করিয়া ফেলে। হে আমার প্রাণ, তোমার পাপ সকল ক্রুশের কাছে আন, এই খানেই তোমার অপরাধের পূর্ণ মার্জ্জনা। তোমার

অভাব সকল এইখানে উপস্থিত কর, এইখানেই আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার। তোমার দুঃখ সকল ইহার কাছে আন, কারণ ক্রুশই সান্ত্বনা ও সহানুভূতির মূলস্থান। তোমার পরীক্ষা সকল এইখানে আন, কারণ ক্রুশেতেই তোমার সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার জন্য বল ও সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতার নিমিত্ত শিক্ষা আছে। যখন তুমি জগতের ভয়ে ভীত হইয়া লোক সমাজে যীশুকে লজ্জার বিষয় মনে কর, তখন প্রেরিত পিতরের ন্যায় সেই "ব্যথার পাত্রকে" স্মরণ কর। তাঁহার স্নেহপূর্ণ তিরস্কার দৃষ্টি তোমার উপর পতিত হইয়া, তোমার কৃতঘ্নতার জন্য তোমাকে মনস্তাপানলে দগ্ধ করুক। আবার যখন নির্দ্দয় ব্যবহারে জ্বালাতন হইয়া, তুমি ক্রোধরূপ মহাপরীক্ষাতে পড়, তখন তাঁহার বিষয় স্মরণ কর, যিনি বধ্যস্থানে নীয়মান্ মেষের ন্যায়," এবং "লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় হইলেন মুখ খুলিলেন না," আর ইহা স্মরণ করিয়া শান্ত হও।

হে ধন্য ত্রাতঃ, বিনয় করি, তোমার ক্রুশের প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখ। হাঁ, এই ভাবে আমি "খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত" থাকিতে ইচ্ছা করি। সুধু ছবি বা মূর্ত্তি দেখিয়া, তোমার ক্রুশ স্মরণ করিবার ক্ষীণ কল্পনা

কখনও আমার মনে আসিতে দিও না। তুমি আপন আত্মা দ্বারা এরূপ অলোপ্যভাবে তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত কর, যেন তাহার আত্মিক শক্তি সর্ব্বদা আমার অন্তরে থাকে, এবং তাহার শিক্ষা আমার বিশ্বাস-নেত্রের সম্মুখে নিয়ত সুপ্রকাশ থাকে। আমি "বিশ্বাসপথে চলিতে চাহি, দৃষ্টি পথে নহে।"

মণ্ডলী ও তাহার পরিচারকদিগের জন্য যে সকল প্রার্থনা হয়, হে প্রভো, তুমি দয়াপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর তাঁহাদের কেহ কেহ প্রচার কালে কিংবা মণ্ডলীর পরিচর্য্যা সময়ে ক্রুশের প্রকৃত শক্তি ভুলিয়া গিয়া নীতি ও দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেন, এবং যীশুকে পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া দেখাইতে অমনোযোগী হন! আহা, আমাদের মণ্ডলী সকল এই মধুর ও পরিত্রাণজনক প্রসঙ্গে সুশিক্ষিত হইলে কি সুন্দর হইত! স্বর্গীয় পিতঃ তোমাকে ধন্যবাদ, যেহেতু অনেকগুলি মণ্ডলী ইহাতে সুশিক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আমার অন্তঃকরণ আমার ত্রাণকর্ত্তার গৌরব ও মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য অতিশয় ব্যগ্র রহিয়াছে; আর সেই জন্য তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি দয়া পূর্ব্বক তোমার পবিত্র আত্মাকে আরও অধিক পরিমাণে

ঢালিয়া দাও, যেন আমাদের দেশে এমন একটী মণ্ডলীও না থাকে, যাহার পালকের প্রাণে খ্রীষ্টীয় ক্রুশ অঙ্কিত না থাকে, এবং যেখানে বিশ্বস্তভাবে এ কথা বলা যাইতে না পারে যে, "তোমাদের চক্ষুর্গোচরে ত যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছেন।" (গালা ৩, ১ পদ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্রুশ বিবেকে প্রতিবিম্বিত

কিসে বিশ্বাসীর বিবেককে সুখী করে? ক্রুশের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুতে তাহা পারে না। কারণ যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মাদ্বারা পাপ ও পাপের দণ্ড বিষয়ে চেতনা পায়, তাহার নিকট ক্রুশের শিক্ষা অতি মনোরম

যখন সর্ব্বপ্রথমে পাপের জ্ঞান জন্মে, তখন সুপ্তোত্থিত বিবেক কি বোধ করে? হে আমার প্রাণ, যখন তোমার হৃদয় অন্ধকারময় ছিল, ও পাপের ভার তোমার দুর্ব্বহ বোধ হইত, তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা কর। তুমি দায়ূদের মত বলিয়াছিলে, "আমার পাপ আমার মস্তকের উপর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে" আরও বলিয়াছিলে, "সে সকলের ভার আমার অসহ্য"

এ প্রকার হইবার কারণ কি? ইতিপূর্ব্বে দুঃখ বা লজ্জা, আন্তরিক এইভাব জ্ঞান বা দণ্ডের ভয় কিছুই ত ছিল না; এরূপ পরিবর্ত্তন কিসে ঘটিল? হাঁ, ঈশ্বর পবিত্র আত্মার আলো তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তোমার যাবতীয় গুপ্ত অপরাধ ব্যক্ত করিলেন

"ব্যবস্থা দ্বারাই পাপের জ্ঞান জন্মে," তাহারই সাহায্যে তুমি কেমন উলঙ্গ, দরিদ্র, অন্ধ, কঠিন, ও দুষ্ট, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে!

হঁ, প্রিয় প্রভো, আমার স্মরণ হইতেছে যে, তৎকালে আমি তোমাহইতে কত পৃথক্ ও দূরবর্ত্তী ছিলাম। আমার অকৃতজ্ঞতা অবিশ্বাস ও ত্রুটি সকল যে গুরুতর খণ্ড ভারের ন্যায় আমার বিবেককে চাপিয়া রাখিয়াছিল, যে ঋণ পরিশোধ করা আমার অসাধ্য—এবং যাহার জন্য আমি এমন এক আইনের দায়ে পড়িয়াছিলাম, যাহা বলে, 'আমার যাহা ধার, তাহা পরিশোধ কর," সে সকল আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

হায় তখন আমি মুক্তির জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, কিন্তু জগতের কোন বিষয়ই আমার উপকার করিতে পারিল না যখন আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলাম, "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?" তখন আমার অপরিশোধিত ঋণ বজায় আছে এবং তাহার উপযুক্ত দণ্ড আমার মাথার উপর ঝুলিতেছে। ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা আসিবার পূর্ব্বেই, আমি আপনাকে দণ্ডের পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এবং চীৎকারপূর্ব্বক কহিয়া-

ছিলাম, "প্রভো, আমি নিতান্ত অধম, আমি নিজেকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধুলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।"

ভাল, এ ভারি বোঝা কিসে দূরীভূত হইল কিসে বা আমার দণ্ডার্হ বিবেকে শান্তিবারি সেচন করিল? সুধু ক্রুশের প্রতিবিম্বই তাহা সম্পন্ন করিল যখন আমি আপনাকে ভিক্ষুক, নিঃসম্বল ও চূর্ণ বলিয়া জানিলাম, যখন কোন "মনুষ্য হস্ত" আমাকে তুলিয়া ধরিতে না পারায়, আমি নৈরাশ্য পঙ্কে ডুবিতেছিলাম তখন অদৃশ্য ঐশ্বরিক প্রেমের হস্ত, আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার দুর্ব্বল জানু সবল করিলেন, আর পবিত্র আত্মা 'যীশুর বিষয় সকল লইয়া আমার কাছে প্রকাশ করিলেন'

তার পর, এই প্রথমবার আমি সেই জীবন্ময়, প্রেমময়, মৃতপ্রায় মুক্তিকর্ত্তাকে দর্শন করিলাম আমি তাঁহাকে আমার ন্যায় নর স্বভাব পরিহিত, অথচ নিষ্কলঙ্ক ধার্ম্মিকতায় পরিচ্ছন্ন দেখিলাম আমার ন্যায় তাঁহার প্রতিও যেন ব্যবস্থার এই উক্তি হইতেছে, "আমার যাহা ধার, তাহা পরিশোধ কর" যাই আমি বিশ্বাস নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলাম, অমনি তাঁহাকে মস্তক নমনপূর্ব্বক এই উত্তর দিতে শুনিলাম, 'সমাপ্ত হইল," অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ হইল, এবং

ঈশ্বরের যাথার্থিকতা এমন এক জন মনুষ্যকর্তৃক রক্ষিত হইল, যাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদকের আর কোন অভিযোগ খাটিল না, এবং যে সকল পাপের ক্ষমা হয় নাই, তদ্বিরুদ্ধে কোন শাস্তির আরোপ করিতে তাহার সাধ্য হইল না।

পবিত্র আত্মাও সেই মুহূর্ত্তে বলিলেন, "হে পাপী, তিনিই তোমার শান্তি, তোমার জন্যই ঋণ পরিশোধ করা হইল, তোমার জন্যই তিনি শাস্তিভোগ করিলেন, তুমি এখন বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণপ্রাপ্ত হও" "পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে" পরে আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভো, এখনই কি তাহা হইতে পারে?" তিনি মধুর স্বরে আমাকে কহিলেন, "এখন আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই" 'প্রভুর উপর তোমার সমস্ত ভাবনার ভার অর্পণ কর তিনিই তোমাকে ধারণ করিবেন"

আমার বিবেকের উপর পতিত ক্রুশের প্রতিবিম্ব এই রূপ, আর ইহাতেই আমি সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিলাম। আন্তরিক দোষারোপ হইলেও, আমার প্রাণে যেন শান্তি থাকে; এক বার কি দুই বার নহে, কিন্তু প্রতিদিন আমি যেন আশ্রয় ও ধার্ম্মিকতা পাইবার জন্য সেই ক্রুশের কাছে পলাইয়া যাই, ইহাই এই প্রতিবিম্বের উদ্দেশ্য। এই প্রকারে

বিশ্বাসীর অন্তঃকরণ কি শান্তিতে রক্ষিত হয় না ? বস্তুতঃ, খ্রীষ্ট যীশুতে "পাপ বিবেক" আর থাকিবে না হাঁ তাঁহাতেই আমরা "পাপহইতে মুক্ত" হই , কারণ "যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত সে পাপাচরণ করে না " আহা, আমি যেন এইরূপে পবিত্র ও আজ্ঞাবহতাসমন্বিত বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতায় সর্ব্বদা বাস করিতে পারি আমার নিত্য প্রার্থনা এই হউক, যেন প্রভু যীশুই আমার "বিজ্ঞান, ধার্ম্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তি হন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আরাধনার রূপ প্রতিবিম্বিত

অনন্ত ঈশ্বর যাহার উপরে অধিষ্ঠিত, সেই উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনের প্রতি চাহিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার সম্মুখে দূতগণ মস্তক নমন ও প্রধান দূতগণ মুখ আচ্ছাদন করিয়া দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র, পবিত্র পবিত্র বলিয়া চীৎকার করিতেছে ভাল, ইহা যদি কবির কল্পনামাত্র হয়, তাহা হইলে কল্পনা চূড়ান্ত বটে, আর যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে ইহা অতি ভয়ঙ্কর ও বোধাতীত মহৎ বিষয় কেননা এই যে অর্চ্চনাকারী ও স্তবকারী আত্মাগণ ইহাঁরা কাহারা? ইহাঁরা সেই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক প্রাণী সমূহ, যাঁহারা তাঁহাদের প্রাথমিক দিব্য অবস্থাহইতে কখনও পতিত হন নাই; ইহাঁরা ঈশ্বরের গৌরব-প্রকাশক পরিচারক, ইহাঁদের পদমর্য্যাদা গণনাতীত, স্বর্গে ইহাঁরা দূত, আধিপত্যসম্পন্ন ও ক্ষমতাপন্ন নামে অভিহিত; ইহাঁরা স্বর্গস্থ পিতার অভিষ্ট সাধন, ও যিহোবার রাজপ্রাসাদ সুশোভিত করণার্থে এক অনন্তকালস্থায়ী পক্ষবিশিষ্ট সম্প্রদায়। ইহারা কৃপাপাত্র নহেন, ইহাঁদের ক্ষমালাভের আবশ্যক

নাই কোন মধ্যস্থেরও প্রয়োজন নাই, ইহাঁদের গীত ও অর্চ্চনা সম্পূর্ণ মধুর ও পবিত্র বলিয়া পিতার নিকটে সর্ব্বদাই গ্রাহ্য

তবে, আমাদিগের ন্যায় পাপী মনুষ্যের আরাধনা কি প্রকারে সেই পবিত্র সিংহাসনের সম্মুখে উত্থিত, ও পবিত্র দূতগণের স্বর্গীয় সুগন্ধি ধূপের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে? তাহা কি এই পাপ কলুষিত জগৎ হইতে কুয়াশার আকারে সেই পবিত্র বায়ু সমাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করিবে না? যদি মানবীয় প্রার্থনার স্বর মেঘের উপরেও শ্রুত হইত, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ কত অস্পষ্ট শব্দ কত ক্ষীণ, অনুরোধ কত নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইত তাহা কি স্বর্গীয় সুরের মধ্যে তান লয় বর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইত না? তত্রত্য ঐ যে সকল তেজোময় আত্মা, তাঁহারা আপনাদের আনন্দের বিঘ্নস্বরূপ বোধে আমাদের দুঃখপূর্ণ ক্রন্দনে বাধা না দিয়া কি থাকিতে পারেন? সর্ব্বোপরি কথা এই, "যিনি দূতগণেতেও ত্রুটীর দোষারোপ করেন," তিনি কি আমাদের প্রার্থনা ও স্তবগান সুগ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? বস্তুতঃ, তাঁহাদের উপাসনার সহিত আমাদের প্রার্থনার তুলনাই হয় না!

সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহের নিগূঢ় রহস্য এই দুঃসাধ্য বিষয়ের মীমাংসা, ও অসঙ্গত ভাবের নিরাকরণ

আমাদের হইয়া পাপ ও শয়তানের উপর জয়লাভ করণ দ্বারা এই অধিকার ক্রয় করিলেন, ইহা ছাড়া আর কি কারণ হইতে পারে? তিনি মর্ত্ত্যজীবনের অবশ্যম্ভাবী শাস্তিভোগ করণদ্বারা মনুষ্যের দেনা পরিশোধ করিতে মর্ত্ত্যদেহে জগতে আসিলেন কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে মানবীয় দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার যত বিরোধী মন্দ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইল, সেই পরীক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইল, তাঁহাকে জাগ্রৎ থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতাদ্বারা শয়তানকে পদানত করিয়া "ব্যবস্থাকে মহৎ ও সম্ভ্রান্ত" করিতে হইল এই সকল না করিয়া তিনি দণ্ড পরিশোধ করিতে পারিলেন না কেবল ইহাদ্বারাই তিনি আপনাতে মনুষ্যত্বকে ঈশ্বর গ্রাহ্য ধার্ম্মিকতার গৌরবে উন্নীত করিয়া, বিশ্বাসী সকলের মস্তক, এমন কি, ঈশ্বরের সিংহাসনের উপরেও প্রধান হইয়া বসিলেন তিনি আমাদের জন্য অনুরোধ করিয়া আমাদের প্রার্থনা সকল পিতার নিকটে উপস্থিত করিতেছেন, কারণ তিনিই মহান্ বিজয়ী মনুষ্য তিনিই স্বীয় আজ্ঞাবহতা দ্বারা ব্যবস্থার যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া 'মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করিলেন।" তিনি কেন যে তাঁহার দুর্ব্বল ভ্রাতাদের জন্য অনুরোধ করিবার অধিকার

ক্রয় করিয়াছেন, আমাদের অযোগ্য প্রার্থনা সকল স্বীয় গুণের প্রাচুর্য্যে সৌগন্ধযুক্ত ও আপনার পবিত্র আত্মার বর্ষণদ্বারা পবিত্র করেন, ইহাই তাহার কারণ

অতএব, হে আমার প্রাণ তোমার প্রার্থনায় ক্রুশের প্রতিবিম্ব দেখ ক্রুশই পাপের সহিত তোমার মুক্তি কর্ত্তার সমুদায় যুদ্ধের সার তিনি তোমার বিজয়ী মধ্যস্থ হইবার জন্য যে মূল্য দিয়াছেন, ইহা তাহারই পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিদর্শন

সেই জন্য, যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, তখন ক্রুশের ছায়ায় আশ্রয় লইও বিশ্বাস তোমাকে উর্দ্ধে উঠাইয়া স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টের সহিত বসাইতে পারে ; বিশ্বাস তোমাকে পবিত্র দত্তক পুত্রের ভাবে প্রার্থনা ও প্রশংসা করিতে এবং তোমার মহাযাজকের মধ্যস্থতা দ্বারা তাহা যে পিতার নিকট গ্রাহ্য হয়, তাহা জানাইতে পারে ; কিন্তু তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা যে কালভেরী পর্ব্বত, এটী যেন স্মরণে থাকে। আমি যে এক জন রক্ত ক্রীত পাপী, এবং আমার সকল প্রার্থনায় যীশুর ক্রুশ তলই যে আমার দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থান, ইহা যেন কখন না ভুলি

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতিসমূহের উপর ক্রুশের আধিপত্য

প্রকাশিত বাক্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রভু যীশু "শুক্লবর্ণ অশ্বারোহণপূর্ব্বক পরাজয় করিতে করিতে ও আরো পরাজয় করিবার উদ্দেশে বাহির হইলেন" কিন্তু আরও লিখিত আছে, তৎকালে তাঁহার মস্তকে "একটিমাত্র মুকুট ছিল" পরে কিন্তু ঊনবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি আর একবার সেই শুক্লবর্ণ অশ্বারূঢ় হইয়া বিচারার্থে আগমন করিবেন, আর এই সময়ে তাঁহার মস্তকে একের পরিবর্ত্তে 'অনেক মুকুট" থাকিবে ফলে, এই তুলনা দ্বারা কি বুঝা যায়? এই বুঝা যায় যে, উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে খ্রীষ্টের রাজ্য একত্রীকৃত, এবং তাঁহার মনোনীতদের সংখ্যা পূর্ণ, অর্থাৎ ক্রুশের বার্ত্তা প্রচার সমাপ্ত হইল মধ্যস্থতার কার্য্য সিদ্ধ হইল যে জাতিগণ প্রভুকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীন হইয়াছে, তাহারা পরিত্রাণ

পাইল তখন দূতগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিবেন, "হইল" এখন এইটী বাকী রহিল, রাজত্বের অধিকারীকে শুভাগমন-পূর্ব্বক আপনার "পবিত্রদিগেতে মহিমান্বিত হওয়া এবং বিশ্বাসকারিদিগের পরম সৌভাগ্য দেখিয়া চমৎকৃত হওয়া," আর, এক নূতন সৃষ্ট জগতের উপর কর্তৃত্ব করা।

অতএব, ক্রুশের বিস্তৃতিসম্বন্ধে বিচার করিলে ক্রুশেরই জয় দৃষ্ট হয় যীশু বলিয়াছিলেন, 'যখন আমি, আমিই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব, তখন সকলকে আমার নিকট আকর্ষণ করিব" যে সময়ে তিনি এ কথা কহিয়াছিলেন, তখন অপবাদকেরা তাহা দুঃসাহসের বাক্য বলিয়া অমান্য করিয়াছিল, আর বাস্তবিক বাহ্যভাবে দেখিতে গেলে তাহা বরা তত বিচিত্র ছিল না কিন্তু তিনি আপনাকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ও অনন্ত সত্যের অবতার জানিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। আর এই জন্য, কথাগুলির সত্যতাসম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

যখন তিনি স্বয়ং প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখনও তাঁহার বিষয়ে বলা হইয়াছিল, "দেখ, জগৎসংসার তাঁহার অনুগামী হইতেছে।" পরে প্রেরিতগণের কার্য্যকালেও

বলা হইয়াছিল এই লোকেরা জগৎসংসারকে লণ্ডভণ্ড করিতেছে ' অধিকন্তু, সাধু পৌল স্বয়ং লিখিয়াছেন যে 'আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে ' প্রেরিত তৎকাল পরিচিত জগতের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন যাহা হউক, ইহা যদি তখন সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তবে এখন তদপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া গ্রহণীয় সত্যই, "তাবৎ জাতির নিকটে" সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে

হে আমার প্রাণ, ক্রুশের এই সমুদায় বিজয়বার্ত্তা একবার মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর হিমাচ্ছন্ন সুমেরু ও পাশ্চাত্য অরণ্য দেশবাসীরা কি তাহার নিকট অবনত হইতেছে না? সুদূর দক্ষিণের দ্বীপমালা ও দারুণ গ্রীষ্ম-পীড়িত প্রাচ্য দেশ সকল হইতে কি ক্রুশের প্রশংসাধ্বনি উঠিতেছে না? কৃষ্ণীয় জাতি সেই ক্রুশটী গ্রহণ করণার্থে হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে পৃথিবীর রাজগণ খ্রীষ্টের নিকট রাজস্ব আনয়ন করিতেছে। যদিও সকল জাতি এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই, যদিও আমরা "সকলই তাঁহার বশীভূত" দেখিতেছি না, তথাপি তাঁহার মস্তক শোভিত করিবার জন্য "রত্ন" উপহার দেয় নাই, এমন দেশ প্রায়

নাই মনুষ্যদের মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যহইতে কেহ না কেহ একটি মুকুট দিয়া তাঁহার মস্তক সাজায় নাই এইরূপে, তিনি "পরাজয় করিতে করিতে ও আরো পরাজয় করিবার উদ্দেশে" বাস্তবিকই বহির্গত হইয়াছেন ভাল এই "পরাজয়" কিসে হইয়াছে? কি নীতিশাস্ত্র প্রচারে কি কোন নূতন বিজ্ঞান শিক্ষাতে, কিংবা সভ্যতার প্রচলনে? না, ইহা কেবল ক্রুশের ক্ষমতা-তেই হইয়াছে এক জন মিশনরীর সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি প্রথম প্রচারকালে, দেবপূজকদের কাছে ব্যবস্থা-নুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্মের কথা লইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও হৃদয় টলে নাই, একটি লোকও পরিবর্ত্তিত বা কন্‌ভার্ট্‌ হয় নাই। ইহা দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে কাল্‌ভেরীর গল্প এবং এমন এক জনের কথা বলিলেন, যিনি অসীম প্রেমবশতঃ স্বর্গহইতে অবতীর্ণ হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিলেন, আর তাহাদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুভোগ করি-লেন। যখন তিনি এই ঐশ্বরিক প্রেম কাহিনী সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাহাদের হৃদয়ে শোকের উনুই খুলিয়া দিলেন, তাহারা শীঘ্রই অনুতাপে গলিয়া গেল। অতএব, যীশু যে বলিয়াছিলেন, "আমি যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত

হইব, তখন সকলকে আমার কাছে আকর্ষণ করিব," তাহা কেমন সত্য .

হে ধন্য যীশু, তোমার ক্রুশের এই যে মহিমান্বিত ক্ষমতা, যাহা ' যাবতীয় জাতির মধ্যে পবিত্রাণ " বিতরণ করে, আমি কিরূপে তাহা পরিমাণ করিতে পারি ? ইহাই দৈব-বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি আর, যাহাতে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবে কথা ছিল ইহা সেই আব্রাহামের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততার সাফল্য তদ্ধিবন্তু, আরও অতীতের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাই মানবজাতির নিকট প্রকাশিত সেই প্রথম আশার সিদ্ধি, যাহা দ্বারা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, নারীর বংশ শয়তানের মস্তক চূর্ণ করিবেন সেই পুরাতন সর্প ঐশ্বরিক সত্যরূপ আলো নিভাইতে ও ক্রুশীয় জয় স্থগিত রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল তাড়নাকারীরা ইহা নষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে , ভ্রষ্ট মতাবলম্বীরা ইহা ধ্বংস করিতে যথাসাধ্য বল-প্রয়োগ করিয়াছে , কিন্তু ক্রুশ উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্র ইহা বিতরিত হইয়াছে আহা, এবম্প্রকারে যিনি আপনার এই বাক্য সফল করিয়াছেন, যথা—" জগতের জীবনদানার্থে

আমি আপনার মাংস দিব," আমার সেই পবিত্রাতার জীবনদায়ী আত্মার গুণানুকীর্ত্তন করিবার হৃদয় আমি চাই। প্রিয় প্রভো, "যখন প্রত্যেক জানু অবনত হইবে ও প্রত্যেক জিহ্ব স্বীকার করিবে" যে তুমি, কেবল তুমিই একমাত্র রাজ, সেই সময় ত্বরায় উপস্থিত কর তুমি যে "জাতিগণের পক্ষে সত্য পকাশক আলোকস্বরূপ এবং আপন লোক ইস্রায়েলের গৌরবস্বরূপ," ইহা সমস্ত পৃথিবীতে সপ্রমাণ করিতে তুমি সক্ষম আছ, এই পূর্ণজ্ঞানে, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে আমায় বিরত হইতে দিও না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাজের সংস্কার ও উন্নতিতে ক্রুশের আধিপত্য।

কখন কখন সমাজের নীতিহীনতা ও পতিতাবস্থার কথা শুনা যায় আর বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এমন কতক বিষয় আছে যাহার জন্য প্রত্যেক সরল বিশ্বাসী দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন আমি কি গীতরচকের সহিত বলিতে পারি না কি বলা আমার উচিত নহে যে "আমার চক্ষু হইতে জলের নদী বহিতেছে, কেননা লোকেরা তোমার ব্যবস্থা পালন করে না ?" যখন আমি রাজপথে বেড়াই, খবরের কাগজ পড়ি ও জগতের সহিত মিশি, তখন কি আর বুঝিতে বাকী থাকে যে, এখনও মন্দের ভাগ বেশী ? সাধু পৌল এক সময়ে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অতি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ ' সকলে নিজ নিজ বিষয় চেষ্টা করে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় চিন্তা করে না ” আরও, রাজর্ষি দায়ূদ বহুকালপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও বলা যায়, অর্থাৎ 'ঈশ্বর দুষ্টদের প্রতি প্রতিদিন ক্রোধান্বিত থাকেন।” প্রভো, "মনুষ্য কে,

যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর, এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে, যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?"

যাহা হউক, এই ভ্রষ্ট জগৎকে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত করা আবশ্যক, এই বিষয়টী বিশেষ বিবেচ্য। সুতরাং সমাজ যাহাতে চিরকাল মন্দে লিপ্ত না থাকে, তন্নিমিত্তে তাহার মঙ্গলোন্নতির চিন্তা করা কেমন উত্তম বিষয়। মনোবেদনাজনক বহুবিষয়ের মধ্যেও খ্রীষ্টীয় শিক্ষা যে প্রকারে মানবজাতিকে উন্নত ও সংশোধিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভাবিয়া দেখি। খ্রীষ্টের ক্রুশ যে উপায়ে মনুষ্যের আচার ব্যবহার সংশোধিত করিয়াছে এবং সমাজকে প্রভুর আগমনের পূর্ব্বকার অবস্থাপেক্ষা কত উচ্চ অবস্থায় লইয়া আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতে চাহি। তখনকার পাপ ও দুষ্কর্ম্ম, রীতিনীতি ও মূলসূত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয় হইতে আমরা এখন স্বভাবতঃই বিমুখ হইয়াছি, সেগুলি সদাচরণের ন্যায় মনুষ্যের প্রশংসার বিষয় ছিল। অতি নির্লজ্জ ও প্রকাশ্যভাবের লম্পটতা বিনা তিরস্কারে সাধিত হইত, এমন কি, কখন কখন ঈশ্বরারাধনায়ও তাহা ব্যবহৃত হইত। বিস্ময়ান্বিত জনসমূহের প্রশংসার উপর নির্ভর করিয়া লোকে অসিযুদ্ধে পরস্পরকে বধ করিত। কর্ত্তা সামান্য অপরাধে

দাসের প্রাণবধ করিত, তথাপি কখনও কর্ত্তাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করা হইত না দাসত্ব প্রথা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে গভীর দুঃখে ফেলিয়া রাখিল আত্মহত্যা বীরত্বের চিহ্ন বলিয়া গণিত হইত বিদেশীয়দিগকে ঘৃণা করা দেশহিতৈষীতার চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপে পরিগণিত ছিল সাধারণের সহানুভূতিতে সামাজিক কষ্টের কোন প্রতীকার হইত না দরিদ্র ও পীড়িত লোকেরা পর্য্যন্ত সাহায্যাভাবে অযত্নে মারা যাইত

ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক, যেহেতু খ্রীষ্টীয় শিক্ষা এই সমুদয় গর্হিত বিষয়ের কেমন পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে ইহা সমাজকে এক পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ইহা মনুষ্যের স্বার্থপরতারূপ কঠিন ও ঘৃণিত আচরণ দূর করিয়াছে ইহা পীড়িতগণের জন্য চিকিৎসালয়, নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীনের জন্য আশ্রম, আশ্রয়হীনের জন্য আশ্রয়স্থান ক্রীতদাসদিগের জন্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের সাহায্যে অতি দরিদ্র ও পতিতদিগের রক্ষার উপায় করিয়াছে বলিতে কি, এই সুসমাচারই আমাদিগের মানবীয় দায়িত্ববোধ সংশোধিত ও উন্নত করিয়াছে ইহা গ্রীস্ ও রোমের প্রাচীনকালীয় সভ্যতাকে পুনরায়

গলাইয়া ও ছাঁচে ঢালিয়া সমাজকে প্রায় ঈশ্বরের মনের মত করিয়া তুলিয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলে, প্রেমময় প্রভু ও তাঁহার আত্মার কার্য্য এবং অদ্ভুত ক্রিয়া সাধনকারী তাঁহার ক্রুশীয় শক্তিই যে এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের মূলকারণ, তাহা কি আর বুঝিতে পারি না? হে আমার নাতঃ, আমি প্রশংসাসহ তোমাকে প্রণিপাত করি এবং কেবল তোমাকেই গৌরব প্রদান করি "প্রভুর আত্ম আমাতে অধিষ্ঠান করেন কেননা তিনি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি বন্দিগণের কাছে মুক্তি ও অন্ধদিগের কাছে চক্ষুর্দানের কথা প্রচার করি যেন উপক্রতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করি," এই এই কথা বলিয়া যদি তুমি প্রথমে প্রকাশিত না হইতে, তাহা হইলে জগতে এই সকল সংশোধন কখনও সাধিত হইত না।

হে প্রভো, আমি স্বীকার করি যে, এই সামাজিক পবিত্রতা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে তাহা হইলেও, যখন আমি গত শত শত বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে, সুসমাচারের পবিত্রতাকারী শক্তির

কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কর্ম্ম অতিশয় প্রবল ছিল, এখন আর তাহা তত নাই সামাজিক আমোদ প্রমোদ তৎকালে অতিশয় নিকৃষ্ট ও অভদ্রতাপূর্ণ ছিল পূর্ব্বে ভদ্রমহিলাদের সাক্ষাতেও অশ্লীল ও জঘন্য ভাষায় কথা বলা ভদ্র লোকদের পক্ষে কোন বাধা বলিয়া বিবেচিত হইত না কোন ভোজে বা উৎসবে মদমত্ত না হইয়া প্রায় কেহ আপন আসন হইতে উঠিত না পাশাখেলায় অর্থ নষ্ট করা, অথবা কোন লজ্জাকর বিবাদে যোগ দিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা সম্মানের বিষয় বলিয়া গণিত হইত ভাল সেই সমাজে এখন সকল বিষয়ে এমন পবিত্র ও উচ্চভাবের চিন্তা আসিল কি করিয়া? এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমি যীশুর ক্রুশের মহিমা ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, যাহা আমাদের আচার ব্যবহার সংশোধন ও নূতন জগতের দিকে যাইতে সাহায্য প্রদান করিয়াছে ও এখনও করিতেছে এতদ্দ্বারাও ক্রুশ যে নিস্ত-
রণের বিষয়, তাহা দেখা যাইতেছে

ধন্য মহিমান্বিত যীশু, আরোগ্যদায়ী কিরণসহকারে উদিত হইয়াছিলে যে তুমি, তুমি আবার উদিত হও ; প্রার্থনা করি তুমি মুক্তি সমাপ্ত করিতে আর এই জগৎ চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিতে ত্বরায় আইস .

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের উপরে ক্রুশের আধিপত্য

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবাহিত রক্ত-স্রোতঃ নিবৃত্ত করে নাই তদ্বিষয়ে কি কোন তর্ক উত্থিত হইতে পারে? নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যুদ্ধ স্থগিত করাই খ্রীষ্টধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবেই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এমন সময় আসিতেছে, যখন 'এক জাতি অন্য জাতির প্রতিকূলে আর খড়্গ উত্তোলন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না' ফলতঃ, খ্রীষ্টের ক্রুশের মুখ্য উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণ সফল না হইলেও এ কথা কি বলা যায় না যে তদ্দ্বারা যুদ্ধের নিষ্ঠুরত্ব কতকটা কমিয়াছে, যে সকল অসভ্য অত্যাচারী জাতিগণ, পূর্ব্বকালে বিজিত শত্রুগণের শিবির রক্তের স্রোতে ভাসাইত, এক্ষণে খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রভাবে তাহাদের সে ভাব হ্রাস পাইয়াছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, হাঁ, এ কথা সত্য; আর বিষয়টী ভাবিলে, তোমাকে, হে আমার ত্রাণকর্ত্তা! সমস্ত গৌরব না দিয়া আমি থাকিতে পারি না পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে যিহোবার লোকেরাই যে প্রকার

নির্দ্দয়তার সহিত প্রাণবধ এবং দেহের অঙ্গ ছেদন করিত, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে বোধ হয়, মনুষ্যের পতনে এরূপ ভীষণ নিষ্ঠুরতা মনুষ্যের অন্তর অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, আর কখনও তাহার প্রতীকার হইবে না। পূর্ব্বকালীন বিজাতিদের মধ্যে ইহা আরও অধিকতর ভয়ঙ্কর ছিল, এবং ইদানীং অধিকাংশ দেবপূজক গণের মধ্যেও ইহা ঠিক সেইরূপ ভয়ঙ্কর রাজর্ষি দায়ূদ প্রমুখাৎ আত্মা সত্যই কহিয়াছেন, যথা, "পৃথিবীর অন্ধকার-ময় স্থান সকল ক্রূরতার বসতিতে পরিপূর্ণ"

যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শক্তি আর কিছু না করিয়াও থাকে, তথাপি যুদ্ধ সম্বন্ধে মনুষ্যের অন্তঃকরণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে কোমল করিয়া তুলিয়াছে ইয়ুরোপে যত অসভ্যোচিত যুদ্ধ হইয়াছে, ক্রুশেডের যুদ্ধ তন্মধ্যে একটী এই যুদ্ধের সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রক্ত পিপাসাপূর্ণ সেই আগেকার যুদ্ধের তুলনা করিলে কি দেখা যায়? তৎকালে ক্রোধ সংযমনই বীরত্ব বলিয়া, এবং আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ও বাধ্যতা প্রকাশ বিধেয় মূলমন্ত্রদ্বারা প্রতিহিংসার ভীষণত দমন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল আর সেই অবধি যুদ্ধক্ষেত্রের অপ্রতিহার্য্য দুর্গতি হ্রাস করিবার নিমিত্ত

যাবতীয় খ্রীষ্টীয় রাজ্যের মধ্যে একটী ইচ্ছা জন্মিয়াছে এখন যুদ্ধ কেহ আর ভাল বাসে না এখন নগর সকল আর সমূলে ধ্বংস করা হয় না, এবং অধিবাসীগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নৃশংসরূপে হত হয় না বিজয় ঘোষণা হইলে, বিজেতাগণ শাসন ও আইনের সম্মান রক্ষা করে, এবং বিজিতদিগের উপরে সদয় ব্যবহার করে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্বপক্ষের পুষ্টিতার জন্য যেরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ইয়ুরোপীয় কোন খ্রীষ্টীয় রাজ্যের পক্ষে সেরূপ করা অসম্ভব আহত ব্যক্তিগণ এখন আর নিঃসহায় অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া থাকে না, কিন্তু "লাল ক্রুশ" সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণকর্ত্তৃক যথোপযুক্ত শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে

আহা, যাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রভাবে যুদ্ধের ব্যাঘ্রবৎ হিংসাভাব মেষবৎ শান্তভাবে পরিণত হয়, এবং যুদ্ধের কৃপাণবর্জ্জিত কোলাহলের মধ্যেও যাঁহার প্রেম ও করুণার কিরণ বিকীর্ণ হয়, তাঁহার নাম ধন্য। হে আমার পরিত্রাতা ইহা আর কাহারও কার্য্য নয়, তোমারই কার্য্য, এ সকল তোমারই করুণা বিতরণ, এবং নিজ সমবেদনা ও ত্যাগস্বীকারজনিত প্রেমের দানমাত্র তোমার ক্রুশেই এ সকল

পৃথিবীর প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল আর এখন তাহা সর্ব্ব-জাতির নিকটে, এমন কি ঘোর অন্ধকারময় প্রদেশেও প্রকাশিত হইয়াছে হে প্রভো যে পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যের আগমন না হয়, এবং তুমি "শান্তিরাজ" হইয়া সর্ব্বত্র রাজত্ব না কর, সে পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় আরও সুব্যক্ত হউক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসীগণের আত্মিক একতার উপরে ক্রুশের আধিপত্য

ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা ভাল, তাহা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী বহুকাল জ্ঞাত ছিল না। খ্রীষ্টীয় ক্রুশের গুণে আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মার অন্যান্য দানের ন্যায়, এই স্বাধীনতা ভাবও ক্রমোন্নতি সহকারে আমাদিগের মধ্যে আসিয়াছে, আর তদ্দ্বারা এমন এক সময়ের আশা করা যায়, যখন "শান্তি, নদীর ন্যায় বহিবে, ও ধার্ম্মিকতা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় হইবে।"

পূর্ব্বকালে বহুল পরিমাণে অভিশাপ দেওয়া ও গোঁড়ামি হেতুক উৎপীড়নার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাতে কত শত ব্যক্তি নিহত ও কত জনের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছে, কত নিরপরাধীকে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রকাশ জন্য কারাগারে বদ্ধ করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল। রোমীয় মতাবলম্বীরা প্রোটেষ্টান্টদিগকে তাড়না করিলে, প্রোটেষ্টান্টেরাও সুযোগ মতে সেইরূপ নির্দ্দয়তার সহিত তাহাদিগকে তাড়না করিত। চার্চ্চ-ম্যানগণ পিউরিটান্‌দিগকে তাড়না করিলে, পিউরিটান্‌গণ

প্রবল হইবাম এ তাহাব প্রতিশোধ লইত হে আমাব ঈশ্বর, ইহাতে মনুষ্য স্বভাবেব ভ্রষ্টতাব কি চিত্রই না অঙ্কিত হইয়াছে . খ্রীষ্টধর্ম্ম যে স্বাধীনতাব ধর্ম্ম এবং আমরা প্রত্যেকেই যে "পরস্পব ভ্রাতা,' ইহা জানিতে আমাদের কত দিন লাগিযাছে .

এই উৎকৃষ্টতব শিক্ষা আমবা কখন্ হইতে পাইযাছি ? কেন আমবা আমাদেব সেই পুবাতন হস্তপেষণ যন্ত্র ও যন্ত্রণাব কল উঠাইয়া দিযাছি ? কেনই বা এখন লোকে স্বাধীনতার সহিত আপনাপন মত প্রকাশার্থে সক্ষম হইয়াছে ? রীতিনীতি ও শিক্ষাসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, কেন খ্রীষ্টীয়ানেরা এখন পবস্পরকে সম্মান কবেন, এবং এক পবিবারভুক্ত ও অন্তবঙ্গ জানিযা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করেন ? এই যে সম্মিলন ও সংযোগ সাধন ব্যবস্থা, ইহা যীশুর ক্রুশ হইতেই উদ্ভুত হইযাছে

আমরা যে সকলে একই বহুমূল্য বক্তদ্বাবা ক্রীত হইয়াছি, এই জ্ঞানে, যে পবিমাণে আকর্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ সেই ক্রুশেব সম্মুখে অবনত হইব, সেই পরিমাণে অপরের প্রতি প্রেম ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ কবিতে আমরা সমর্থ হইব ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা জানেন যে, অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ হই-

লেও, ক্রুশে সাধিত মুক্তির কার্য্যে এ কৃত বিশ্বাসীমাত্রেই এক। হে প্রভো, এই ভাবটী যেন আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়! ধরিতে গেলে, আমার পূর্ব্ববর্ণিত অনিষ্টাপাত এখনও সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয় নাই; যেহেতু ক্রুশের ক্ষমতা যত অধিক হউক না কেন মনুষ্য হৃদয়ে তাহা ধীরে ধীরে কার্য্য সাধন করে হে প্রিয় ভ্রাতঃ, যে সময়ে অসহিষ্ণুতার জোয়ার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, সেই সময়ে আমি জীবিত আছি, এবং আমার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্গীয় প্রেমসমুদ্রের সুপ্রকাশিত তীরভূমি অবলোকন করিতেছি, এ কারণ, তোমার ধন্যবাদ করি। মণ্ডলীসমূহের আরও অধিকতর সম্মিলনের জন্য আমি যে সকল আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই, তাহার অর্থ কি? খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের এত সুদূর বিস্তৃত সমিতি সকলেতে কি বুঝায়? ভূমণ্ডলস্থ বহুসংখ্যক খ্রীষ্টীয়ান, যাঁহারা বাহ্যভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, আত্মিক্ ভাবে আপনাদিগকে "খ্রীষ্টে এক" মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে প্রার্থনা-সম্মিলনীদ্বারা একই সময়ে আপনাদিগকে "সুবর্ণ-শৃঙ্খলে" আবদ্ধ করেন, তাহারই বা অর্থ কি? ইহাই ক্রুশীয় প্রভাবের বিস্তৃতি যে সময়ে অযুতগুণ অযুত ও সহস্রগুণ সহস্র কণ্ঠহইতে একই গান, অর্থাৎ 'হাল্লে-

লুয়া! কেননা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর রাজত্ব করিতেছেন!” শুনা যাইবে, ইহা সেই মহা গৌরবান্বিত সময়ের অগ্রিমাংশ-স্বরূপ। প্রভো, সেই প্রশংসার উৎসবের নিমিত্ত আমায় প্রস্তুত কর! শান্তির সুসমাচারের আত্মারূপ বারি আমায় এরূপ পান করাও যেন প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীকে আমার আত্মীয় জ্ঞান করিতে পারি, এবং প্রেরিতগণের সহিত বলিতে পারি যে, “যাহারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে সরলভাবে প্রেম করে, তাহাদের সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ত্তুক।” তাহাই হউক। আমেন্, হাঁ, আমেন্।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গে যীশুর আধিপত্য

অতীতের যাহা, তাহা চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানের যাহা, তাহাও দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে, কিন্তু এখনও ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে অতএব যুগের পরিসমাপ্তি বিষয়ক গূঢ় রহস্যের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া ক্রুশের আলোচনা শেষ করিতে পারা যায় না।

ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত শেষ দল এখন সংগৃহীত হইল প্যারাডাইসের সুখ পূর্ণ হইল পরিত্রাণের জয়োল্লাস সিদ্ধ হইল যীশু, "তাঁহার প্রাণের শ্রমফল দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন" শত শত যুগের পবিত্রগণ, সেই "কন্যা" অভিহিত মহিমান্বিত বাহিনীতে মিলিয়া গেলেন পাপ ও মৃত্যু, দুঃখ ও পরীক্ষা আর নাই এই জগতের অধিপতি ভ্রাতৃগণের অপবাদক নীচে নিঃক্ষিপ্ত হইল তার পর কি?

হে আমার প্রাণ শেষ বিষয়টী কেমন করিয়া তুমি বর্ণনা করিবে? ইহা এই এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা, "মেষশাবকের বিবাহ ভোজ," নূতন যিরূশালেমের অবতরণ" "প্রভুর দিন," "পিতার বাটীতে" প্রবেশ, "অজর দায়াংশ

লাভ" "অনন্তজীবনপ্রদ পুনরুত্থান," মুক্তিদাতার মহিমান্বিত সিংহাসনে স্থানপ্রাপ্তি, ঈশ্বরের মন্দিরে বসতি, যাহাহইতে আমরা আর বহিষ্কৃত হইব না তথায় 'প্রভু ঈশ্বর আপনি সকলের নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন" "শোক ও আর্ত্তনাদ" পলায়ন করিবে, এবং 'অভিশাপ" কি, তাহা কেহই জানিবে না

হে সুখের দিন এ সন্তপ্ত জগতের শোকার্ত্তেরা তোমারই প্রতীক্ষায় ছিল হে জয়োল্লাসের দিন ইস্রায়েলের দৈববক্তৃগণ বহুকালপূর্ব্বে তোমারই কথা বলিয়াছিলেন! হে গৌরবের দিন, স্বর্গীয় দূতগণ বহুকাল হইতে তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলেন! হে ঈশ্বরের দিন, বহুকাল হইল, তুমি অনন্তকালের অভ্যন্তরে নিরূপিত ও প্রস্তুত হইয়াছিলে! হে মুক্তির দিন, তুমি ঐশ্বরিক প্রেম ও মঙ্গলভাবের বিজয়লাভে আনীত হইয়াছ.

হে শুভ দিন, কিসের গুণে তোমার এ উন্নতি হইল? এ সমস্ত জ্যোতিঃ ও জীবন কোথাহইতে আসিয়াছে? কিসেই বা পাপ-জগতের আঁধার ও মৃত্যুর চিরতরে লোপ করিল, এবং অবিনাশী গৌরব-প্রবাহে এক "নূতন গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে" নিমজ্জিত করাইল? কেমন করি-

য়াই বা "ঈশ্বর এরূপে পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ সমস্ত বিষয় আপনার সহিত সম্মিলিত করিলেন ?" প্রচুর বাক্যেই ইহার উত্তরে সে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই,—' তিনি ক্রুশীয় রক্তের গুণে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন "

হে অতি প্রিয় ভ্রাতা, এ কথা সত্য যে, তোমার ক্রুশই ঈশ্বরের এই মহা দিনের উৎপত্তি স্থল। অনন্তকালীয় মন্ত্রণায় স্থির হইবামাত্র, দিনটী অনন্ত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল যখন আমি ঐ সমুদায় সম্প্রদায়ের প্রতি, অর্থাৎ "যাঁহারা শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও যাঁহাদের হস্তে খর্জ্জুর পত্র" এবং যাহারা "জীবন জলের উনুইর নিকট" চালিত ও অবিরত আরাধনার্থে "সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান," তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন ক্রুশের বিজয়ব্যতীত আর কিছুই দেখি না সেই আনন্দের দেশে যদি কোন আলো থাকে, তবে "মেষশাবক স্বয়ং তাহার আলো" "ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত ও স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল" নদীতে যদি চিরস্থায়ী আনন্দ থাকে, তবে মেষশাবকই কেবল আপন পালকে সেই স্বর্গীয় আনন্দ দানার্থে সেই জলের নিকট গমন করান স্বর্গীয় মহা গৌরবান্বিত মন্দিরের মধ্যে যদি কোন গীত থাকে, তবে তাহা তাঁহাদেরই

ত্রাণার্থে নিহত ব তার প্রশংস সূচক গীত আর "নিহত যে মেষশাবক, তিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য ও প্রজ্ঞা ও শক্তি ও সমাদর ও প্রতাপ ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য," ইহাই সেই সকল গীতের চিরকালব্যাপী প্রতিধ্বনি

যখন আমি এই সকল বিষয় ধ্যান করি, তখন আমার আত্মা দায়ূদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলে, 'হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার অপেক্ষা করিতেছে আমি কবে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব ?" ইহা কি সত্য নহে যে, 'এখন পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও প্রসব-কারিণীর ন্যায় ব্যথিতা হইতেছে" এবং দত্তকপুত্রতা, অর্থাৎ আপন দেহের মুক্তি অপেক্ষা করিতেছে এমনই বটে, প্রভু যীশু আইস তোমার রক্তক্রীত অধিকারের উপরে রাজত্ব করিতে শীঘ্র আইস। তোমার রাজ্য অধিকার করিবার ও 'মৃত্যুকে জয়ে কবলিত" করিবার জন্য আইস তোমার 'সাধুবর্গদ্বারা গৌরবান্বিত হওনার্থে ও বিশ্বাসীগণদ্বারা বিস্ময়নেত্রে দৃষ্ট হওনার্থে আইস এই ভ্রষ্ট জগৎকে তাহার প্রথম শোভা অপেক্ষা অধিক শোভায় শোভিত করণার্থে আইস এই প্রকারে তোমার

সেই মৃত্যু যন্ত্র এপ্রণ, মুক্তি প্রাপ্ত পাপিগণের উপর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করণার্থে তোমার সিংহাসনস্বরূপ হউক আমেন্ ইঁ আমেন্.

সমাপ্ত

BENGAL LIB
27 MAR.1